সামুয়েল

প্রথম পুস্তক

সামুয়েলের জন্ম ও বাল্যকাল

১ এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে এল্কানা নামে রামাথাইম-সুফিমের একজন এফ্রাইমীয় লোক ছিলেন; তিনি যেরোহামের সন্তান, যেরোহাম এলিহুর সন্তান, এলিহু তোহুর সন্তান, তোহু সুফের সন্তান। [২] তাঁর দুই স্ত্রী ছিল: একজনের নাম আন্না, আর একজনের নাম পেনিন্না; পেনিন্নার ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু আন্না নিঃসন্তান ছিলেন। [৩] এই লোক প্রতিবছর সেনাবাহিনীর প্রভুকে আরাধনা করতে ও তাঁর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে তাঁর শহর থেকে শীলোতে যেতেন। সেখানে এলির দুই ছেলে হফ্নি ও ফিনেয়াস প্রভুর যাজক ছিলেন।

[৪] একদিন এল্কানা বলি উৎসর্গ করলেন; তিনি সাধারণত তাঁর স্ত্রী পেনিন্নাকে ও তাঁর সকল ছেলেমেয়েকে বলির যে যার অংশ দিতেন; [৫] কিন্তু আন্নাকে মর্যাদার শুধু একটা অংশটুকুই দিতেন, কেননা তিনি যদিও আন্নাকে বেশি ভালবাসতেন, তবু প্রভু আন্নার গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন। [৬] তাছাড়া, প্রভু তাঁর গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন বলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য তাঁকে অবিরতই জ্বালা দিতেন। [৭] বছরের পর বছর এইভাবেই চলতে থাকল: যতবার তাঁরা প্রভুর গৃহে যেতেন, ততবারই পেনিন্না আন্নাকে জ্বালা দিতেন। সেদিন আন্না কেঁদে ফেললেন, মুখে কিছুই দিতে চাইলেন না। [৮] তাই তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'আন্না, কেন কাঁদছ? কেন খাচ্ছ না? তোমার হৃদয় অবসন্ন কেন? তোমার কাছে আমি কি দশটি সন্তানের চেয়েও বেশি নই?'

[৯] শীলোতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর আন্না আসন ছেড়ে উঠে প্রভুর সামনে দাঁড়ালেন। যাজক এলি তখন প্রভুর মন্দিরদ্বারের বাজুর পাশে নিজের চৌকিতে বসে ছিলেন। [১০] মর্মজ্বালায় আন্না তিক্ত অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করতে লাগলেন। [১১] তিনি এই বলে মানত করলেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান দাও, তাহলে আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না।'

[১২] আন্না প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলেন, একইসময়ে এলি তাঁর ঠোঁট দু'টোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন; [১৩] কেননা আন্না মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, শুধু তাঁর ঠোঁট দু'টোই নড়ছিল, কিন্তু তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল না; তাই এলি তাঁকে মাতাল মনে করলেন। [১৪] এলি তাঁকে বললেন, 'আর কতক্ষণ তুমি মাতাল অবস্থায় থাকবে? নেশার ঘোর কাটিয়ে দাও।' [১৫] আন্না উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, তা নয়! আমি তো বড় দুঃখিনী মেয়ে, আঙুররস বা উগ্র পানীয় আমি খাইনি; প্রভুর সামনে আমি আমার অন্তরের ব্যথা উজাড় করে দিচ্ছি। [১৬] আপনার এই দাসীকে আপনি অপদার্থ মেয়ে মনে করবেন না; আসলে আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্ষোভের ফলেই আমি এতক্ষণে কথা বলছিলাম।' [১৭] তখন এলি উত্তরে বললেন, 'শান্তিতে যাও; ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের কাছে যা যাচনা করেছ, তাতে তিনি সাড়া দিন।' [১৮] আন্না বললেন, 'আপনার দৃষ্টিতে আপনার এই দাসী অনুগ্রহের পাত্র হোক।' এরপর স্ত্রীলোকটি নিজের পথে চলে গেলেন, আবার খেতে শুরু করলেন, ও তাঁর মুখ আগের মত আর বিষণ্ন হল না।

[১৯] পরদিন তাঁরা সকালে উঠে প্রভুর সামনে প্রণিপাত করার পর রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন। স্ত্রীর সঙ্গে এল্কানার মিলন হলে প্রভু আন্নার কথা স্মরণ করলেন। [২০] তাই আন্না গর্ভধারণ করলেন, নির্ধারিত সময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, এবং তার নাম সামুয়েল রাখলেন: তিনি

বলছিলেন, ‘আমি তাকে পাবার জন্য প্রভুর কাছে যাচনা করেছিলাম।’ [২১] পরে তাঁর স্বামী এল্কানা ও তাঁর সমস্ত পরিবার প্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলি উৎসর্গ করতে ও মানত পূরণ করতে গেলেন; [২২] কিন্তু আন্না গেলেন না; কারণ তিনি স্বামীকে বলছিলেন, ‘শিশুটি দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না; তবেই আমি তাকে প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে নিয়ে যাব, আর সে সবসময়ের মত সেখানে থাকবে।’ [২৩] তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, ‘যা ভাল মনে কর, তাই কর; সে দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর; শুধু একটা কথা: প্রভু নিজের বাণী সফল করুন।’ তাই স্ত্রীলোকটি বাড়িতে রইলেন, এবং শিশুটিকে দুধ দিলেন যতদিন না সে দুধছাড়া হল।

[২৪] দুধ-ছাড়ানোর পর তিনি তিন বছর বয়সের একটা বলদ, পুরো এক মণ ময়দা ও আঙুররসে ভরা একটা চামড়ার পাত্র সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সাথে রওনা হয়ে শীলোতে প্রভুর গৃহে গেলেন; তাঁদের সঙ্গে ছেলেটিও ছিল। [২৫] বলদকে বলি দেওয়ার পর তাঁরা ছেলেটিকে এলির কাছে আনলেন, [২৬] আর আন্না বললেন, ‘প্রভু আমার, দোহাই আপনার! আপনার প্রাণের দিব্যি, প্রভু আমার! আমি সেই মেয়ে যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য এইখানে, আপনার পাশেই, দাঁড়িয়েছিলাম। [২৭] এই ছেলের জন্যই আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আর প্রভুর কাছে যা যাচনা করেছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। [২৮] তাই আমিও একে প্রভুকে দিলাম; তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে এ প্রভুর কাছে নিবেদিত।’ আর সেখানে তিনি প্রভুর সামনে প্রণিপাত করলেন।

আন্নার সঙ্গীত

২ তখন আন্না এই বলে প্রার্থনা করলেন:

‘আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত,
আমার শক্তি প্রভুতে উত্তোলিত;
আমার মুখ বড়াই করে আমার শত্রুদের উপর,
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

[২] প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই,
তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই;
আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

[৩] এত গর্বের সঙ্গে তোমরা বেশি কথা বলো না,
তোমাদের মুখ থেকে উদ্ধত কথা বের হয় না যেন।
কারণ প্রভু তো সর্বজ্ঞ ঈশ্বর,
সকল কর্ম ওজন করা তাঁরই কাজ।

[৪] ভেঙে গেল শক্তিশালীদের ধনুক,
কিন্তু যারা হোঁচট খাচ্ছিল, তারা এখন প্রতাপে পরিবৃত।
[৫] যারা পরিতৃপ্ত, তারা নিজেদেরই মজুরি খাটায় একটা রুটির জন্য,
কিন্তু যারা ক্ষুধার্ত, তারা শ্রম করতে আর বাধ্য নয়।
যেই ছিল বন্ধ্যা, সে সাত সন্তানের জননী হল,
কিন্তু যার ছিল বহু সন্তান, সে ম্লান হয়ে গেল।

[৬] প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন,
পাতালে নামিয়ে আনেন, উত্থিত করেন,
[৭] প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান,
অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন।

[৮] তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন
তাদের আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
গৌরবময় সিংহাসনেরই তাদের করেন উত্তরাধিকারী।
কারণ প্রভুরই তো পৃথিবীর স্তম্ভগুলি,
সেগুলির উপর তিনি জগৎ স্থাপন করলেন।

[৯] তিনি ভক্তদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখেন,
কিন্তু দুর্জনেরা অন্ধকারেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে।
নিজের বলেই যে মানুষ জয়ী হয়, তা তো নয়।
[১০] প্রভু! তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভগ্নচূর্ণ হবেই;
স্বর্গ থেকে পরাৎপর বজ্রনাদ করবেন।
প্রভু মর্তের প্রান্তসীমা বিচার করবেন;
আপন রাজাকে শক্তি দেবেন,
তাঁর মসীহের প্রতাপ উত্তোলন করবেন।’

[১১] এল্কানা রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন, আর ছেলেটি এলি যাজকের সামনে প্রভুর সেবা করতে সেখানে রইলেন।

এলির দুই ছেলে

[১২] এলির দুই ছেলে পাষণ্ডই ছিল, তারা প্রভুকে মানত না; [১৩] লোকদের প্রতি এই যাজকদের ব্যবহার এরূপ ছিল: কেউ বলি দিতে এলে যখন তার পশুমাংস সিদ্ধ করা হত, তখন যাজকের চাকর ত্রিকণ্টক একটা শূল হাতে করে আসত, [১৪] এবং কড়াই বা হাঁড়ি বা মালসা বা পাত্রে তা দ্বারা কোপ দিয়ে তাতে যা উঠত, তা সবই যাজক নিজের জন্য দাবি করত; ইস্রায়েলের যত লোক সেখানে, সেই শীলোতেই আসত, তাদের সকলের প্রতি এ ছিল তাদের ব্যবহার। [১৫] আবার, চর্বি পোড়ার আগে যাজকের চাকর এসে, যে বলি দিচ্ছিল, তাকে বলত, ‘যাজকের জন্য আমাকে কাঁচা মাংস দাও, তিনি তা ঝলসে খাবেন; তোমার কাছ থেকে তিনি সিদ্ধ মাংস নেবেন না, কেবল কাঁচাই নেবেন।’ [১৬] লোকটা যদি উত্তরে বলত, ‘আগে চর্বি পোড়া হোক, পরে যত খুশি সবই নিয়ে যাও,’ তখন চাকরটি প্রত্যুত্তরে বলত, ‘না, এখনই দাও, নইলে তা জোর করেই নেব।’ [১৭] এইভাবে প্রভুর দৃষ্টিতে ওই যুবকদের পাপ খুবই ভারী ছিল, কারণ তারা প্রভুর নৈবেদ্য অসম্মান করত।

শীলোতে সামুয়েল

[১৮] সামুয়েল কোমরে ক্ষোম-কাপড়ের এফোদ বেঁধে বালক হয়েও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিল। [১৯] তার মা প্রতিবছর ছোট্ট একটা পোশাক প্রস্তুত করে স্বামীর সঙ্গে বার্ষিক বলি দেওয়ার জন্য আসবার সময়ে তা এনে তাকে দিতেন। [২০] তখন এলি এল্কানাকে ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, ‘এই স্ত্রীলোক প্রভুর কাছে যা নিবেদন করেছেন, তার বিনিময়ে প্রভু এই স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তোমাকে আরও সন্তান দিন।’ তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন, [২১] আর প্রভু আন্নাকে দেখতে গেলেন: তিনি গর্ভধারণ করলেন, আর আরও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে প্রসব করলেন। ইতিমধ্যে বালক সামুয়েল প্রভুর সাক্ষাতে বেড়ে উঠতে লাগল।

এলির দুই ছেলে সম্বন্ধে অতিরিক্ত কথা

[২২] এলি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, এবং ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর ছেলেরা কেমন ব্যবহার করত, এবং সাক্ষাৎ-তাঁবুর দ্বারে যে স্ত্রীলোকেরা সেবায় নিযুক্ত, তাদের সঙ্গে তাদের যে মিলন হত, এই সমস্ত

কথা তাঁর কানে আসত। [২৩] তিনি তাদের বললেন, ‘তোমরা এমন ব্যবহার করছ কেন? আমি তো সমস্ত লোকদের মুখে তোমাদের জঘন্য আচরণের কথা শুনতে পাচ্ছি! [২৪] না, সন্তান আমার, না! তোমাদের বিষয়ে আমি যা শুনি, তা ভাল না; তোমরা তো প্রভুর জনগণকে পথভ্রষ্টই করছ। [২৫] মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে পরমেশ্বর তার পক্ষে বিচার করতেও পারবেন; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?’ কিন্তু তবুও তারা পিতার কথায় কান দিত না, কেননা প্রভু তাদের বধ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। [২৬] অন্যদিকে বালক সামুয়েল প্রভুর ও মানুষের সামনে দেহে ও অনুগ্রহে বেড়ে উঠছিল।

শাস্তি পূর্বঘোষিত

[২৭] একদিন পরমেশ্বরের একজন লোক এলির কাছে এলেন; বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন, তোমার পিতার কুল যখন মিশরে ফারাওর বাড়িতে দাস ছিল, তখন আমি কি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিনি? [২৮] আমার আপন যাজক হতে, আমার যজ্ঞবেদিতে আরোহণ করতে, ধূপ জ্বালাতে, আমার সাক্ষাতে এফোদ পরতে আমি কি ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে বেছে নিইনি? আর ইস্রায়েল সন্তানদের অগ্নিদগ্ধ বলি আমি কি তোমার পিতৃকুলকে দিইনি? [২৯] তাই আমি আমার আবাসে যা উৎসর্গ করতে আজ্ঞা করেছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যগুলো তোমরা কেন পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? এবং তুমি কেন আমার চেয়ে তোমার ছেলেদেরই প্রতি বেশি সম্মান দেখাচ্ছ? হ্যাঁ, তোমরা আমার জনগণ ইস্রায়েলের যত নৈবেদ্যের সেরা অংশ খেয়ে মোটা-সোটা হয়েছ! [৩০] অতএব—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—আমি ঠিকই বলেছিলাম, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগ যুগ ধরে আমার সাক্ষাতে চলবে, কিন্তু এখন—প্রভুর উক্তি—আর তেমন হবে না! কারণ যারা আমাকে সম্মান করে, আমিও তাদের সম্মান করব; আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে। [৩১] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু এমনভাবে ছিন্ন করব যাতে তোমার কুলে একটা বৃদ্ধও না থাকে। [৩২] আবাসে দাঁড়াতে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী একজনকে দেখবে, ইস্রায়েলের জন্য সে যে সমস্ত মঙ্গল করবে, তাও তুমি দেখবে, কিন্তু তোমার কুলে কোন বৃদ্ধকে আর পাওয়া যাবে না। [৩৩] তবু আমি আমার যজ্ঞবেদি থেকে তোমার কিছুটা লোককে ছিন্ন করব না, যেন তোমার চোখ ক্ষয়ে যায় ও তোমার প্রাণ ম্লান হয়ে যায়; কিন্তু তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত লোক খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। [৩৪] আর তোমার দুই ছেলের প্রতি, হফ্নি ও ফিনেয়াসের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমার জন্য চিহ্ন হবে: তারা দু’জন একই দিনে মরবে। [৩৫] পরে, আমি আমার সেবার জন্য এক বিশ্বস্ত যাজকের উদ্ভব ঘটাব, সে আমার হৃদয়ের ও আমার মনের মত কাজ করবে। আমি তার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করব; সে নিত্যই আমার অভিষিক্তজনের সাক্ষাতে চলবে। [৩৬] তোমার কুলের মধ্য থেকে যারা বেঁচে যাবে, তারা প্রত্যেকে এক রুপোর টাকার ও এক টুকরো রুটির জন্য তার সামনে প্রণিপাত করতে আসবে, আর বলবে, দোহাই তোমার, কোন একটা যাজকীয় দায়িত্বে আমাকে নিযুক্ত কর, আমি যেন এক টুকরো রুটি খেতে পারি।’

সামুয়েলকে আহ্বান

৩ বালক সামুয়েল এলির পরিচালনায় প্রভুর সেবা করত। তখনকার দিনে প্রভু কদাচিৎ বাণী দিতেন, দিব্য দর্শনও সাধারণত ঘটত না। [২] একদিন এমনটি ঘটল যে, এলি তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছিল, তিনি প্রায় আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। [৩] পরমেশ্বরের প্রদীপ তখনও নিভে যায়নি, সামুয়েল প্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেইখানে শুয়ে আছে যেখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ছিল, [৪] এমন সময় প্রভু ডাকলেন, ‘সামুয়েল!’ সে উত্তর দিল, ‘এই যে

আমি ;’ [৫] এবং এলির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, ‘আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি !’ তিনি বললেন, ‘আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।’ আর সে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। [৬] কিন্তু প্রভু আবার ডাকলেন, ‘সামুয়েল !’ আর সামুয়েল উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, ‘আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি !’ তিনি বললেন, ‘বৎস, আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।’ [৭] আসলে সামুয়েল তখনও প্রভুর পরিচয় পায়নি, প্রভুর বাণীও তখনও তার কাছে প্রকাশিত হয়নি।

[৮] প্রভু তৃতীয়বারের মত আবার ডাকলেন, ‘সামুয়েল !’ আর সে উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, ‘আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি !’ তখন এলি বুঝলেন, প্রভুই বালকটিকে ডাকছেন। [৯] তাই এলি সামুয়েলকে বললেন, ‘তুমি গিয়ে শুয়ে পড় ; আর কেউ যদি আবার তোমাকে ডাকে, তুমি বল : বল, প্রভু ! কারণ তোমার এই দাস শুনছে।’ তাই সামুয়েল নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

[১০] তখন প্রভু এসে সেখানে দাঁড়ালেন, এবং আগেকার মত আবার ডাকলেন, ‘সামুয়েল, সামুয়েল !’ সামুয়েল উত্তর দিল, ‘বল, কারণ তোমার এই দাস শুনছে।’ [১১] তখন প্রভু সামুয়েলকে বললেন, ‘দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এমন এক কাজ সাধন করতে যাচ্ছি যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। [১২] এলির কুলের বিষয়ে যা কিছু বলেছি, সেইদিন আমি তার বিরুদ্ধে আগাগোড়াই সেই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব। [১৩] আমি তাকে বলেছি, আমি সবসময়ের মতই তার কুলের উপর প্রতিশোধ নেব, কেননা তার ছেলেরা যে পরমেশ্বরকে অসম্মান করছিল, তা জেনেও সে তাদের শাস্তি দেয়নি। [১৪] এজন্য এলির কুলের বিষয়ে আমি এই বলে শপথ করছি যে, বলিদান বা নৈবেদ্য দ্বারাও এলির কুলের শঠতার প্রায়শ্চিত্ত কখনও হবে না।’

[১৫] সামুয়েল সকাল পর্যন্ত শুয়ে রইল, পরে প্রভুর গৃহের দরজা খুলে দিল। সামুয়েল এলিকে দর্শনটির কথা জানাবার সাহস পাচ্ছিল না ; [১৬] কিন্তু এলি সামুয়েলকে ডাকলেন, বললেন, ‘সন্তান আমার, সামুয়েল !’ সে উত্তর দিল, ‘এই যে আমি !’ [১৭] এলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তিনি তোমাকে কী বাণী দিলেন ? দেখ, আমার কাছে কিছুই গোপন রেখো না। পরমেশ্বর যে যে কথা তোমাকে বলেছেন, আমার কাছে তুমি যদি কোন কথা গোপন রাখ, তবে তিনি তোমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন !’ [১৮] তখন সামুয়েল তাঁকে সেই সমস্ত কথা খুলে বলল, কিছুই গোপন রাখল না। এলি বললেন, ‘তিনি প্রভু ; তিনি যা ভাল মনে করেন, তা-ই করুন !’

[১৯] সামুয়েল বড় হলেন। প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তাঁর নিজের কোন বাণী মাটিতে পড়তে দিতেন না। [২০] তাই দান থেকে বের্‌শেবা পর্যন্ত গোটা ইস্রায়েল জানতে পারল যে, সামুয়েল প্রভুর নবী বলে নিযুক্ত হয়েছেন।

[২১] শীলোতে প্রভু দেখা দিয়ে চললেন ; বস্তুত প্রভু প্রভুর বাণী দ্বারাই শীলোতে সামুয়েলের কাছে দেখা দিতেন ;

[৪] [১ক] এবং সামুয়েলের বাণী গোটা ইস্রায়েলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

ইস্রায়েলীয়েরা পরাজিত ও মঞ্জুষা শত্রুহস্তে পতিত

৪ [১খ] সেসময় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনিরা জড় হল, আর ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামল। তারা এবেন্‌-এজেরের কাছে শিবির বসাল, আর ফিলিস্তিনিরা আফেকে শিবির বসাল। [২] ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সেনাদল সাজাল, আর তখন যুদ্ধ বেধে গেল ; কিন্তু ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হল : তাদের সেনাদলের প্রায় চার হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল।

[৩] লোকেরা শিবিরে ফিরে এলে ইস্রায়েলের প্রবীণেরা বললেন, ‘প্রভু কেন এমনটি করলেন যে, আজ আমরা ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হলাম ? এসো, আমরা শীলোয় গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা

আমাদের এইখানে নিয়ে আসি, যেন সেই মঞ্জুষা আমাদের মধ্যে এসে শত্রুদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করে।' [৪] তাই খেরুব দু'টোর উপরে আসীন সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আনবার জন্য লোক পাঠানো হল। এলির দুই ছেলে সেই হফ্‌নি ও ফিনেয়াস তখন সেখানে পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষার সঙ্গে ছিল। [৫] প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসে পৌঁছলেই গোটা ইস্রায়েল এমন উদাত্ত রণধ্বনি তুলল যে, পৃথিবী কেঁপে উঠল। [৬] ফিলিস্তিনিরাও সেই রণধ্বনির শব্দ শুনতে পেল; তারা বলল: 'হিব্রুদের শিবিরে তেমন উদাত্ত রণধ্বনি হচ্ছে কেন?' পরে তারা জানতে পারল যে, প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসেছে। [৭] এতে ফিলিস্তিনিরা ভয় পেয়ে বলতে লাগল, 'শিবিরে স্বয়ং পরমেশ্বর এসেছেন!' আরও বলল, 'হায় হায়, এর আগে তো কখনও এমন কিছু হয়নি! [৮] হায় হায়, তেমন পরাক্রমী দেবতাদের হাত থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? এঁরাই সেই দেবতা, যাঁরা মরুপ্রান্তরে সবরকম আঘাতে মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন। [৯] হে ফিলিস্তিনিরা, সাহস ধর, পুরুষত্ব দেখাও! নইলে এই হিব্রুরা যেমন একদিন তোমাদের দাস ছিল, তেমনি তোমরাও তাদের দাস হবে। পুরুষত্ব দেখাও, লড়াই কর!' [১০] তাই ফিলিস্তিনিরা আক্রমণ চালাল, এবং ইস্রায়েল পরাভূত হয়ে প্রত্যেকেই যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। হত্যাকাণ্ড বিরাট হল: ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মারা পড়ল! [১১] তাছাড়া পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়ল, এবং এলির দুই ছেলে সেই হফ্‌নি ও ফিনেয়াস মারা পড়ল।

[১২] বেঞ্জামিনের একজন লোক সৈন্যশ্রেণী ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে সেদিনেই শীলোতে এসে উপস্থিত হল; তার পোশাক ছেঁড়া, তার মাথায় ধুলা। [১৩] সে যখন আসছে, তখন নগরদ্বারের পাশে নিজের চৌকিতে বসে এলি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কারণ তাঁর অন্তর পরমেশ্বরের মঞ্জুষার জন্য থরথর করে কাঁপছিল। তাই সেই লোক এল, আর শহরের কাছে সংবাদ দিলে গোটা শহর হাহাকার করতে লাগল। [১৪] হাহাকারের শব্দ শুনে এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কোলাহলের কারণ কী?' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে এলিকে সবকিছু জানিয়ে দিল। [১৫] এলি সেসময়ে বৃদ্ধ, তাঁর বয়স আটানব্বই বছর; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি আর চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। [১৬] লোকটা এলিকে বলল, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছি, আজই সৈন্যশ্রেণী ছেড়ে পালিয়ে আসছি।' [১৭] এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, তবে কী ঘটেছে?' যে সংবাদ নিয়ে আসছিল, সে উত্তরে বলল, 'ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালিয়েছে, আবার এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য লোক মারা পড়েছে; আরও, আপনার দুই ছেলে হফ্‌নি ও ফিনেয়াসও মরেছে, এবং পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছে।' [১৮] লোকটা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার কথা উল্লেখ করামাত্র এলি নগরদ্বারের পাশে থাকা তাঁর সেই চৌকি থেকে পিছনে পড়লেন, তাঁর ঘাড়ে আঘাত লাগল আর তিনি মারা গেলেন; কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

[১৯] তাঁর পুত্রবধূ, ফিনেয়াসের স্ত্রী, গর্ভবতী ছিল, তার প্রসবকাল কাছে এসে গেছিল; পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছে, এবং তার শ্বশুর ও তার স্বামী মরেছেন, এই খবর শুনে সে হঠাৎ প্রসবযন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে প্রসব করল। [২০] তার মৃত্যু-মুহূর্তে যে স্ত্রীলোকেরা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বলল, 'ভয় নেই, তুমি তো একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলে।' কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, কিছুতেই মনোযোগ দিল না। [২১] তবু সে ছেলেটির নাম ইখাবোদ রাখল; বলল, 'ইস্রায়েল থেকে গৌরব গেল!' সে তো পরমেশ্বরের মঞ্জুষা যে শত্রুহাতে পড়েছিল ও তার শ্বশুরের ও স্বামীর যে মৃত্যু হয়েছিল, তা-ই ইঙ্গিত করছিল। [২২] সে বলল, 'ইস্রায়েল থেকে গৌরব গেল!' কারণ পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছিল।

মঞ্জুষার দরুন ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা

৫ ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা হস্তগত করে তা এবেন্-এজের থেকে আসদোদে আনল। [২] পরে

ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে দাগোন দেবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দাগোনের পাশেই বসাল। [৩] পরদিন আসদোদের লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে; তাই তারা দাগোনকে তুলে আবার তার জায়গায় বসাল। [৪] তার পরদিনেও লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, এবং দাগোনের মাথা ও হাত দু'টো প্রবেশদ্বারে ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে; সেখানে দাগোনের কিছুটা অংশমাত্রই রয়েছে। [৫] একথা স্মরণেই দাগোনের পুরোহিতেরা আর যত লোক আসদোদে দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, দাগোনের মন্দিরের চৌকাটের নিম্ন অংশের উপরে কখনও পা ফেলে না, আজও নয়।

[৬] তখন আসদোদীয়দের উপরে প্রভুর হাত ভারী হতে লাগল: তিনি তাদের আঘাত করলেন, আসদোদ ও আশেপাশের লোকদের ফোড়ার আঘাতে আঘাত করলেন। [৭] আসদোদীয়েরা ব্যাপারটা দেখে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমাদের কাছে থাকবে না, কারণ আমাদের উপরে ও আমাদের দাগোন দেবের উপরে তাঁর হাত অধিক ভারী হয়েছে।' [৮] তাই তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের নিজেদের কাছে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত?' তারা বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাৎ শহরে নিয়ে যাওয়া হোক।' তাই তারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাতে নিয়ে গেল।

[৯] তারা তা নিয়ে গেলে পর প্রভু শহরের মধ্যে মহা বিভীষিকা ছড়িয়ে দিলেন: তিনি শহরের ছোট কি বড় সকল লোককে আঘাত করে তাদের গায়েও ফোড়া ওঠালেন। [১০] তাই তারা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে এক্রোনে পাঠিয়ে দিল; কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা এক্রোনে এসে পৌঁছলেই এক্রোনীয়েরা চিৎকার করে বলল: 'আমার ও আমার লোকদের বধ করার জন্যই ওরা আমার কাছে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নিয়ে এসেছে।' [১১] তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত সমাজনেতাকে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দূর করে দাও; তা তার নিজের জায়গায় ফিরে যাক, আমার ও আমার লোকদের যেন বধ না করে!' কেননা সারা শহর জুড়ে মারাত্মক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল: হ্যাঁ, সেই জায়গায় পরমেশ্বরের হাত অধিক ভারী হয়েছিল। [১২] যারা মারা পড়ত না, তারা ফোড়ার আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হত, আর শহরের হাহাকার আকাশ পর্যন্ত উঠল।

মঞ্জুষা প্রত্যাগমন

৬ প্রভুর মঞ্জুষা ফিলিস্তিনিদের এলাকায় সাত মাস থাকল। [২] পরে ফিলিস্তিনিরা যাজকদের ও মন্ত্রজালিকদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভুর মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত? বল দেখি, আমরা কেমন করে তা তার নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব?' [৩] তারা উত্তরে বলল, 'তোমরা যদি মনে কর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ফিরে পাঠাবে, তবে শূন্য অবস্থায় পাঠাবে না, সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে কোন এক প্রকার কর পাঠাও; তাহলেই সুস্থ হতে পারবে, এবং এও জানতে পারবে যে, তোমাদের কাছ থেকে তাঁর হাত কেন ফিরে যায়নি।' [৪] তারা জিজ্ঞাসা করল, 'সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে আমাদের কী দিতে হবে?' তারা উত্তরে বলল, 'ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের সংখ্যা অনুসারে তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত পাঁচটা সোনার ফোড়া ও পাঁচটা সোনার ইঁদুর দাও, যেহেতু তোমাদের সকলের উপরে ও তোমাদের সমাজনেতাদের উপরে একই মারাত্মক আঘাত পড়েছিল। [৫] তাই তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত ফোড়ার মূর্তি ও সেই ইঁদুর যা তোমাদের এলাকা ধ্বংস করে, তাদের মূর্তি তৈরি কর, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্মান দেখাও। তবেই, হয় তো, তিনি তোমাদের উপর থেকে, তোমাদের দেবতাদের ও দেশের উপর থেকে তাঁর হাত লঘুভার করবেন। [৬] তোমরা কেন তোমাদের হৃদয় ভারী করবে, ঠিক যেইভাবে মিশরীয়েরা ও ফারাও হৃদয় ভারী করেছিল? তিনি তাদের প্রতি ভারী সেই সবকিছু ঘটাবার পর

তারা কি জনগণকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে দিল না? [৭] সুতরাং তোমরা নতুন একটা গাড়ি তৈরি কর, এবং কখনও জোয়াল বয়নি এমন দু’টো দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে সেই গাড়িতে জুড়ে দাও, কিন্তু তাদের কাছ থেকে তাদের বাচ্চা গোশালায় নিয়ে যাও। [৮] পরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে সেই গাড়িতে বসাও, এবং ওই যে সোনার বস্তুগুলো সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে তাঁকে নিবেদন করবে, তা তার পাশে জোড়ানো একটা বাক্সে রাখ; তারপর বিদায় দাও, তা যাক। [৯] কিন্তু দেখ, মঞ্জুষা যদি নিজ এলাকার পথ দিয়ে বেথ্‌-শেমেশের দিকে যায়, তবে তিনিই আমাদের এই বড় অমঙ্গল ঘটিয়েছেন; নইলে আমরা বুঝব, যে হাত আমাদের আঘাত করেছে, তা তাঁর নয়, আমাদের প্রতি দৈবাৎ কিছু ঘটেছে।’

[১০] লোকেরা সেইমত করল: দুগ্ধবতী দু’টো গাভী নিয়ে গাড়িতে জুড়ে দিল, ও তাদের বাচ্চা দু’টো গোশালায় আটকিয়ে রাখল। [১১] পরে প্রভুর মঞ্জুষা ও সেই সঙ্গে সেই বাক্স, সেই সোনার ইঁদুর আর সেই ফোড়ার মূর্তিগুলো গাড়িতে বসাল। [১২] গাভী দু’টো সরাসরিই বেথ্‌-শেমেশের দিকে চলতে লাগল, রাস্তা ধরে জোর গলায় ডাকতে ডাকতে চলল, ডানে বা বাঁয়ে ফিরল না। ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতারা বেথ্‌-শেমেশের সীমানা পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু গেল। [১৩] সেসময়ে বেথ্‌-শেমেশের লোকেরা সমতল ভূমিতে গম কাটছিল; তারা চোখ তুলে মঞ্জুষাটি দেখল, দেখে আনন্দিত হল। [১৪] গাড়িটা বেথ্‌-শেমেশীয় যোশুয়ার মাঠে এসে পৌঁছে সেইখানে থামল; সেই জায়গায় বড় একখানা পাথর ছিল। তখন তারা গাড়ির কাঠ কেটে ওই গাভীদের আহুতিরূপে প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করল। [১৫] লেবীয়েরা প্রভুর মঞ্জুষা ও তার সঙ্গে জোড়ানো বাক্স, যার মধ্যে ওই সোনার বস্তুগুলো ছিল, সবই নামিয়ে সেই বড় পাথরের উপরে রাখল। সেদিন বেথ্‌-শেমেশের লোকেরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিল ও যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল। [১৬] ফিলিস্তিনিদের সেই পাঁচ সমাজনেতা এই সমস্ত কিছু লক্ষ করতে দাঁড়িয়ে থাকলেন, পরে, একই দিনে, এক্রোনে ফিরে গেলেন।

[১৭] ফিলিস্তিনিরা প্রভুর উদ্দেশে সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে যে সোনার ফোড়া উৎসর্গ করেছিল, তা এ এ: আসদোদের জন্য একটা, গাজার জন্য একটা, আস্কালোনের জন্য একটা, গাতের জন্য একটা ও এক্রোনের জন্য একটা; [১৮] এবং প্রাচীর-ঘেরা নগর হোক বা পল্লিগ্রাম হোক, পাঁচ সমাজনেতার অধীনে ফিলিস্তিনিদের যত শহর ছিল, তত সোনার ইঁদুর। প্রভুর মঞ্জুষা যার উপরে বসানো হয়েছিল, বেথ্‌-শেমেশীয় যোশুয়ার মাঠে সেই বড় পাথর আজ পর্যন্তও সাক্ষী।

[১৯] কিন্তু প্রভু বেথ্‌-শেমেশের লোকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আঘাত করলেন, যেহেতু তারা প্রভুর মঞ্জুষার দিকে তাকিয়েছিল: তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে সত্তরজনকে আঘাত করলেন, আর লোকে শোকপালন করল, কারণ প্রভু তাদের লোকদের এত মহা আঘাতে আঘাত করেছিলেন। [২০] তখন বেথ্‌-শেমেশের লোকেরা বলল, ‘প্রভুর উপস্থিতিতে, এমন পবিত্র এই পরমেশ্বরের উপস্থিতিতেই কে দাঁড়াতে পারে? আমরা তাঁর সেই উপস্থিতি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দেব, কিন্তু কার্‌ কাছেই বা পাঠাব?’ [২১] সেজন্য তারা কিরিয়াৎ-য়েয়ারিমের অধিবাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, ‘ফিলিস্তিনিরা প্রভুর মঞ্জুষা ফিরিয়ে এনেছে। এখানে এসো, তোমাদের নিজেদের কাছেই তা তুলে নিয়ে যাও।’

৭ কিরিয়াৎ-য়েয়ারিমের লোকেরা এসে প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে, আবিনাদাবের ঘরে রাখল, এবং প্রভুর মঞ্জুষা রক্ষা করার জন্য তার ছেলে এলেয়াজারকে পবিত্রীকৃত করল।

বিচারক ও মধ্যস্থ সামুয়েল

[২] প্রভুর মঞ্জুষা কিরিয়াৎ-য়েয়ারিমে বসানোর দিন থেকে দীর্ঘকাল কেটে গেল, কুড়ি বছরই কেটে গেল, আর গোটা ইস্রায়েলকুল বিলাপ করে আবার প্রভুর অনুসরণ করতে চাইল। [৩] তখন সামুয়েল গোটা ইস্রায়েলকুলকে বললেন, ‘তোমরা যদি সত্যিই সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আস, তবে তোমাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় দেবতাদের ও আস্তার্তীস দেবীদের দূর কর; এমনটি কর,

যেন তোমাদের নিজ নিজ হৃদয় প্রভুর দিকে নিবদ্ধ থাকে, কেবল তাঁরই সেবা কর; তাহলে তিনি ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।' [৪] ইস্রায়েল সন্তানেরা সঙ্গে সঙ্গেই বায়াল-দেবতাদের ও আস্তার্তীস দেবীদের দূর করে কেবল প্রভুরই সেবা করতে লাগল।

[৫] পরে সামুয়েল বললেন, 'তোমরা গোটা ইস্রায়েলকে মিস্পাতে সম্মিলিত কর; আমি তোমাদের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব।' [৬] তারা মিস্পাতে সম্মিলিত হয়ে জল তুলে প্রভুর সামনে ঢেলে দিল। সেদিন তারা উপবাস পালন করে বলল, 'আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি।' সামুয়েল মিস্পাতেই ইস্রায়েল সন্তানদের বিচারক হলেন।

[৭] ইস্রায়েল সন্তানেরা মিস্পাতে সম্মিলিত হয়েছে, একথা ফিলিস্তিনিরাও শুনতে পেল; তখন ফিলিস্তিনিদের নেতারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল; তা শুনে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিলিস্তিনিদের জন্য ভয় পেল। [৮] ইস্রায়েল সন্তানেরা সামুয়েলকে বলল, 'আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেন ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করেন, এজন্য আপনি তাঁর কাছে আমাদের জন্য হাহাকার করায় ক্ষান্ত হবেন না।' [৯] সামুয়েল একটা দুধের মেষশাবক নিয়ে প্রভুর উদ্দেশে তা আস্তই পূর্ণাহুতিবলি রূপে উৎসর্গ করলেন; আবার সামুয়েল নিজে ইস্রায়েলের জন্য প্রভুর কাছে হাহাকার করলেন, আর প্রভু তাঁকে সাড়া দিলেন।

[১০] যেসময়ে সামুয়েল ওই আহুতিবলি উৎসর্গ করছিলেন, সেই একই সময়ে ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধের জন্য শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয়ে ইস্রায়েলের দিকে এগিয়ে এল; কিন্তু সেদিন প্রভু ফিলিস্তিনিদের উপরে উদাত্ত কণ্ঠে বজ্রনাদ করে মহাসন্ত্রাসে তাদের আঘাত করলেন, আর তারা ইস্রায়েলের দ্বারা পরাস্ত হল। [১১] ইস্রায়েলীয়েরা মিস্পা থেকে বেরিয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিদের পিছনে ধাওয়া করে বেথ্-কারের নিচ পর্যন্ত তাদের আঘাত করল। [১২] তখন সামুয়েল একটা পাথর তুলে নিয়ে তা মিস্পা ও শেনের মধ্যস্থানে দাঁড় করালেন, এবং 'এস্থান পর্যন্তই প্রভু আমাদের সহায়তা করেছেন' একথা বলে পাথরের নাম এবেন্-এজের রাখলেন।

[১৩] এইভাবে ফিলিস্তিনিদের অবনমিত করা হল, তারা ইস্রায়েলের এলাকায় আর এল না: সামুয়েলের সমস্ত জীবনকাল ধরে প্রভুর হাত ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ছিল। [১৪] ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েল থেকে যে সমস্ত শহর কেড়ে নিয়েছিল, এক্রোন থেকে গাৎ পর্যন্ত সেই সকল শহর আবার ইস্রায়েলের হাতে ফিরে এল; হ্যাঁ, ইস্রায়েল আশেপাশের নিজের এলাকা ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে উদ্ধার করল। আমোরীয়দের ও ইস্রায়েলের মধ্যেও শান্তি বিরাজ করল।

[১৫] সামুয়েল সারা জীবন ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। [১৬] তিনি প্রতিবছরে বেথেলে, গিল্গালে ও মিস্পাতে ঘুরে এসে সেই সকল জায়গায় বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন। [১৭] পরে তিনি রামাতে ফিরে আসতেন, কারণ সেইখানে তাঁর বাড়ি ছিল, এবং সেখানেও তিনি ইস্রায়েলকে বিচার করতেন। সেই জায়গায় তিনি প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদিও গাঁথলেন।

জনগণের রাজা পাবার দাবি

৮ যখন সামুয়েল বৃদ্ধ হলেন, তখন নিজের ছেলেদের ইস্রায়েলের উপরে বিচারক করে নিযুক্ত করলেন। [২] তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যোয়েল, দ্বিতীয়জনের নাম আবিয়া; তারা বের্‌শেবাতে বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করত। [৩] কিন্তু তাঁর ছেলেরা তাঁর পথে চলল না, কারণ ধনলোভে বিপথে যেত, অন্যায় উপহার নিত ও বিচার বিকৃত করত।

[৪] তখন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা সবাই মিলে রামাতে সামুয়েলের কাছে গেলেন। [৫] তাঁরা তাঁকে বললেন, 'দেখুন, আপনার এখন বেশ বয়স হয়েছে, আর আপনার ছেলেরা আপনার পথে চলে না। তাই অন্য জাতিগুলির মত এখন বিচার করার জন্য আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন।' [৬] কিন্তু তাঁরা যে একথা বলেছেন, 'বিচার করার জন্য আমাদের একজন রাজা দিন,' তা সামুয়েলের

ভালই লাগল না, তাই সামুয়েল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। [৭] প্রভু সামুয়েলকে বললেন, ‘লোকেরা তোমার কাছে যা বলে, সেই সমস্ত ব্যাপারে তাদের কথা মেনে নাও; কারণ তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করেছে এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে, যেন আমি তাদের উপরে আর রাজত্ব না করি। [৮] যেদিন মিশর থেকে তাদের বের করে এনেছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় তারা যেভাবে ব্যবহার করে আসছে, তোমার প্রতিও তেমনি ব্যবহার করছে। [৯] এখন তুমি তাদের কথা মেনে নাও; কিন্তু তাদের কাছে স্পষ্ট কথা বল, অর্থাৎ, যে রাজা তাদের উপরে রাজত্ব করবে, সেই রাজার যত দাবি তাদের জানিয়ে দাও।’

[১০] যে লোকেরা সামুয়েলের কাছে রাজা যাচনা করেছিল, তাদের তিনি প্রভুর সেই সমস্ত কথা জানিয়ে দিলেন। [১১] তাদের বললেন, ‘যে রাজা তোমাদের উপরে রাজত্ব করবে, তার এই দাবি থাকবে: তোমাদের ছেলেদের নিয়ে সে তার নিজের রথের ও ঘোড়াগুলোর কাজেই নিযুক্ত করবে, আর তারা তার রথের আগে আগে দৌড়বে। [১২] সে তাদের সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি করে নিযুক্ত করবে, তাদের তার নিজের জমি চাষ করতে, তার নিজের ফসল কাটতে, ও তার নিজের যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও তার নিজের রথের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে বাধ্য করবে; [১৩] তোমাদের মেয়েদের নিয়ে সে রুটি তৈরি, রান্না-বান্না ও গন্ধদ্রব্য তৈরির কাজে লাগাবে; [১৪] তোমাদের সবচেয়ে ভাল জমি, আঙুরখেত ও জলপাইবাগানও সে নেবে, আর সেগুলিকে তার নিজের পরিষদদের উপহার দেবে; [১৫] তোমাদের শস্যের ও আঙুরলতার দশমাংশ দাবি করে সে তার নিজের মন্ত্রী ও পরিষদদের দেবে; [১৬] তোমাদের দাস-দাসী, সেরা বলদ, ও যত গাধা নিয়ে সে তার নিজের কাজে লাগাবে; [১৭] তোমাদের মেষ ও ছাগের পাল থেকে দশমাংশ দাবি করবে, আর তোমরা নিজেরাই তার দাস হবে। [১৮] সেদিন তোমরা তোমাদের বেছে নেওয়া রাজার কারণে হাহাকার করবে; কিন্তু সেদিন প্রভু তোমাদের সাড়া দেবেন না!’

[১৯] লোকেরা সামুয়েলের কথা মেনে নিতে রাজি হল না; তারা বলল, ‘না, আমাদের উপরে আমরা একজন রাজা চাই, [২০] যেন আমরাও অন্য সকল জাতির মত হই: আমাদের রাজাই আমাদের বিচার করবেন ও আমাদের আগে আগে যুদ্ধে নামবেন।’ [২১] সামুয়েল লোকদের এই সমস্ত কথা শুনলেন, পরে প্রভুর কাছে সবই শোনালেন। [২২] প্রভু সামুয়েলকে উত্তর দিলেন, ‘তাদের কথা মেনে নাও, তাদের একজন রাজা দাও।’ সামুয়েল ইস্রায়েলীয়দের বললেন, ‘তোমরা প্রত্যেকে যে যার শহরে ফিরে যাও।’

সৌল ও সেই গাধীগুলো

৯ বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কীশ নামে একজন লোক ছিলেন; তিনি ছিলেন আবিয়েলের সন্তান, আবিয়েল জেরোরের সন্তান, জেরোর বেখোরাতের সন্তান, বেখোরাত আফিহার সন্তান; কীশ একজন বেঞ্জামিনীয় বলবান বীরপুরুষ ছিলেন। [২] সৌল নামে তাঁর এক সুদর্শন যুবা পুত্র ছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে সৌলের চেয়ে সুদর্শন কেউই ছিল না; সকলের চেয়ে তিনি কাঁধে মাথায় ছাড়িয়ে ছিলেন। [৩] সৌলের পিতা কীশের গাধীগুলো যেহেতু পথহারা হয়েছিল, সেজন্য কীশ তাঁর ছেলে সৌলকে বললেন, ‘ওঠ, একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গাধীগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়।’ [৪] সেই দু’জন এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে শালিশা অঞ্চল পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু সেগুলোর খোঁজ পেলেন না। তখন তাঁরা শায়ালিম অঞ্চলে পার হলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলো ছিল না; তারপর বেঞ্জামিনের এলাকায়ও পার হয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলোকে পেলেন না।

[৫] তাঁরা সুফ অঞ্চলে এসে পৌঁছলে সৌল তাঁর সঙ্গী চাকরটিকে বললেন, ‘চল, এবার ফিরে যাই; কি জানি, আমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমাদেরই জন্য এখন চিন্তিত হবেন!’ [৬] চাকরটি তাঁকে বলল, ‘দেখুন, এই শহরে পরমেশ্বরের একজন লোক আছেন; তিনি অধিক

সম্মানিত ব্যক্তি; তিনি যাই কিছু বলেন, সবই সিদ্ধ হয়। চলুন, আমরা এখন সেইখানে যাই; হয় তো তিনি আমাদের বলবেন আমাদের কোন্ পথ ধরে নিতে হবে।’ [৭] সৌল চাকরকে বললেন, ‘কিন্তু দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সেই লোকের কাছে কী নিয়ে যাব? আমাদের থলিতে তো রুটি ফুরিয়েছে; পরমেশ্বরের লোকের কাছে নিয়ে যাবার মত আমাদের কোন উপহার নেই; আসলে, আমাদের কী আছে?’ [৮] চাকরটি সৌলকে উদ্দেশ করে আরও বলল, ‘দেখুন, আমার হাতে এক রুপোর শেকেলের এক চতুর্থাংশ আছে; আমি পরমেশ্বরের লোকটিকে এই দেব তিনি যেন আমাদের পথ বলে দেন।’ [৯] (পুরাকালে ইস্রায়েলে যখন লোকে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করতে যেত, তখন বলত: ‘চল, আমরা দৈবদ্রষ্টার কাছে যাই,’ কেননা আজকালে যাঁকে নবী বলা হয়, পুরাকালে তাঁকে দৈবদ্রষ্টা বলা হত)। [১০] তাই সৌল চাকরটিকে বললেন, ‘ঠিকই বলেছ! চল, আমরা যাই।’ আর পরমেশ্বরের লোক যেখানে ছিলেন, তাঁরা সেই শহরে গেলেন।

[১১] তাঁরা শহরের দিকে আরোহণ-পথে যাচ্ছিলেন, সেই একই সময়ে জল তোলার জন্য কয়েকটি যুবতী বাইরে আসছিল; তাদের দেখে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দৈবদ্রষ্টা কি এখানে আছেন?’ [১২] উত্তরে তারা তাঁদের বলল, ‘হ্যাঁ, আছেন; দেখ, তিনি তোমাদের একটু আগেই এসেছেন; শীঘ্র এখনই যাও। তিনি আজ শহরে এসেছেন, কেননা ওই উচ্চস্থানে আজ লোকদের এক যজ্ঞানুষ্ঠান হবে। [১৩] তোমরা শহরে প্রবেশ করামাত্র, তিনি উচ্চস্থানে খেতে যাওয়ার আগে, তোমরা তাঁর দেখা পাবে, কেননা তিনি এসে না পৌঁছা পর্যন্ত লোকেরা ভোজে বসবে না, যেহেতু তিনিই বলি আশীর্বাদ করেন, পরে নিমন্ত্রিত লোকেরা ভোজে বসে। তাই তোমরা যদি এখনই গিয়ে ওঠ, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দেখা পাবে।’ [১৪] তাই তাঁরা শহরে গিয়ে উঠলেন।

তাঁরা শহরের প্রবেশদ্বার পার হচ্ছেন এমন সময় সামুয়েল উচ্চস্থানে যাবার জন্য তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। [১৫] সৌলের আসবার আগের দিন প্রভু সামুয়েলের কানে এই কথা শুনিয়েছিলেন: [১৬] ‘আগামীকাল এই সময়ে আমি বেঞ্জামিন অঞ্চল থেকে একজন লোককে তোমার কাছে পাঠাব; তুমি তাকে আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়করূপে অভিষিক্ত করবে; সে আমার জনগণকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ত্রাণ করবে। কেননা আমার জনগণের হাহাকার আমার কানে এসেছে বলে আমি তাদের দিকে চেয়ে দেখলাম।’ [১৭] সামুয়েল সৌলকে দেখলে প্রভু তাঁকে বললেন, ‘দেখ, এই সেই লোক, যার বিষয়ে আমি তোমার কাছে বলেছিলাম, সে আমার জনগণের উপরে কর্তৃত্ব করবে।’

[১৮] সৌল নগরদ্বারে সামুয়েলের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাকে একটু বলুন, দৈবদ্রষ্টার বাড়ি কোথায়?’ [১৯] উত্তরে সামুয়েল সৌলকে বললেন, ‘আমিই সেই দৈবদ্রষ্টা; চল, আমার আগে আগে উচ্চস্থানে গিয়ে ওঠ; আজ তোমরা আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে; কাল সকালে আমি তোমাকে বিদায় দেব; আর তোমার মনের কথা সবই তোমাকে খুলে বলে দেব। [২০] আর তিন দিন আগে তোমার যে গাধীগুলো হারিয়ে গেছে, সেগুলোর জন্য চিন্তিত হয়ো না; সবগুলো পাওয়া গেল। তাছাড়া ইস্রায়েলের সমস্ত ঐশ্বর্য তোমার ও তোমার সমস্ত পিতৃকুল ছাড়া আর কার্ প্রাপ্য?’ [২১] সৌল উত্তর দিলেন, ‘ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠী, আমি কি সেই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ নই? আর বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মধ্যে আমার গোত্র কি সবচেয়ে ছোট নয়? তবে আপনি আমাকে কেন এধরনের কথা বলছেন?’ [২২] কিন্তু সামুয়েল সৌলকে ও তাঁর চাকরকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং প্রায় ত্রিশজন নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে তাঁদেরই প্রধান আসন দিলেন। [২৩] পরে সামুয়েল রাধককে বললেন, ‘আমি যে অংশ তোমার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এটা তোমার কাছে রাখ, সেই অংশটা নিয়ে এসো।’ [২৪] তাই রাধক উরুত ও তার উপরে যে অংশটা, তা এনে সৌলের সামনে এই বলে পরিবেশন করল: ‘দেখুন, যে অংশটা বাকি

রয়েছে, তা আপনার সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে; খান; কেননা ঠিক আপনারই জন্য রাখা হয়েছিল, আপনি যেন নিমন্ত্রিত লোকদের সঙ্গে তা খান।’ তাই সেদিন সৌল সামুয়েলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

[২৫] পরে তাঁরা উচ্চস্থান থেকে শহরে নেমে গেলেন। সৌলের জন্য ছাদের উপরে একটা বিছানা পাতা হল, আর তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। [২৬] ভোর হলে সামুয়েল ছাদের উপরে সৌলকে ডাকলেন, তাঁকে বললেন, ‘ওঠ, আমি তোমাকে বিদায় দেব।’ সৌল উঠলেন, আর তিনি ও সামুয়েল দু’জনে বাইরে গেলেন। [২৭] তাঁরা শহরের শেষ বাড়ি পর্যন্তই হেঁটে গিয়েছিলেন, এমন সময় সামুয়েল সৌলকে বললেন, ‘তোমার চাকরকে আগে আগে যেতে বল,’—আর চাকরটি আগে আগে চলল—‘কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়াও, যেন আমি তোমাকে পরমেশ্বরের বাণী শোনাই।’

১০ সামুয়েল তেলের এক শিশি নিয়ে তাঁর মাথায় ঢাললেন, পরে তাঁকে চুম্বন করে বললেন, ‘প্রভু কি তোমাকে তাঁর আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন না? তুমিই প্রভুর জনগণের উপর কর্তৃত্ব করবে, তুমিই তাদের চারপাশের শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে। প্রভুই যে তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন, তোমার পক্ষে চিহ্নটা হবে এ: [২] আজ তুমি যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে, তখন বেঞ্জামিন-এলাকার সীমানায় সেল্সাহ্‌তে রাখেলের সমাধিমন্দিরের কাছে দু’জন লোকের দেখা পাবে; তারা তোমাকে বলবে, “তুমি যা খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, সেই গাধীগুলো পাওয়া গেছে; আর দেখ, তোমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তোমারই জন্য চিন্তিত; তিনি বলছেন, আমার ছেলের জন্য কী করব?” [৩] সেখান থেকে শীঘ্রই এগিয়ে গিয়ে তুমি তাবরের ওক্ গাছের কাছে যাবে, সেখানে বেথেলে পরমেশ্বরের কাছে যাত্রা করছে এমন তিনজন লোকের দেখা পাবে; দেখবে, তাদের মধ্যে একজন তিনটে ছাগের ছানা, একজন তিনখানা রুটি, আর একজন এক ভিস্তি আঙুররস বইছে। [৪] তারা তোমাকে মঙ্গলবাদ জানাবে ও দু’খানা রুটি তোমাকে দেবে, আর তুমি তাদের হাত থেকে তা গ্রহণ করে নেবে। [৫] তারপর তুমি পরমেশ্বরের সেই গিবেয়াতে এসে পৌঁছবে, যেখানে ফিলিস্তিনিদের প্রহরী সৈন্যদল মোতায়েন রয়েছে, আর সেই শহরে ঢোকবার সময়ে তুমি এমন এক দল নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যারা সেতার, খঞ্জনি, বাঁশি ও বীণা নিয়ে উচ্চস্থান থেকে নেমে আসছে ও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিচ্ছে। [৬] তখন প্রভুর আত্মা তোমার উপরেও প্রবলভাবে নেমে পড়বে, আর তুমিও তাদের সঙ্গে ভাববাণী দিতে লাগবে ও অন্য রকম মানুষ হয়ে উঠবে। [৭] এই সকল চিহ্ন তোমার প্রতি সিদ্ধিলাভ করলে পর, তোমার হাত যা করতে চাইবে তুমি তা কর, কেননা পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। [৮] পরে তুমি আমার আগে আগে গিল্গালে নেমে যাবে; আর দেখ, আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করার জন্য আমি পরে তোমার কাছে যাব। তুমি সাত দিন অপেক্ষা করবে, যে পর্যন্ত আমি তোমার কাছে এসে তোমার করণীয় কাজ না দেখাই।’

[৯] তিনি সামুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য ফিরে দাড়ালেই পরমেশ্বর তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটালেন, এবং সেইদিনেই ওই সকল চিহ্ন সিদ্ধিলাভ করল। [১০] তাঁরা দু’জনে সেখানে, সেই গিবেয়াতেই, এসে পৌঁছলেই এক দল নবী তাঁদের সামনে এগিয়ে যেতে যেতে প্রভুর আত্মা তাঁর উপরে প্রবলভাবে এসে পড়ল, আর সৌল আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগলেন। [১১] যারা আগে তাঁকে চিনত, তারা সকলে যখন দেখল, তিনি হঠাৎ আত্মহারা হয়ে নবীদের সঙ্গে ভাববাণী দিচ্ছেন, তখন লোকদের মধ্যে একে অপরকে বলল, ‘কীশের ছেলের কী হল? সৌলও কি নবীদের মধ্যে একজন?’ [১২] স্থানীয় একজন লোক বলল, ‘আচ্ছা, ওদের পিতা কে?’ আর এইভাবে এমনটি ঘটল যে, ‘সৌলও কি নবীদের মধ্যে একজন?’ একথা প্রবাদ হয়ে উঠল।

[১৩] সৌল ভাববাণী দেওয়া শেষ করার পর গিবেয়াতে গেলেন। [১৪] সৌলের জেঠা মশায় তাঁকে ও

তাঁর চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘গাধীগুলোর খোঁজে; কিন্তু যখন দেখলাম, গাধীগুলো কোথাও নেই, তখন সামুয়েলের কাছে গেলাম।’ [১৫] সৌলের জেঠা বললেন, ‘একটু শুনি, সামুয়েল তোমাদের কী বললেন?’ [১৬] সৌল জেঠাকে বললেন, ‘তিনি আমাদের স্পষ্টভাবে বললেন, গাধীগুলো পাওয়া গেছে।’ কিন্তু রাজত্বের বিষয়ে যে কথা সামুয়েল বলেছিলেন, তা তিনি তাঁকে বললেন না।

গুলিবাঁট ক্রমে রাজপদে নিরূপিত সৌল

[১৭] সামুয়েল জনগণকে মিস্পাতে প্রভুর কাছে জড় করে [১৮] ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, ‘প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমিই ইস্রায়েলকে মিশর থেকে এখানে এনেছি, এবং মিশরীয়দের হাত থেকে, ও যে সকল রাজ্য তোমাদের অত্যাচার করত, তাদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করেছি। [১৯] কিন্তু তোমরা আজ তোমাদের আপন পরমেশ্বরকে, যিনি সমস্ত অমঙ্গল ও সঙ্কট থেকে তোমাদের ত্রাণ করে আসছেন, তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করলে, এমনকি তাঁকে বললে, আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত কর; সুতরাং তোমরা এখন নিজ নিজ গোষ্ঠী ও গোত্র অনুসারে প্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হও।’

[২০] সামুয়েল ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীকে কাছে আনালে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীকেই বেছে নেওয়া হল। [২১] পরে এক এক গোত্র অনুসারে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীকে কাছে আনালে মাট্রীয়দের গোত্রকে বেছে নেওয়া হল, এবং গুলিবাঁট ক্রমে তার মধ্যে কীশের ছেলে সৌলের উপরেই গুলি পড়ল; তারা তাঁকে খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ পাওয়া গেল না। [২২] তখন তারা এই বলে প্রভুর অভিমত আবার জিজ্ঞাসা করল: ‘লোকটা কি এখানে এসেছে না কি?’ প্রভু উত্তর দিলেন, ‘ওই যে, লোকটা মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।’ [২৩] তারা দৌড় দিয়ে সেখান থেকে তাঁকে আনল, আর তিনি জনগণের মধ্যে দাঁড়ালেই অন্য সকল লোকের তুলনায় কাঁধে মাথায় তাঁকে উচ্চ দেখা গেল। [২৪] সামুয়েল গোটা জনগণকে বললেন, ‘তোমরা তো দেখতে পেয়েছ প্রভু কাকে বেছে নিলেন; হ্যাঁ, গোটা জনগণের মধ্যে এঁর মত কেউই নেই।’ তখন গোটা জনগণ জয়ধ্বনি তুলে বলল, ‘রাজা চিরজীবী হোন!’ [২৫] সামুয়েল জনগণকে রাজ্যের ধর্মনীতি ব্যক্ত করলেন, এবং তা একটা পুস্তকে লিখে প্রভুর সামনে রাখলেন। পরে সামুয়েল গোটা জনগণকে বিদায় দিলেন, তারা যেন যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। [২৬] সৌলও গিবেয়াতে বাড়ি ফিরে গেলেন, এবং তাঁর সঙ্গে এক দল বীরপুরুষ চলল, পরমেশ্বর যাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। [২৭] কিন্তু তবু পাষণ্ড কেউ কেউ বলল, ‘লোকটা কেমন করে আমাদের ত্রাণ করবে?’ তারা তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কোন উপহার দিতে চাইল না। তথাপি সৌল চুপচাপ থাকলেন।

আম্মোনীয়দের উপরে জয়লাভ

১১ আম্মোনীয় নাহাশ যুদ্ধযাত্রা করে যাবেশ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে শিবির বসালেন। যাবেশের সমস্ত লোক নাহাশকে বলল, ‘আপনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করুন; আমরা আপনার দাস হব।’ [২] আম্মোনীয় নাহাশ উত্তরে তাদের বললেন, ‘আমি এই শর্তেই তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করব: তোমাদের সকলের ডান চোখ উপড়ে ফেলব, যাতে এ হয় গোটা ইস্রায়েলের কলঙ্কের চিহ্ন!’ [৩] তখন যাবেশের প্রবীণেরা বললেন, ‘আপনি সাত দিন সময় দিন, যেন ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে দূত পাঠাতে পারি; কেউ যদি আমাদের ত্রাণ করতে না আসে, তবে আমরা আপনার কাছে বেরিয়ে আসব।’

[৪] দূতেরা সৌল-গিবেয়াতে এসে লোকদের কাছে এই কথা শোনাল, তখন সমস্ত লোক জোর গলায় কাঁদতে লাগল। [৫] আর ঠিক সেসময়েই সৌল মাঠ থেকে বলদের পিছু পিছু আসছিলেন। সৌল

জিজ্ঞাসা করলেন, ‘লোকদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?’ তারা তাঁকে যাবেশের লোকদের সেই সমস্ত কথা বলল। [৬] তিনি কথাটা শুনলেই পরমেশ্বরের আত্মা সৌলের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। [৭] তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে টুকরো টুকরো করে সেই দূতদের মধ্য দিয়ে সেই টুকরোগুলো ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, ‘যে কেউ সৌলের ও সামুয়েলের পিছনে বেরিয়ে না আসে, তার বলদগুলোর তেমন দশাই হবে!’ লোকদের মধ্যে প্রভুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, তাই তারা এক মানুষের মতই যেন বেরিয়ে পড়ল। [৮] সৌল বেজেকে তাদের পরিদর্শন করলেন: ইস্রায়েল সন্তানদের তিন লক্ষ ও যুদার ত্রিশ হাজার লোক ছিল।

[৯] তখন তারা সেই আগত দূতদের বলল, ‘তোমরা যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের বলবে: আগামীকাল, যখন রোদ প্রখর হতে লাগবে, তখন তোমাদের ত্রাণকর্ম সাধিত হবে।’ সেই দূতেরা গিয়ে যাবেশের লোকদের সেই খবর দিল, আর তারা খুবই আনন্দিত হল। [১০] যাবেশের লোকেরা নাহাশকে বলল, ‘আগামীকাল আমরা আপনাদের কাছে বেরিয়ে আসব; আপনারা যা ভাল মনে করবেন, আমাদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করবেন।’ [১১] পরদিন সৌল তাঁর লোকদের তিন দলে বিভক্ত করে প্রভাত-প্রহরে শত্রুশিবিরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোদ প্রচণ্ড হওয়া পর্যন্ত আম্মোনীয়দের সংহার করলেন; যারা বেঁচে গেল, তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদের কোন দু’জনও একসঙ্গে রইল না।

[১২] তখন জনগণ সামুয়েলকে বলল, ‘কে বলেছে, সৌলকে কি আমাদের উপরে রাজত্ব করতে হবে? তেমন লোকদের আন, আমরা তাদের বধ করি!’ [১৩] কিন্তু সৌল বললেন, ‘আজ কারও প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা আজ প্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রাণকর্ম সাধন করলেন।’ [১৪] সামুয়েল লোকদের বললেন, ‘চল, আমরা গিল্গালে গিয়ে সেখানে আবার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।’ [১৫] তাই সমস্ত লোক গিল্গালে গিয়ে সেই গিল্গালে প্রভুর সামনে সৌলকে রাজা বলে স্বীকার করল, সেখানে প্রভুর সামনে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল, আর সেখানে সৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা ফুর্তি করল।

সামুয়েলের বিদায় উপদেশ

১২ সামুয়েল গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, ‘দেখ, তোমরা আমার কাছে যা কিছু চেয়েছ, আমি তোমাদের সেই সমস্ত দাবি মেনে নিলাম: তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করলাম। [২] দেখ, এখন থেকে রাজা তোমাদের আগে আগে চলবেন। আমার দিক দিয়ে, আমার তো বেশ বয়স হয়েছে, আর আমার চুল পেকে গেছে। তাছাড়া আমার ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে এইখানে রয়েছে। আমি ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের চোখের সামনেই জীবনযাপন করে আসছি। [৩] এই যে আমি! তোমরা প্রভুর সামনে ও তাঁর অভিষিক্তজনের সামনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বল দেখি: আমি কার্ বলদ জোর করে নিয়েছি? কার্ গাধা জোর করে নিয়েছি? কাকেই বা অত্যাচার করেছি? কার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি? কিংবা কারও পক্ষে আমার নিজের চোখ বন্ধ রাখার জন্য কার্ হাত থেকে অন্যায় উপহার গ্রহণ করে নিয়েছি? এই যে, আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণ করতে এখানে আছি!’ [৪] তারা বলল, ‘আপনি আমাদের অত্যাচার করেননি, দুর্ব্যবহারও করেননি; কারও হাত থেকেও কিছু গ্রহণ করে নেননি।’ [৫] তিনি বলে চললেন, ‘তোমরা আমার হাতে কিছুই পাওনি, তবে এবিষয়ে কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রভুই সাক্ষী, ও আজ তাঁর অভিষিক্তজনও সাক্ষী?’ তারা উত্তর দিল: ‘হ্যাঁ, তিনি সাক্ষী!’

[৬] তখন সামুয়েল জনগণকে বললেন, ‘প্রভু, যিনি মোশী ও আরোনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছেন, তিনি সাক্ষী। [৭] তোমরা এখন এখানে

দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি প্রভু যে সমস্ত ধর্মকাজ সাধন করেছেন, সেইপ্রসঙ্গে আমি প্রভুর সামনে তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চাই। [৮] যখন যাকোব মিশরে গেলেন, মিশরীয়েরা তাদের অত্যাচার করল, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করেছিল, তখন প্রভু মোশীকে ও আরোনকে প্রেরণ করেন; আর তাঁরা মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনলেন, এবং এইখানে তাদের ফিরিয়ে আনলেন। [৯] কিন্তু জনগণ তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেল বিধায় তিনি হাৎসোরের সেনাদলের সেনাপতি সিসেরার কাছে, ফিলিস্তিনিদের কাছে ও মোয়াব-রাজের কাছে তাদের বিক্রি করে দিলেন, আর এরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। [১০] তারা এই বলে প্রভুর কাছে হাহাকার করল: আমরা পাপ করেছি, কারণ প্রভুকে ত্যাগ করে বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করেছি; এখন তুমি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর, আর আমরা তোমার সেবা করব। [১১] তখন প্রভু যেরুব-বায়ালকে, বারাককে, যেফ্থাকে ও সামুয়েলকে পাঠিয়ে তোমাদের চারদিকের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলেন, ফলে তোমরা নিরাপদে বাস করলে। [১২] অথচ তোমরা যখন দেখলে আম্মোনীয়দের রাজা নাহাশ তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে, তখন তোমরা আমাকে বললে, না, আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন—যদিও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তোমাদের রাজা! [১৩] এখন এই যে সেই রাজা, যাঁকে তোমরা বেছে নিয়েছ ও যাঁর জন্য যাচনা করেছ; দেখ, প্রভু তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করেছেন। [১৪] সুতরাং, যদি তোমরা প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সেবা কর, ও তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, এবং তোমরা ও তোমাদের উপরে যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে সেই রাজা, সকলেই যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে চলতে থাক, তবে ভাল; [১৫] কিন্তু তোমরা যদি প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে প্রভুর হাত যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিরোধী ছিল, তেমনি তোমাদেরও বিরোধী হবে।

[১৬] এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে চান। [১৭] আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, তোমরা তোমাদের জন্য রাজা যাচনা করায় প্রভুর সামনে ভারী অন্যায় করেছ!' [১৮] তখন সামুয়েল প্রভুকে ডাকলে প্রভু সেদিন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করলেন; আর গোটা জনগণ প্রভুর ও সামুয়েলের বিষয়ে অধিক ভীত হল। [১৯] তারা সকলে সামুয়েলকে বলল, 'আপনি আপনার দাসদের জন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আমাদের না মরতে হয়; কেননা আমরা আমাদের সকল পাপের উপর এই অন্যায়ও যোগ করেছি যে, আমাদের জন্য রাজা যাচনা করেছি।'

[২০] সামুয়েল লোকদের এই উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না; তোমরা এই সমস্ত অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা কমপক্ষে যেন প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত না হও, বরং সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন সেই প্রভুরই সেবা কর! [২১] অসার বলেই যা কিছু কোন উপকারে আসে না, উদ্ধার করতেও পারে না, এমন অসার বস্তুর পিছনে যাবার জন্য সরে যেয়ো না। [২২] তাঁর আপন মহানামের খাতিরে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর আপন জনগণকে ত্যাগ করবেন না, কারণ প্রভু তোমাদেরই তাঁর আপন জনগণ করতে প্রীত হয়েছেন। [২৩] আমার দিক দিয়ে, আমি যে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে ও তোমাদের কাছে উত্তম ও ন্যায় পথ দেখাতে বিরত হওয়ায় প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক। [২৪] তোমরা শুধু প্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা কর; কেননা তিনি তোমাদের জন্য যে মহা মহা কর্ম সাধন করেছেন, তা তোমাদের চোখের সামনেই রাখতে হবে। [২৫] কিন্তু তোমরা যদি অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাক, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে।'

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বিপ্লব

১৩ সৌল … বছর বয়সে রাজা হন; ইস্রায়েলের উপরে … বছর রাজত্ব করেন। [২] সৌল নিজের জন্য ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তিন হাজার লোক বেছে নিলেন: তাদের দু’হাজার মিক্‌মাসে ও বেথেলের পর্বতে সৌলের সঙ্গে থাকত, এবং এক হাজার বেঞ্জামিন অঞ্চলে অবস্থিত গিবেয়াতে যোনাথানের সঙ্গে থাকত; বাকি গোটা জনগণকে তিনি যে যার তাঁবুতে বিদায় দিলেন। [৩] যোনাথান গেবায় মোতায়েন করা ফিলিস্তিনিদের প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করলেন, ও ফিলিস্তিনিরা কথাটা শুনতে পেল; কিন্তু সৌল অঞ্চলের সব জায়গায়ই তুরি বাজিয়ে চিৎকার করে বললেন, ‘হিব্রুরা শুনুক!’ [৪] গোটা ইস্রায়েল কথা শুনল আর একথা ব্যাপ্ত হল যে, ‘সৌল ফিলিস্তিনিদের সেই প্রহরী সৈন্যদলকে আঘাত করেছেন, তাই এখন ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে।’ জনগণ গিল্গালে সৌলের পিছনে জড় হল।

[৫] ফিলিস্তিনিরাও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জড় হল: ত্রিশ হাজার রথ, ছ’হাজার অশ্বারোহী ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অসংখ্য লোক জড় হল; তারা এসে বেথ্‌-আবেনের পুবদিকে মিক্‌মাসে শিবির বসাল। [৬] যখন শত্রুদের চাপে ইস্রায়েলীয়েরা নিজেদের বিপদগ্রস্ত দেখল, তখন সবাই মিলে গুহায় গুহায়, ঝোপে, শৈলে, গর্তে ও কুয়োতে লুকোতে লাগল; [৭] আর বেশ কয়েকজন হিব্রু যর্দন পার হয়ে গাদ ও গিলেয়াদ এলাকায় গেল।

সৌল তখনও গিল্গালে ছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে যত লোক কাঁপছিল। [৮] সৌল সামুয়েলের স্থির করা সময় অনুসারে সাত দিন অপেক্ষা করলেন; কিন্তু সামুয়েল গিল্গালে এলেন না, আর লোকেরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। [৯] তখন সৌল বললেন, ‘এখানে আমার জন্য আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি ব্যবস্থা কর।’ আর তিনি আহুতিবলি উৎসর্গ করলেন। [১০] আহুতিবলি উৎসর্গ শেষ করামাত্র সামুয়েল হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন, আর সৌল তাঁকে মঙ্গলবাদ জানাবার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হলেন। [১১] সামুয়েল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘তুমি এ কি করলে?’ সৌল উত্তরে বললেন, ‘আমি যখন দেখলাম, লোকেরা আমার সঙ্গ ছেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্থির করা দিনের মধ্যে আপনিও আসেননি কিন্তু ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিরা মিক্‌মাসে জড় হয়েছে, [১২] তখন আমি মনে মনে বললাম, ফিলিস্তিনিরা এখন আমার বিরুদ্ধে গিল্গালে নেমে আসবে, অথচ আমি এখনও প্রভুর অনুগ্রহ যাচনা করিনি! তাই সাহস ধরে আহুতিবলি নিজেই উৎসর্গ করলাম।’ [১৩] সামুয়েল সৌলকে বললেন, ‘তুমি নির্বোধের মতই কাজ করেছ! তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা করেছিলেন, তা তুমি পালন করনি; করলে প্রভু এখন ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজত্ব চিরকালের মতই বহাল রাখতেন। [১৪] কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকবে না: প্রভু ইতিমধ্যে তাঁর হৃদয়ের মত একজনকে পেয়েছেন; তাকেই তিনি তাঁর আপন জনগণের জননায়করূপে নিযুক্ত করেছেন, যেহেতু প্রভু তোমাকে যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা তুমি পালন করনি।’

[১৫] তখন সামুয়েল উঠে গিল্গাল ছেড়ে তাঁর নিজের পথ ধরে চলে গেলেন। যত লোক থাকল, তারা সৌলের পিছনে গিয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে গেল; তারা গিল্গাল থেকে বেঞ্জামিন-গিবেয়াতে গেল। সৌল তাঁর কাছে থাকা লোকদের পরিদর্শন করলেন, তারা আনুমানিক ছ’শো লোক। [১৬] সৌল, তাঁর ছেলে যোনাথান ও তাঁদের সঙ্গে থাকা লোকেরা বেঞ্জামিন-গিবেয়ায় থাকলেন, এবং ফিলিস্তিনিদের শিবির মিক্‌মাসে ছিল।

[১৭] ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে তিন দলে বিভক্ত এক আক্রমণকারী সৈন্যদল বের হল; এক দল অফ্রার পথ ধরে শুয়াল এলাকায় গেল; [১৮] আর এক দল বেথ্‌-হোরোনের পথের দিকে ফিরল; এবং আর এক দল মরুপ্রান্তরের দিকে জেবোইম উপত্যকার সম্মুখীন সীমানার পথ দিয়ে গেল।

[১৯] সেসময় সমস্ত ইস্রায়েল এলাকায় কোন কর্মকার পাওয়া যেত না, কারণ ফিলিস্তিনিরা বলত,

‘পাছে হিব্রুরা নিজেদের জন্য খড়্গা বা বর্শা তৈরি করে।’ [২০] এজন্য নিজ নিজ ফলা বা কুড়াল বা কোদাল বা কাস্তে ধার দেবার জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত লোক ফিলিস্তিনিদের কাছে নেমে যেতে বাধ্য ছিল। [২১] ফলা ও কুড়াল ধার দেবার দাম ছিল এক শেকেলের দু’ভাগ, এবং কোদাল ও হুলের জন্য দাম ছিল এক শেকেলের তিন ভাগ। [২২] অতএব যুদ্ধের দিনে সৌলের ও যোনাথানের সঙ্গী লোকদের কারও হাতে খড়্গা বা বর্শা পাওয়া গেল না; কেবল সৌল ও যোনাথানের জন্যই তা পাওয়া গেল। [২৩] ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনিদের এক প্রহরী সৈন্যদল বের হয়ে মিক্‌মাসের গিরিপথে গিয়েছিল।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যোনাথানের আক্রমণ

১৪ একদিন সৌলের ছেলে যোনাথান তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, ‘ফিলিস্তিনিদের যে প্রহরী সৈন্যদল ওই দিকে রয়েছে, চল, আমরা সেইখানে পেরিয়ে যাই।’ কিন্তু একথা তিনি তাঁর পিতাকে জানালেন না। [২] সৌল গিবেয়ার শেষ প্রান্তে, মিগ্রোনে যে ডালিমগাছ আছে, তার তলে বসে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আনুমানিক ছ’শো লোকও ছিল। [৩] আর এলি, শীলোতে যিনি প্রভুর যাজক ছিলেন, তাঁর নিজের ছেলে ফিনেয়াসের যে ছেলে ইখাবোদ, তাঁর ভাই আহিটুবের ছেলে যে আহিয়া, তিনি এফোদ বস্ত্রধারী ছিলেন; যোনাথান যে বের হয়ে গেছেন, কথাটা লোকেরা জানত না। [৪] যোনাথান যে গিরিপথ দিয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রহরী সৈন্যদলের কাছে যেতে চেষ্টা করছিলেন, সেই ঘাটের এক পাশে দন্তাকার এক শৈল, এবং অন্য পাশে দন্তাকার আর এক শৈল ছিল; তার একটার নাম বোজেস ও আর একটার নাম সেনে; [৫] তার মধ্যে একটা শৈল উত্তরদিকে মিক্‌মাসমুখী ছিল, আর একটা ছিল দক্ষিণদিকে গেবামুখী।

[৬] যোনাথান তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, ‘চল, আমরা অপরিচ্ছেদিতদের প্রহরী সৈন্যদলের দিকে পার হই; হয় তো প্রভু আমাদের সাহায্য করবেন, কেননা অনেকের দ্বারা হোক বা অল্পজনের দ্বারা হোক, প্রভুর পক্ষে ত্রাণ করা কঠিন ব্যাপার নয়।’ [৭] তাঁর অস্ত্রবাহক বলল, ‘আপনার মন যা বলে, আপনি তাই করুন: আপনি রওনা হোন, এগিয়ে যান, আমি আপনার সঙ্গে আছি: আপনার যেমন মন, আমার মনও তাই।’ [৮] যোনাথান বললেন, ‘দেখ, আমরা ওই লোকদের দিকে পার হব, এবং এমনটি করব যেন ওরা আমাদের দেখতে পায়। [৯] যদি তারা আমাদের বলে “থাম, যেপর্যন্ত আমরা না আসি,” তবে আমরা আমাদের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকব, তাদের কাছে উঠে যাব না; [১০] কিন্তু যদি বলে, “আমাদের কাছে উঠে এসো,” তবে আমরা উঠে যাব, কেননা আমাদের পক্ষে তা এমন চিহ্ন হবে যে, প্রভু তাদের আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।’ [১১] তাই সেই দু’জন ফিলিস্তিনিদের প্রহরী দলের কাছে নিজেদের দেখতে দিলে ফিলিস্তিনিরা বলল, ‘দেখ, হিব্রুরা যে সকল গর্তে লুকিয়েছিল, তা থেকে এখন বের হয়ে আসছে।’ [১২] আর সেই প্রহরী দলের লোকেরা যোনাথানকে ও তাঁর অস্ত্রবাহককে বলল, ‘আমাদের কাছে উঠে এসো, তোমাদের কাছে আমাদের কিছু বলার আছে।’ যোনাথান তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, ‘আমার পিছনে এসো, কারণ প্রভু ওদের ইস্রায়েলের হাতে দিয়েছেন।’ [১৩] যোনাথান হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিলেন, তাঁর অস্ত্রবাহক তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছিল, আর সেই লোকেরা যোনাথানের আঘাতে পড়ে যাচ্ছিল, এবং তাঁর অস্ত্রবাহক তাঁর পিছু পিছু তাদের শেষ করে ফেলছিল। [১৪] এ হল যোনাথানের ও তাঁর অস্ত্রবাহকের সাধিত প্রথম হত্যাকাণ্ড: … আনুমানিক ত্রিশজন নিহত হল। [১৫] ফলে শিবিরের মধ্যে, অঞ্চলে ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল, প্রহরী ও আক্রমণ-দল সকলও কম্পিত হল; হ্যাঁ, পৃথিবী কেঁপে উঠল ও দৈবসন্ত্রাস বিরাজ করল।

[১৬] বেঞ্জামিন-গিবেয়াতে অবস্থিত সৌলের প্রহরী দল চেয়ে দেখল; আর দেখ, লোকের ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাচ্ছে। [১৭] সৌল তাঁর সঙ্গীদের বললেন, ‘একবার লোক গুনে দেখ; দেখ আমাদের মধ্য থেকে কে কে চলে গেছে।’ তারা লোকদের গুনে নিল, আর দেখ, যোনাথান ও

তাঁর অস্ত্রবাহক কোথাও নেই। [১৮] সৌল আহিয়াকে বললেন, ‘পরমেশ্বরের মঞ্জুষা এইখানে আন!’ কেননা সেইদিন পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ইস্রায়েলের মধ্যে ছিল। [১৯] কিন্তু সৌল যাজকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফিলিস্তিনিদের শিবিরের মধ্যে কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাই সৌল যাজককে বললেন, ‘হাত ফিরিয়ে নাও।’ [২০] আর সৌল ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক সমবেত হয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল যেখানে সংগ্রাম চলছিল; আর দেখ, বিরাট কোলাহলের মধ্যে সকলে একে অপরের বিরুদ্ধে খড়্গ চালাচ্ছিল। [২১] আর যে হিব্রুরা আগে ফিলিস্তিনিদের পক্ষপাতী হয়েছিল ও তাদের সঙ্গে শিবিরে এসেছিল, তারাও আবার সৌলের ও যোনাথানের সঙ্গে থাকা ইস্রায়েলের পক্ষপাতী হল। [২২] তাছাড়া, ইস্রায়েলের যে সমস্ত লোক এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়েছিল, যখন শুনল যে ফিলিস্তিনিরা পালাচ্ছে, তখন তারাও তাদের ধাওয়া করতে ও আঘাত করতে যোগ দিল। [২৩] এইভাবে প্রভু সেদিন ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন এবং যুদ্ধ বেথ্‌-আবেনের পার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল।

[২৪] সেদিনে ইস্রায়েলীয়েরা পরিশ্রান্ত হওয়ায় সৌল জনগণকে এই শপথ করালেন: ‘সন্ধ্যার আগে, আমি আমার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত যে কেউ খাবার স্পর্শ করে, সে অভিশপ্ত হোক!’ তাই জনগণের কেউই খাবার স্পর্শ করল না।

জনগণ দ্বারা যোনাথানকে উদ্ধার

[২৫] সকলে এমন বনের মধ্য দিয়ে গেল, যার মাটির উপরে নানা মধুর চাক ছিল। [২৬] লোকেরা যখন সেই বনে এসে পৌঁছল, দেখ, চাক থেকে মধু গড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু কেউই মুখে হাত তুলল না, যেহেতু জনগণ ওই শপথের কারণে ভীত ছিল; [২৭] কিন্তু যোনাথানের পিতা জনগণকে যে শপথ করিয়েছিলেন, সেই কথা যোনাথান জানতেন না, তাই তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তিনি তার অগ্রভাগ বাড়িয়ে দিয়ে এক মধুর চাকে ডুবিয়ে তা হাতে নিয়ে মুখে দিলেন, তাতে তাঁর চোখ সতেজ হল। [২৮] তখন লোকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘তোমার পিতা জনগণকে এই শপথে আবদ্ধ করেছেন যে, “যে কেউ আজ খাবার স্পর্শ করে, সে অভিশপ্ত হোক!”—যদিও লোকেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।’ [২৯] যোনাথান বললেন, ‘আমার পিতা দেশের সর্বনাশই চাচ্ছেন! একটু দেখ এই খানিকটা মধু আস্বাদ করার ফলে আমার চোখ কেমন সতেজ হল। [৩০] আহা, আজ যদি লোকেরা শত্রুদের লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে কিছুটা খেত! তবে ফিলিস্তিনিদের হত্যাকাণ্ড কি আরও বড় হত না?’

[৩১] সেদিন তারা মিক্‌মাস থেকে আয়ালোন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের আঘাত করল; লোকেরা পরিশ্রান্ত ছিল। [৩২] লোকেরা লুটের মালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেষ, বলদ ও বাছুর ধরে মাটিতে জবাই করে তা রক্ত সমেত খেতে লাগল। [৩৩] ব্যাপারটা সৌলের কাছে জানানো হল: ‘দেখুন, লোকেরা রক্ত সমেত মাংস খেয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করছে!’ তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের কথা ভঙ্গ করেছ! সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় পাথর এখানে গড়িয়ে আন।’ [৩৪] সৌল বলে চললেন, ‘জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাদের বল: প্রত্যেকজন নিজ নিজ বলদ ও মেষ আমার কাছে এনে, এইখানে, এই পাথরের উপরেই সেগুলোকে জবাই করুক। রক্ত সমেত মাংস খেয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করো না।’ সমস্ত লোক সেই রাতে প্রত্যেকের যা যা ছিল, তা হাতে করে এনে সেইখানে জবাই করল। [৩৫] সৌল প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন: এ প্রভুর উদ্দেশে তাঁর গাঁথা প্রথম বেদি।

[৩৬] সৌল বললেন, ‘চল, আমরা এরাতে ফিলিস্তিনিদের পিছনে নেমে গিয়ে সকাল পর্যন্ত তাদের সবকিছু লুট করে নিই; তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখব না।’ তারা বলল, ‘আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।’ কিন্তু যাজক বলল, ‘এসো, এখানে প্রভুর কাছে এগিয়ে যাই।’ [৩৭] তাই সৌল এই বলে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করলেন: ‘আমি কি ফিলিস্তিনিদের পিছনে নেমে যাব? তাদের তুমি কি ইস্রায়েলের হাতে তুলে দেবে?’ কিন্তু সেদিন তিনি তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। [৩৮] তখন সৌল বললেন, ‘হে জননেতারা, এগিয়ে এসো; ভাল করে বুঝে দেখ আজকের পাপকর্ম কোন্‌

ব্যাপারে সাধিত হল, [৩৯] কেননা—ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা জীবনময় প্রভুর দিব্যি!—যদিও আমার নিজের ছেলে যোনাথানেরই দোষে তা সাধিত হয়ে থাকে, তবু সে নিশ্চয়ই মরবে!' কিন্তু গোটা জনগণের মধ্যে কেউই তাঁকে উত্তর না দেওয়ায় [৪০] তিনি গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'তোমরা এক দিকে দাঁড়াও, আমি ও আমার ছেলে যোনাথান অন্য দিকে দাঁড়াব।' জনগণ সৌলকে বলল, 'আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।' [৪১] সৌল প্রভুকে বললেন, 'হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পূর্ণই একটা উত্তর দাও!' তখন যোনাথান ও সৌলের নাম উঠল আর জনগণ মুক্ত হল। [৪২] সৌল বললেন, 'আমার ও আমার ছেলে যোনাথানের মধ্যে গুলিবাঁট কর;' আর যোনাথানের নাম উঠল। [৪৩] সৌল যোনাথানকে বললেন, 'বল, তুমি কী করেছ?' যোনাথান উত্তরে বললেন, 'আমার হাতে যে লাঠি, আমি তার অগ্রভাগে একটু মধু নিয়ে তা চেকেছিলাম; আচ্ছা, আমি মরব।' [৪৪] সৌল বললেন, 'যোনাথান! পরমেশ্বর আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন যদি তোমার মৃত্যু না হয়!' [৪৫] কিন্তু জনগণ সৌলকে বলল, 'এই যোনাথান, যিনি ইস্রায়েলের মধ্যে এমন মহাবিজয় সাধন করেছেন, তাঁকে কি মরতে হবে? না, এমনটি হতে পারবে না—জীবনময় প্রভুর দিব্যি!—ওঁর মাথার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না, কেননা আজ পরমেশ্বরের সঙ্গেই উনি কাজ করেছেন।' এইভাবে জনগণ যোনাথানকে বাঁচাল, তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন না। [৪৬] সৌল ফিলিস্তিনিদের ধাওয়াটি বন্ধ করলেন আর ফিলিস্তিনিরা নিজেদের এলাকায় ফিরে গেল।

সৌলের রাজ্য বিষয়ক সার-কথা

[৪৭] সৌল ইস্রায়েলের উপরে নিজের রাজত্ব দৃঢ় করলেন ও সবদিকে সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে—মোয়াবের, আম্মোনীয়দের, এদোমের, জোবার রাজাদের ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; তিনি যেই দিকে ফিরতেন সকলের সর্বনাশ ঘটাতেন। [৪৮] তিনি বীরত্বপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করলেন, আমালেককে পরাজিত করলেন ও ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করলেন।

[৪৯] যোনাথান, ইস্‌ভি ও মাল্কিসুয়া ছিলেন সৌলের তিন ছেলে। তাঁর দুই মেয়ের নাম এই: জ্যেষ্ঠজনের নাম মেরাব, কনিষ্ঠজনের নাম মিখাল। [৫০] সৌলের স্ত্রীর নাম আহিনোয়াম, তিনি আহিমায়াজের কন্যা; এবং তাঁর সেনাপতির নাম আব্নের; ইনি সৌলের কাকা নেরের সন্তান। [৫১] সৌলের পিতা কীশ, ও আব্নেরের পিতা নের ছিলেন আবিয়েলের সন্তান। [৫২] সৌলের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপী ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ভারী যুদ্ধ হল; সৌল কোন শক্তিশালী পুরুষ বা কোন বীরপুরুষকে দেখলে তাকে সঙ্গে করে নিতেন।

আমালেকের সঙ্গে যুদ্ধ

১৫ সামুয়েল সৌলকে বললেন, 'প্রভু তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে আমাকেই প্রেরণ করেছেন। তাই এখন প্রভুর বাণী শোন। [২] সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েলের প্রতি আমালেক যা করেছিল, মিশর থেকে তার আসার সময়ে সে পথে তার বিরুদ্ধে কেমন ফাঁদ পেতেছিল, আমি তা লক্ষ করেছি। [৩] সুতরাং এখন তুমি যাও, আমালেককে আঘাত কর, তার যা কিছু আছে সবই বিনাশ-মানতের বস্তু কর, তার প্রতি মমতা দেখিয়ো না: স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে ও স্তন্যপায়ী শিশু, বলদ-মেষ, উট-গাধা সবই বধ কর।'

[৪] সৌল লোকদের আহ্বান করে টেলায়িমে তাদের পরিদর্শন করলেন: দু'লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও যুদার দশ হাজার লোক। [৫] সৌল আমালেকের শহর পর্যন্ত গিয়ে উপত্যকায় ওত পেতে থাকলেন। [৬] সৌল কেনীয়দের বললেন, 'যাও, দূরে যাও, আমালেকীয়দের মধ্য থেকে চলে যাও, পাছে আমি তাদের সঙ্গে তোমাদেরও বিনাশ করি; কেননা সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে আসছিল, তোমরা তখন ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি মমতা দেখিয়েছিলে।' তাই কেনীয়েরা

আমালেকের মধ্য থেকে চলে গেল।

[৭] পরে সৌল হাবিলা থেকে মিশরের পুবদিকে অবস্থিত শুরের দিকে পর্যন্ত আমালেককে আঘাত করলেন। [৮] তিনি আমালেকের রাজা আগাগ্‌কে জীবিত ধরলেন, এবং বিনাশ-মানতের জোরে সমস্ত লোককে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন। [৯] কিন্তু সৌল ও লোকেরা আগাগ্‌কে এবং সবচেয়ে ভাল মেষ-বলদকে ও নধর বাছুর ও মেষশাবকগুলোকে, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল সবকিছু বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই সব কিছু তাঁরা বিনাশ-মানতের বস্তু করতে চাইলেন না; কেবল তুচ্ছ ও রুগ্ন যত পশুই বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন।

[১০] তখন প্রভুর বাণী সামুয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১১] ‘সৌলকে রাজা করায় আমার দুঃখ হচ্ছে, কারণ সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে আর আমার বাণী পালন করেনি।’ এতে সামুয়েল উদ্বিগ্ন হলেন, এবং সারারাত ধরে প্রভুর কাছে হাহাকার করলেন। [১২] পরদিন সামুয়েল সৌলের সঙ্গে দেখা করতে ভোরে উঠলেন, কিন্তু সামুয়েলকে এই খবর দেওয়া হল, ‘সৌল কার্মেলে গিয়েছেন; আর দেখুন, নিজের জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছেন; পরে সেখান থেকে ফিরে নানা জায়গা হয়ে গিল্গালে নেমে গেলেন।’ [১৩] সামুয়েল সৌলের কাছে এসে পৌঁছলে সৌল তাঁকে বললেন, ‘আপনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! আমি প্রভুর বাণী পালন করেছি।’ [১৪] সামুয়েল উত্তরে বললেন, ‘তবে আমার কানে এই যে মেষের গলার শব্দ আসছে, আর এই যে গরুর ডাক আমি শুনছি, তা কি?’ [১৫] সৌল বললেন, ‘সেইসব আমালেকীয়দের কাছ থেকে আনা হয়েছে; কেননা আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য লোকেরা সবচেয়ে ভাল মেষ ও গবাদি পশু বাঁচিয়ে রেখেছে; বাকি সবকিছু বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি।’ [১৬] তখন সামুয়েল সৌলকে বললেন, ‘আর নয়! এখন আমিই তোমাকে বলি, গত রাতে প্রভু আমাকে কী বলেছেন।’ সৌল বললেন, ‘বলুন।’

[১৭] সামুয়েল বললেন: ‘তোমার নিজের চোখে তুমি যত ক্ষুদ্র হও না কেন, তবু তুমিই কি ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর মাথা নও? প্রভুই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন! [১৮] প্রভু যখন তোমাকে যুদ্ধযাত্রায় পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, যাও, সেই পাপিষ্ঠ আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু কর: তারা উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও। [১৯] তবে তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে কেন লুটের মালের উপরে পড়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?’ [২০] সৌল সামুয়েলকে বললেন, ‘আমি তো প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; যে যুদ্ধযাত্রায় প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই যুদ্ধযাত্রা করেছি, আমালেকের রাজা আগাগ্‌কে ফিরিয়ে এনেছি, ও আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি। [২১] কিন্তু যা বিনাশ-মানতের বস্তু হওয়ার কথা ছিল, তা থেকে জনগণ গিল্গালে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্যই লুটের মালের মধ্য থেকে সেরা মেষ ও গবাদি পশু নিয়েছে।’ [২২] সামুয়েল বললেন,

‘আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া,
এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?
দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়;
ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।
[২৩] কারণ বিদ্রোহ, সে তো দৈবগণনার মতই পাপ,
এবং দুঃসাহস, সে তো মূর্তিপূজার মতই অপরাধ।
তুমি প্রভুর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছ বলে
তিনি তোমাকে রাজারূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।’

[২৪] তখন সৌল সামুয়েলকে বললেন, ‘প্রভুর আজ্ঞা ও আপনার বাণী লঙ্ঘন করায় আমি পাপ

করেছি; হ্যাঁ, আমি জনগণকে ভয় করে তাদেরই কথায় কান দিয়েছি। [২৫] আপনার দোহাই, এখন আমার পাপ ক্ষমা করুন ও আমার সঙ্গে ফিরে আসুন যেন আমি প্রভুর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।' [২৬] সামুয়েল সৌলকে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাব না, কেননা তুমি প্রভুর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছ আর প্রভু তোমাকে ইস্রায়েলের রাজা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।' [২৭] একথা বলে সামুয়েল চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু সৌল তাঁর পোশাকের অঞ্চল ধরলেন আর তা ছিঁড়ে গেল। [২৮] তখন সামুয়েল তাঁকে বললেন, 'প্রভু আজ ইস্রায়েলের রাজ্য তোমা থেকে টেনে ছিঁড়লেন, ও তোমার চেয়ে ভাল একজনকে তা দিলেন। [২৯] তাছাড়া, ইস্রায়েলের গৌরব মিথ্যাকথা বলেন না, নিজের কথাও ফিরিয়ে নেন না, কেননা তিনি মানুষ নন যে, নিজের কথা ফিরিয়ে নেবেন।' [৩০] সৌল বললেন, 'আমি পাপ করেছি বটে, কিন্তু আমার জনগণের প্রবীণদের সামনে ও ইস্রায়েলের সামনে আমাকে একটু সম্মান দেখান: আমার সঙ্গে ফিরে আসুন, যেন আমি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।' [৩১] তাই সামুয়েল সৌলের সঙ্গে ফিরে গেলেন আর সৌল প্রভুর সামনে প্রণিপাত করলেন।

[৩২] পরে সামুয়েল বললেন, 'তোমরা আমালেকের রাজা আগাগ্‌কে এখানে আমার কাছে আন।' আগাগ খুশি মনে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, তিনি ভাবছিলেন, 'মৃত্যুর তিক্ততা নিশ্চয়ই গেল!' [৩৩] কিন্তু সামুয়েল বললেন, 'তোমার খড়্গ দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানবিহীন হয়েছে, সেইমত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তোমার মাও সন্তানবিহীন হবে।' আর সামুয়েল গিল্গালে প্রভুর সামনে আগাগ্‌কে বিঁধিয়ে দিলেন। [৩৪] পরে সামুয়েল রামায় গেলেন, আর সৌল সৌল-গিবেয়ায় বাড়ি গেলেন। [৩৫] তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সামুয়েল সৌলের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করলেন না। তথাপি সামুয়েল সৌলের জন্য দুঃখভোগ করছিলেন, কিন্তু প্রভু ইস্রায়েলের উপরে সৌলকে রাজা করায় দুঃখ করলেন।

রাজপদে অভিষিক্ত দাউদ

১৬ প্রভু সামুয়েলকে বললেন, 'আর কতদিন তুমি সৌলের জন্য দুঃখভোগ করবে? আমি তো তাকে রাজারূপে অগ্রাহ্যই করেছি। তোমার শিঙটায় তেল ভরে নিয়ে রওনা হও, আমি তোমাকে বেথলেহেমের যেসের কাছে প্রেরণ করছি, কারণ তার ছেলেদের মধ্যে আমি আমার জন্য এক রাজাকে দেখে রেখেছি।' [২] সামুয়েল বললেন, 'আমি কী করে যাব? একথা শুনলে সৌল আমাকে বধ করবে!' প্রভু বললেন, 'তুমি একটা বকনা বাছুর সঙ্গে নিয়ে যাও; গিয়ে তুমি বলবে: আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এলাম। [৩] সেই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে যেসেকেও নিমন্ত্রণ করবে। আর তোমাকে কী করতে হবে, আমি তখন তা তোমাকে জানাব, আর যার নাম আমি তোমাকে বলব, তুমি তাকে আমার জন্য অভিষিক্ত করবে।'

[৪] সামুয়েল প্রভুর কথামত কাজ করলেন, তিনি বেথলেহেমে গেলেন। তখন শহরের প্রবীণেরা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; বললেন, 'আপনার আসাটা শান্তিজনক তো?' [৫] তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার আসা শান্তিজনক; আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এসেছি। তোমরা নিজেদের পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যোগ দাও।' তিনি যেসেকেও ও তাঁর ছেলেদেরও পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করলেন।

[৬] তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি এলিয়াবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, 'কোন সন্দেহ নেই: প্রভুর অভিষিক্তজন তাঁর সামনে উপস্থিত!' [৭] কিন্তু প্রভু সামুয়েলকে বললেন, 'তুমি কারও চেহারা বা উচ্চতার দিকে তাকিয়ে থেকো না, কারণ আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি; মানুষ যা লক্ষ করে, আমি তা লক্ষ করি না; মানুষ তো বাইরের চেহারার দিকে তাকায়, প্রভু কিন্তু হৃদয়েরই দিকে তাকান।' [৮] তখন যেসে আবিনাদাবকে ডেকে সামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; সামুয়েল বললেন, 'প্রভু ওকেও বেছে নেননি।' [৯] তবে যেসে শাম্মাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, কিন্তু তিনি বললেন,

‘প্রভু একেও বেছে নেননি।’ [১০] এভাবে যেসে তাঁর সাতজন ছেলেকে সামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; কিন্তু সামুয়েল যেসেকে বললেন, ‘প্রভু এদের বেছে নেননি।’

[১১] তখন সামুয়েল যেসেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এরাই কি তোমার সকল ছেলে?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘কেবল ছোটজন বাকি রয়েছে; সে বর্তমানে মেষ চরাচ্ছে।’ তখন সামুয়েল যেসেকে বললেন, ‘তাকে আনতে লোক পাঠাও, কারণ সে না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসব না।’ [১২] যেসে লোক পাঠিয়ে তাকে আনালেন। ছেলেটির গায়ের রঙ গোলাপী, চোখ দু’টো উজ্জ্বল, চেহারা সুন্দর। প্রভু বললেন, ‘ওঠ, একে অভিষিক্ত কর; ও তো সেই!’ [১৩] সামুয়েল তেলের শিঙ নিয়ে তার ভাইদের মধ্যে তাকে অভিষিক্ত করলেন, আর সেদিন থেকে প্রভুর আত্মা দাউদের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। তখন সামুয়েল উঠে রামাতে চলে গেলেন।

সৌলের পরিচর্যায় দাউদ

[১৪] প্রভুর আত্মা সৌল থেকে সরে গেছিল, আর প্রভু থেকে আগত অমঙ্গলকর এক আত্মা তাঁকে সন্ত্রাসিত করতে লাগল। [১৫] সৌলের অনুচারীরা তাঁকে বলল, ‘দেখুন, পরমেশ্বর থেকে আগত অমঙ্গলকর এক আত্মাই আপনাকে সন্ত্রাসিত করছে। [১৬] আমাদের প্রভু আপনার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই অনুচারীদের আজ্ঞা দিন, আর আমরা নিপুণ বীণাবাদককে খোঁজ করব। যখন পরমেশ্বর থেকে সেই অমঙ্গলকর আত্মা আপনার উপরে আসবে, তখন সেই লোক বীণায় হাত দেবে আর আপনি স্বস্তি পাবেন।’

[১৭] সৌল তাঁর অনুচারীদের এই আজ্ঞা দিলেন, ‘আচ্ছা, তোমরা একজন নিপুণ বাদককে খোঁজ করে আমার কাছে আন।’ [১৮] অনুচারীদের একজন বলল, ‘দেখুন, আমি বেথলেহেমীয় যেসের এক ছেলেকে দেখেছি; সে বীণা বাদনে নিপুণ, বলবান বীর, যোদ্ধা, কথনে সদ্বিবেচক, সুদর্শন, এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে আছেন।’ [১৯] সৌল যেসের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, ‘মেষ চরাচ্ছে তোমার যে ছেলে দাউদ, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।’ [২০] যেসে একটা গাধায় রুটি ও এক ভিস্তি আঙুররস চাপিয়ে এবং একটা ছাগের ছানা নিয়ে তাঁর ছেলে দাউদের হাতে দিয়ে সৌলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

[২১] দাউদ সৌলের কাছে গেলেন ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন; সৌল তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত হলেন, আর দাউদ তাঁর অস্ত্রবাহক হলেন। [২২] সৌল যেসেকে বলে পাঠালেন, ‘তোমার দোহাই, দাউদকে আমার পরিচর্যায় থাকতে দাও, কেননা সে আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছে।’ [২৩] তাই যতবার পরমেশ্বর থেকে সেই আত্মা সৌলের কাছে আসত, ততবার দাউদ বীণা হাতে নিয়ে বাজাতেন; আর সৌল আরাম পেতেন, স্বস্তি পেতেন, এবং অমঙ্গলকর সেই আত্মা তাঁকে ছেড়ে যেত।

দাউদ ও গলিয়াথ

১৭ ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধ করার জন্য আবার সেনাদল সংগ্রহ করে যুদা-সোখোয় জড় হল, এবং সোখো ও আজেকার মধ্যস্থানে এফেস-দাম্মিমে শিবির বসাল। [২] সৌল ও ইস্রায়েলীয়েরাও একত্র হয়ে তার্পিন উপত্যকায় শিবির বসিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করলেন। [৩] এইভাবে ফিলিস্তিনিরা এক দিকে এক পর্বতে, ও ইস্রায়েল অন্য দিকে অন্য পর্বতে দাঁড়াল—দুই পক্ষের মধ্যে উপত্যকা ছিল।

[৪] ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে গলিয়াথ নামে এক বীরযোদ্ধা বেরিয়ে এল; সে গাতের মানুষ, সাড়ে ছয় হাত লম্বা। [৫] তার মাথায় ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং সে আঁশের মত বোনা বর্মে সজ্জিত ছিল; বর্মটা ব্রঞ্জের, তার ওজন ষাট কিলো। [৬] তার পা ব্রঞ্জের পাতায় আবৃত, ও ব্রঞ্জের একটা খড়্গ

তার কাঁধে ঝুলানো। [৭] তার বর্শার লাঠি তাঁতীর কড়িকাঠের সমান ছিল, ও তার বর্শার ফলার ওজন ছিল পাঁচ কিলো; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলত। [৮] ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, ‘তোমরা কেন বেরিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করেছ? আমি কি ফিলিস্তিনি নই, আর তোমরা কি সৌলের দাস নও? তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও, সে-ই আমার বিরুদ্ধে নেমে আসুক! [৯] সে যদি আমার সঙ্গে লড়াই করতে পারে ও আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হব; কিন্তু যদি আমি তাকে পরাজিত করে বধ করতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হবে ও আমাদের অধীন থাকবে।’ [১০] সেই ফিলিস্তিনি আরও বলল, ‘আজ আমি ইস্রায়েলের সৈন্যদের আহ্বান করছি: তোমরা আমাকে একজনকে দাও, আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করব।’ [১১] সৌল ও গোটা ইস্রায়েল সেই ফিলিস্তিনির এই সমস্ত কথা শুনে হতাশ হলেন ও ভীষণ ভয় পেলেন।

[১২] দাউদ বেথলেহেম-যুদা-নিবাসী সেই এফ্রাথীয় লোকের সন্তান যাঁর নাম যেসে, ও যাঁর আটটি সন্তান ছিল; সৌলের সময়ে যেসে বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। [১৩] যেসের বড় তিন সন্তান সৌলের পিছনে যুদ্ধে গিয়েছিলেন; যুদ্ধে গিয়েছিলেন এই তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠজনের নাম এলিয়াব, দ্বিতীয়জনের নাম আবিনাদাব, ও তৃতীয়জনের নাম শাম্মা। [১৪] সেই তিনজন যখন সৌলের পিছনে গিয়েছিলেন, তখন দাউদ ছোট ছিলেন; [১৫] দাউদ সৌলের পরিচর্যায় যাওয়া-আসা করতেন, আবার বেথলেহেমে তাঁর পিতার মেষ চরাতেন।

[১৬] সেই ফিলিস্তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় কাছে এগিয়ে আসত; সে চল্লিশ দিন ধরে এভাবে নিজেকে দেখাতে থাকল।

[১৭] যেসে তাঁর ছেলে দাউদকে বললেন, ‘তোমার ভাইদের জন্য এই এক এফা ভাজা গম ও দশখানা রুটি নিয়ে শিবিরে ওদের কাছে দৌড়ে যাও। [১৮] আর এই দশতাল পনির তাদের সহস্রপতির কাছে নিয়ে যাও। তোমার ভাইয়েরা কেমন আছে দেখে এসো ও তাদের মজুরি আন। [১৯] সৌল ও তারা, এবং গোটা ইস্রায়েল, তার্পিন উপত্যকায় আছে, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।’

[২০] দাউদ ভোরে উঠে মেষপাল একটা রাখালের হাতে তুলে দিলেন ও যেসের আজ্ঞামত ওই সবকিছু নিয়ে রওনা হলেন। তিনি যে সময়ে শিবিরে এসে পৌঁছলেন, সেসময়ে সৈন্যদল যুদ্ধে যাবার জন্য বের হচ্ছিল, ও রণধ্বনি তুলছিল। [২১] ইস্রায়েল ও ফিলিস্তিনিরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে সৈন্যশ্রেণী বিন্যাস করল। [২২] দাউদ মাল-রক্ষকের হাতে তার যত মাল রেখে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড় দিয়ে ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কেমন আছেন। [২৩] তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় গাতের ফিলিস্তিনি গলিয়াথ নামে সেই বীরযোদ্ধা ফিলিস্তিনিদের সৈন্যশ্রেণী থেকে উঠে এসে আগের মত কথা বলল; দাউদ সব শুনতে পেলেন। [২৪] গলিয়াথকে দেখে সকল ইস্রায়েলীয় তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। [২৫] ইস্রায়েলীয় একজন বলল, ‘ওই যে লোকটা উঠে এল, ওকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? ও ইস্রায়েলকে লড়াইতে আহ্বান করতে এসেছে। ওকে যে বধ করবে, রাজা তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবেন, তাকে তাঁর আপন মেয়েকে দেবেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তার পিতৃকুলকে করমুক্ত করবেন।’

[২৬] দাউদ, কাছাকাছি যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই ফিলিস্তিনিকে বধ করে যে লোক ইস্রায়েলের কলঙ্ক দূর করে দেবে, তার প্রতি কী করা হবে? এই অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনি আবার কে যে, জীবনময় পরমেশ্বরের সৈন্যদের লড়াইতে আহ্বান করবে?’ [২৭] সকলে তাঁকে একই রকম উত্তর দিল, ‘ওকে যে বধ করবে, সে অমুক পুরস্কার পাবে।’

[২৮] তিনি সেই লোকদের সঙ্গে যে কথাবার্তা করছিলেন, তাঁর বড় ভাই এলিয়াব সবই শুনতে পেলেন; তখন এলিয়াব দাউদের উপরে ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, ‘তুমি কেন এখানে নেমে

এলে? মরুপ্রান্তরের মধ্যে সেই মেষকয়টা কার্ কাছে রেখে এলে? তোমার স্পর্ধা ও তোমার হৃদয়ের চতুরতা আমি জানি: হ্যাঁ, তুমি যুদ্ধই দেখতে এসেছ!' [২৯] দাউদ বললেন, 'আমি কি করলাম? একটা কথাও কি বলা যায় না?' [৩০] তিনি তাঁকে ছেড়ে আর একজনের কাছে ফিরে একই রকম কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আর সকলে তাঁকে সেই একই উত্তর দিল। [৩১] কিন্তু দাউদ যা যা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তা রাষ্ট্র হয়ে পড়ল আর শেষে সৌলের কাছেও জানানো হল; তখন তিনি তাঁকে কাছে ডাকিয়ে আনলেন।

[৩২] দাউদ সৌলকে বললেন, 'ওর কারণে কারও হৃদয় হতাশ না হোক! আপনার এই দাস গিয়ে ওই ফিলিস্তিনির সঙ্গে লড়াই করবে।' [৩৩] সৌল দাউদকে বললেন, 'তুমি ওই ফিলিস্তিনির বিরুদ্ধে গিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করবেই না: তুমি তো ছেলেমাত্র, আর সে ছেলেবেলা থেকেই যোদ্ধা।' [৩৪] দাউদ সৌলকে বললেন, 'আপনার এই দাস পিতার মেষপালন করত; মাঝেমাঝে এক সিংহ বা এক ভালুক এসে পালের মধ্য থেকে মেষ ছিনিয়ে নিয়ে যেত; [৩৫] তখন আমি তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে মেরে তার মুখ থেকে তা উদ্ধার করে নিতাম; আর সে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে আমি তার দাড়ি ধরে তাকে মেরে বধ করতাম। [৩৬] আপনার দাস সিংহ ও ভালুক দু'টোকেই বধ করেছে; আর এই অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনি অবশেষে সেই দুইয়ের মধ্যে একের মতই হবে, কারণ এ জীবনময় পরমেশ্বরের সৈন্যদের টিটকারি দিয়েছে।' [৩৭] দাউদ বলে চললেন, 'যে প্রভু সিংহ ও ভালুকের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন, তিনি এই ফিলিস্তিনির হাত থেকেও আমাকে উদ্ধার করবেন।' তখন সৌল দাউদকে বললেন, 'যাও, প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন!'

[৩৮] সৌল নিজের রণসজ্জায় দাউদকে সাজিয়ে তাঁর মাথায় ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ ও গায়ে বর্মা দিলেন। [৩৯] পরে দাউদ রণসজ্জার উপরে তাঁর খড়্গা বেঁধে হাঁটতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই সমস্ত কিছুতে তাঁর অভ্যাস না থাকায় তিনি সৌলকে বললেন, 'এই বেশে আমি হাঁটতে পারি না, আমার তো এই অভ্যাস নেই।' তাই দাউদ তা খুলে রাখলেন। [৪০] পরে তিনি তাঁর লাঠি হাতে নিলেন, এবং খাদনদী থেকে পাঁচটা মসৃণ মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে, মাল বইবার জন্য তাঁর যে রাখালীয় ঝুলিটা ছিল, তার মধ্যে তা রাখলেন, এবং তাঁর ফিঙেটা হাতে করে সেই ফিলিস্তিনির দিকে এগিয়ে গেলেন।

[৪১] ওই ফিলিস্তিনিও ক্রমে ক্রমে দাউদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলছিল। [৪২] ফিলিস্তিনিটা যখন দাউদের দিকে ভালোমত তাকাল, তখন যা দেখল, তাতে সে অবজ্ঞায় পূর্ণ হল, কেননা দাউদ তো ছেলেমানুষ, তাঁর গায়ের রঙ গোলাপী ও চেহারা আকর্ষণীয়। [৪৩] ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, 'আমি কি কুকুর যে তুমি একটা লাঠি নিয়ে আমার পিছনে আসবে?' সেই ফিলিস্তিনি তার দেবতাদের নামে দাউদকে অভিশাপ দিল। [৪৪] পরে ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, 'এগিয়ে এসো, আমি তোমার দেহমাংস আকাশের পাখিদের ও বনের পশুদের দিই!' [৪৫] দাউদ উত্তরে ওই ফিলিস্তিনিকে বললেন, 'তুমি তলোয়ার, বর্শা ও খড়্গা নিয়েই আমার কাছে এগিয়ে আসছ, কিন্তু আমি সেনাবাহিনীর প্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যদের পরমেশ্বরের নামে, যাঁকে তুমি লড়াইতে আহ্বান করেছ, তাঁরই নামে তোমার কাছে এগিয়ে আসছি। [৪৬] আজ প্রভু তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন, আর আমি তোমাকে মেরে ফেলব, তোমার দেহ থেকে তোমার মাথা ছিন্ন করব, আর ফিলিস্তিনিদের সৈন্যের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের দেব; যেন সারা পৃথিবী জানতে পারে যে, ইস্রায়েলে এক পরমেশ্বর আছেন, [৪৭] এবং এই গোটা জনসমাবেশ জানতে পারে যে, প্রভু তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা ত্রাণ করেন না; কেননা প্রভুই যুদ্ধের প্রভু, আর তিনি তোমাদের আমাদের হাতে তুলে দেবেন।'

[৪৮] ফিলিস্তিনিটা দাউদের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করলেই দাউদও ফিলিস্তিনিটার মুখোমুখি হবার জন্য ইতস্তত না করে লড়াইক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেলেন। [৪৯] দাউদ

ঝুলিতে হাত দিয়ে একটা পাথর বের করলেন, ফিঙেতে পাক দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির কপালে আঘাত করলেন; পাথরটা তার কপালে বসে গেল আর সে তখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। [৫০] এইভাবে একটা ফিঙে ও একটা পাথর দ্বারা দাউদ ওই ফিলিস্তিনির উপর বিজয়ী হলেন, এবং তাকে আঘাত করে বধ করলেন—অথচ দাউদের হাতে তলোয়ার ছিল না।

[৫১] দাউদ দৌড় দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তলোয়ার ধরে খাপ থেকে বের করে তাকে শেষ করলেন, এবং সেই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। ফিলিস্তিনিরা যখন দেখল, তাদের বীরযোদ্ধা মারা পড়ল, তখন তারা পালাতে লাগল। [৫২] ইস্রায়েলের ও যুদার লোকেরা উঠে রণধ্বনি তুলল, এবং গাৎ পর্যন্ত ও এক্রোনের নগরদ্বার পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের পিছনে ধাওয়া করে গেল। ফিলিস্তিনিদের মারা পড়া যত লোক শায়ারাইমের পথে গাৎ ও এক্রোন পর্যন্ত পড়ে রইল। [৫৩] পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিলিস্তিনিদের ধাওয়া থেকে ফিরে এসে তাদের শিবির লুট করল। [৫৪] দাউদ সেই ফিলিস্তিনির মাথা তুলে যেরুসালেমে নিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর রণসজ্জা নিজের তাঁবুতে রাখলেন।

সৌলের সাক্ষাতে হাজির দাউদ

[৫৫] সৌল যখন ওই ফিলিস্তিনির বিরুদ্ধে দাউদকে যেতে দেখলেন, তখন সেনাপতি আব্নেরকে বললেন, ‘আব্নের, এই যুবক কার্ ছেলে?’ আব্নের বললেন, ‘হে রাজন্! আপনার জীবনের দিব্যি! আমি তা বলতে পারি না।’ [৫৬] রাজা বলে চললেন, ‘তুমি জিজ্ঞাসা কর, ওই যুবকটি কার্ ছেলে।’ [৫৭] দাউদ যখন ফিলিস্তিনিকে মেরে ফেলে ফিরে এলেন, তখন আব্নের তাঁকে ধরে সৌলের সামনে নিয়ে গেলেন; তখনও তাঁর হাতে ফিলিস্তিনিটার মাথা ছিল। [৫৮] সৌল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে যুবক, তুমি কার্ ছেলে?’ দাউদ উত্তর দিলেন, ‘আমি আপনার দাস যেসের ছেলে, যিনি বেথলেহেমের মানুষ।’

১৮ সৌলের সঙ্গে দাউদ কথা বলা শেষ করলেই যোনাথানের প্রাণ দাউদের প্রাণের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হল যে, যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবেসে ফেললেন। [২] সৌল সেই একই দিনে তাঁকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতার বাড়িতে যেতে দিতে চাইলেন না। [৩] যোনাথান দাউদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তি স্থির করলেন, যেহেতু যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবাসতেন। [৪] যোনাথান তাঁর নিজের গায়ের আলোয়ান খুলে দাউদকে দিলেন, নিজের অস্ত্রসজ্জা, এমনকি নিজের খড়্গ, ধনুক ও কটিবন্ধনীও দিলেন। [৫] সৌল দাউদকে যে দায়িত্বই দিচ্ছিলেন, দাউদ তাতে এতই সফল হচ্ছিলেন যে, সৌল তাঁকে যোদ্ধাদের উপরে কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করলেন; সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে ও সৌলের অনুচারীদের দৃষ্টিতেও তিনি সম্মানের পাত্র হলেন।

দাউদের প্রতি সৌলের ঈর্ষা

[৬] সকলে ফিরে আসবার পর যখন দাউদ ফিলিস্তিনিকে আঘাত করে ফিরে আসছিলেন, তখন সৌল রাজাকে স্বাগত জানাতে ইস্রায়েলের সমস্ত শহর থেকে মেয়েরা খঞ্জনি, আনন্দধ্বনি ও তেতারার সুরে গান গেয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ল। [৭] নেচে নেচে সেই মেয়েরা গাইত, ‘সৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ, দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।’ [৮] এতে সৌল অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না; তিনি বলছিলেন, ‘ওরা দাউদকে লক্ষ লক্ষের কথা আরোপ করল, কিন্তু আমাকে শুধু হাজার হাজারের কথা! এখন রাজ্যভার ছাড়া তার আর কী বাকি আছে?’ [৯] সেদিন থেকে সৌল দাউদকে ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলেন।

[১০] পরদিন পরমেশ্বর থেকে আগত এক অমঙ্গলকর আত্মা সৌলের উপর প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি বাড়ির মধ্যে এলোমেলো কথা বলতে লাগলেন। দাউদ অন্যান্য দিনের মত বীণা

বাজাচ্ছিলেন; সৌলের হাতে তাঁর বর্শা ছিল। [১১] সৌল বর্শাটা ধরে ভাবলেন, ‘আমি দাউদকে দেওয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দেব!’ দাউদ দু’বার তাঁকে এড়ালেন। [১২] সৌল দাউদকে ভয় পেতে লাগলেন, কারণ প্রভু দাউদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু সৌলকে ত্যাগ করেছিলেন। [১৩] তাই সৌল নিজের সাক্ষাৎ থেকে তাঁকে দূর করে দিলেন ও সহস্রপতি পদে নিযুক্ত করলেন, আর দাউদ তাঁর দলের অগ্রভাগে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। [১৪] দাউদ তাঁর সমস্ত পথে সফল ছিলেন, কেননা প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। [১৫] তিনি বেশ সফল ছিলেন দেখে সৌল তাঁর বিষয়ে সন্ত্রাসিত হলেন। [১৬] কিন্তু গোটা ইস্রায়েল ও যুদা দাউদকে ভালবাসত, কেননা তিনি তাদের অগ্রভাগে চলছিলেন।

দাউদের বিবাহ

[১৭] সৌল দাউদকে বললেন, ‘এই যে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরাব, তাকে আমি তোমার স্ত্রীরূপে দেব; তোমাকে শুধু আমার সেবায় যোদ্ধা হিসাবে থাকতে হবে এবং প্রভুর জন্য সংগ্রাম করতে হবে।’ আসলে সৌল ভাবছিলেন, ‘আমার হাত তার বিরুদ্ধ হওয়ার চেয়ে ফিলিস্তিনিদেরই হাত তার বিরুদ্ধ হোক!’ [১৮] উত্তরে দাউদ সৌলকে বললেন, ‘আমি কে, আমার বংশ কি, ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পিতার গোত্রই বা কি যে আমি রাজার জামাই হই?’ [১৯] কিন্তু দেখ, সৌলের মেয়ে মেরাবকে দাউদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার সময় এলে মেয়েটিকে মেহোলাতীয় আদ্রিয়েলকে দেওয়া হল।

[২০] এদিকে সৌলের কন্যা মিখাল দাউদের প্রতি প্রেমে পড়লেন; লোকেরা সৌলকে কথাটা জানালে তিনি তাতে খুশি হলেন। [২১] সৌল বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি তাকে মেয়েটিকে দেব; সে তার জন্য একটা ফাঁদ হোক, যেন ফিলিস্তিনিদের হাত তার উপরে পড়ে!’ সৌল দু’বারই দাউদকে বললেন, ‘তুমি আজ আমার জামাই হবে।’ [২২] সৌল তাঁর অনুচারীদের এই হুকুম দিলেন, ‘তোমরা গোপন আলাপে দাউদকে একথা বল: দেখ, রাজা তোমাতে প্রীত; তুমি তাঁর সমস্ত অনুচারীদের ভালবাসার পাত্র; তাই রাজার জামাই হও।’ [২৩] সৌলের অনুচারীরা দাউদের কানে এই কথা শোনালেন। দাউদ উত্তরে বললেন, ‘রাজার জামাই হওয়া আপনাদের কাছে সামান্য ব্যাপার কি? আমি তো গরিব মানুষ, নিম্নাবস্থার লোক।’ [২৪] সৌলের অনুচারীরা তাঁকে কথাটা জানিয়ে বললেন, ‘দাউদ এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন।’

[২৫] তখন সৌল বললেন, ‘তোমরা দাউদকে একথা বল: রাজা কিছুই যৌতুক দাবি করছেন না, রাজার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধস্বরূপ তিনি কেবল ফিলিস্তিনিদের একশ’টা লিঙ্গের অগ্রচর্ম চাচ্ছেন।’ সৌল ভাবছিলেন, ‘ফিলিস্তিনিদের হাত দ্বারা দাউদের পতন হবে।’ [২৬] তাঁর অনুচারীরা দাউদকে সেই কথা জানালে দাউদ রাজ-জামাই হবার সেই শর্ত পছন্দ করলেন। নির্ধারিত দিনগুলি তখনও কাটেনি, [২৭] এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের দু’শোজনকেই মেরে ফেললেন; পরে রাজ-জামাই হবার জন্য দাউদ তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম এনে রাজার সামনে সেগুলো গুনে দেখালেন। তখন সৌল তাঁর সঙ্গে নিজ মেয়ে মিখালের বিবাহ দিলেন।

[২৮] সৌল না দেখে পারছিলেন না যে, প্রভু দাউদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তাঁর নিজের মেয়ে মিখাল তাঁকে ভালবাসেন। [২৯] এতে সৌল দাউদের বিষয়ে আরও ভীত হলেন, আর সৌল দাউদের আজীবন শত্রু হলেন। [৩০] ফিলিস্তিনিদের জননায়কেরা এদিক ওদিক লুট করতে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন; কিন্তু যতবার বেরিয়ে গেলেন, ততবার সৌলের অনুচারীদের মধ্যে বিশেষভাবে দাউদই অধিক সফল ছিলেন, আর এইভাবে তাঁর সুনাম হল।

দাউদের পক্ষে যোনাথান

১৯ সৌল দাউদকে বধ করার ব্যাপারে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত নিজ সন্তান যোনাথানকে ও তাঁর সমস্ত অনুচারীকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু দাউদ সৌলের সন্তান যোনাথানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। [২] যোনাথান

দাউদকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, ‘আমার পিতা সৌল তোমাকে বধ করার চেষ্টায় আছেন। সুতরাং আগামীকাল ভোর থেকে তুমি সাবধান থাক, গোপন এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে থাক। [৩] আমি বেরিয়ে এসে, তুমি যেখানে থাকবে, সেই খোলা মাঠে আমার পিতার পাশে দাঁড়াব ও তোমার পক্ষে পিতার কাছে কথা বলব। অবস্থা-পরিস্থিতি বুঝে তোমাকে জানাব।’

[৪] যোনাথান তাঁর পিতা সৌলের কাছে দাউদের পক্ষে কথা বললেন; তাঁকে বললেন, ‘রাজা তাঁর দাস দাউদের বিষয়ে অপরাধী না হোন; সে তো আপনার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেনি, বরং তার যত কাজ আপনার খুবই সুবিধাজনক হল। [৫] সে তো প্রাণ হাতের মুঠোয় করে সেই ফিলিস্তিনিকে আঘাত করল, আর প্রভু গোটা ইস্রায়েলের পক্ষে মহা ত্রাণকর্ম সাধন করলেন; তা দেখে আপনি নিজে আনন্দিত হয়েছিলেন। সুতরাং এখন অকারণে দাউদকে বধ করায় কেন আপনি নির্দোষীর রক্তপাত করে পাপ করবেন?’ [৬] সৌল যোনাথানের কথায় কান দিলেন; তিনি এই বলে শপথ করলেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি! তাকে বধ করা হবে না!’ [৭] যোনাথান দাউদকে ডাকলেন এবং এই সমস্ত কথা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। পরে যোনাথান দাউদকে সৌলের কাছে আনলেন, আর তিনি আগের মত তাঁর পরিচর্যায় থাকলেন।

দাউদের প্রাণনাশে সৌলের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

[৮] আবার যুদ্ধ বেধে গেল, আর দাউদ বেরিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন; তিনি তাদের পরাস্ত করে এমন দারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটালেন যে, তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। [৯] কিন্তু প্রভু থেকে আগত এক অমঙ্গলকর আত্মা সৌলকে দখল করল: সৌল নিজের ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে তাঁর বর্শা ছিল; আর দাউদ বীণা বাজাচ্ছিলেন, [১০] এমন সময় সৌল বর্শা দিয়ে দাউদকে দেওয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি সৌলের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় তাঁর বর্শা দেওয়ালে ঢুকে গেল, এবং দাউদ পালিয়ে সেই রাতের মত রক্ষা পেলেন।

মিখাল দ্বারা দাউদকে উদ্ধার

[১১] সৌল দাউদের বাড়িতে নানা দূত পাঠালেন, যেন তারা তাঁর উপর চোখ রাখে ও পরদিন সকালে তাঁকে বধ করে। কিন্তু দাউদের স্ত্রী মিখাল তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, ‘তুমি যদি এরাতে নিজেকে না বাঁচাও, তবে কাল মারা পড়বে।’ [১২] মিখাল জানালা দিয়ে দাউদকে নামিয়ে দিলেন; তাই তিনি দৌড়ে পালিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। [১৩] তখন মিখাল একটা ঠাকুরের মূর্তি নিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখলেন, এবং তার মাথায় কিছুটা ছাগলোম দিয়ে সবকিছু একটা লেপ দিয়ে ঢেকে রাখলেন।

[১৪] সৌল দাউদকে গ্রেপ্তার করতে দূতদের পাঠালে মিখাল বললেন, ‘তিনি অসুস্থ।’ [১৫] সৌল দাউদকে দেখতে পুনরায় দূতদের পাঠিয়ে দিলেন, তাদের এই হুকুম দিলেন, ‘তাকে খাটে করে আমার কাছে আন, যাতে আমি তাঁর মৃত্যু ঘটাই।’ [১৬] দূতেরা ফিরে গেল, আর দেখ, বিছানায় সেই ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে, আর তার মাথায় কিছুটা ছাগলোম! [১৭] সৌল মিখালকে বললেন, ‘তুমি আমাকে কেন এইভাবে প্রবঞ্চনা করলে ও আমার শত্রুকে পালাতে দিলে সে যেন নিষ্কৃতি পায়?’ উত্তরে মিখাল সৌলকে বললেন, ‘তিনি বলেছিলেন, আমাকে যেতে দাও, নইলে আমি তোমাকে বধ করব।’

রামায় সৌল ও দাউদ

[১৮] তাই দাউদ পালিয়ে গিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। তিনি রামায় সামুয়েলের কাছে গিয়ে নিজের প্রতি সৌল যে কেমন ব্যবহার করেছিলেন, সেইসব কথা তাঁকে জানালেন; পরে দাউদ ও সামুয়েল গিয়ে

একসঙ্গে নায়োতে বাস করতে লাগলেন। [১৯] সৌলকে একথা জানানো হল: ‘দেখুন, দাউদ রামার কাছে, নায়োতে, থাকেন।’ [২০] তখন সৌল দাউদকে ধরার জন্য দূতদের পাঠালেন, কিন্তু যখন তারা নবী-সম্প্রদায়ের নবীদের আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে ও তাদের নেতারূপে সামুয়েলকেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, তখন পরমেশ্বরের আত্মা সৌলের দূতদের উপর এল আর তারাও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগল। [২১] কথাটি সৌলকে বলা হলে তিনি অন্য দূতদের পাঠালেন, কিন্তু তারাও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগল। তৃতীয়বারের মত সৌল দূতদের পাঠালেন, কিন্তু তারাও আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিতে লাগল। [২২] শেষে সৌল নিজেও রামায় গেলেন, এবং সেখুতে যে বড় কুয়ো আছে, সেটার কাছে এসে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সামুয়েল ও দাউদ কোথায়?’ কে যেন একজন বলল, ‘দেখুন, তাঁরা রামার কাছে, নায়োতে, আছেন।’ [২৩] তখন সৌল রামার কাছে নায়োতের দিকে গেলেন, কিন্তু পরমেশ্বরের আত্মা তাঁর উপরেও এল, তাই রামার কাছে নায়োতে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আত্মহারা হয়ে যেতে যেতে ভাববাণী দিলেন। [২৪] তিনিও নিজ পোশাক খুলে ফেললেন, তিনিও সামুয়েলের সাক্ষাতে আত্মহারা হয়ে ভাববাণী দিলেন; আর শেষে সারাদিন সারারাত ধরে বিবস্ত্র অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইলেন। এজন্য লোকে বলে, ‘সৌলও কি নবীদের মধ্যে একজন?’

যোনাথানের সাহায্যে দাউদের পলায়ন

২০ দাউদ গোপনে রামার নায়োৎ ছেড়ে যোনাথানের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, ‘আমি কী করেছি? আমার অপরাধ কী? তোমার পিতার কাছে আমার দোষ কী যে তিনি এমনভাবেই আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছেন?’ [২] যোনাথান উত্তর দিলেন, ‘এমনটি না হোক! তুমি মরবে না। দেখ, আমার পিতা আমাকে না বলে ছোট কি বড় কিছুই করেন না; তবে তিনি কেন আমার কাছ থেকে এই ব্যাপারটা গোপন রাখবেন? না, না, ব্যাপারটা কিছু নয়!’ [৩] কিন্তু দাউদ দিব্যি দিয়ে আবার বললেন, ‘তোমার পিতা ভালই জানেন যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র; এজন্য তিনি বলেন: একথা যোনাথানের কাছে অজানাই থাকুক, যেন তাঁর দুঃখ না হয়। কিন্তু জীবনময় প্রভুর দিব্যি, ও তোমার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমার ও মৃত্যুর মধ্যে এক পা-মাত্রই ব্যবধান।’ [৪] তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘তোমার প্রাণ যা বলে, আমি তোমার জন্য তা নিশ্চয়ই করব!’ [৫] দাউদ যোনাথানকে বললেন, ‘দেখ, আগামীকাল অমাবস্যা, আমাকে রাজার সঙ্গে ভোজে বসতে হবে; তোমাকে কিন্তু আমাকে যেতে দিতে হবে, আমি তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকব। [৬] যদি তোমার পিতা আমাকে খোঁজ করেন, তুমি বলবে: দাউদ তার শহর বেথলেহেমে শীঘ্রই যাবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে, কেননা সেখানে তার সমস্ত গোত্রের জন্য বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ার কথা। [৭] তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার এই দাস নিশ্চিন্ত থাকতে পারে; অপরদিকে তিনি যদি রেগে ওঠেন, তবে তুমি বুঝবে, তিনি আমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন। [৮] সুতরাং তুমি তোমার এই দাসের প্রতি তোমার সহৃদয়তা দেখাও, কেননা তুমি তোমার এই দাসকে তোমার নিজের সঙ্গে প্রভুর নামে এক সন্ধিতে আবদ্ধ করতে চেয়েছ। আমার কোন অপরাধ থাকলে তবে তুমিই আমাকে মেরে ফেল; কিন্তু কোন্ কারণেই বা তুমি তোমার পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?’ [৯] যোনাথান উত্তর দিলেন, ‘তোমার প্রতি এমনটি না ঘটুক; বরং আমি যদি নিশ্চিত জানতে পারি যে, আমার পিতা তোমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন, তবে কি তোমাকে তা বলে দেব না?’ [১০] দাউদ যোনাথানকে বললেন, ‘তোমার পিতা তোমাকে উগ্র উত্তর দিলে, কে আমাকে কথাটা জানাবে?’ [১১] উত্তরে যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘চল, আমরা খোলা মাঠে বেরিয়ে যাই।’ আর তাঁরা দু’জনে খোলা মাঠে বেরিয়ে গেলেন।

[১২] তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই সাক্ষী! আগামীকাল বা

পরশুদিন প্রায় এই সময়ে আমার পিতার মন বুঝতে চেষ্টা করব; দেখ, দাউদের পক্ষে মঙ্গল বুঝলে আমি যদি তখনই তা তোমার কাছে জানাবার জন্য লোক না পাঠাই, [১৩] তবে প্রভু যোনাথানকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন! কিন্তু যদি আমার পিতার মন বলে, তিনি তোমার বিষয়ে অমঙ্গল স্থির করবেন, তবে আমি কথাটা জানিয়ে তোমাকে যেতে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবে আর প্রভু যেমন আমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেও থাকবেন। [১৪] আমি যতদিন জীবিত থাকি, তুমি ততদিন আমার প্রতি প্রভুর সহৃদয়তা দেখাও; যদি মরি, [১৫] তুমি আমার কুলের প্রতি তোমার সহৃদয়তা কখনও ফিরিয়ে নিয়ো না; যখন প্রভু দাউদের প্রতিটি শত্রুকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছিন্ন করবেন, [১৬] তখন যোনাথানের নাম যেন দাউদের কুল থেকে উচ্ছিন্ন না হয়: প্রভু দাউদের কাছে, এমনকি তাঁর শত্রুদের কাছে এর হিসাব চাইবেন।' [১৭] যোনাথান দাউদের কাছে নিজের শপথ পুনর্বহাল করলেন, কেননা তিনি দাউদকে ভালবাসতেন, নিজেরই মত তাঁকে ভালবাসতেন।

[১৮] যোনাথান দাউদকে বললেন, 'আগামীকাল অমাবস্যা, আর তোমার আসন শূন্য থাকায় তোমার অনুপস্থিতি লক্ষ করা হবে; [১৯] আগামীকালের পরদিন তোমার অনুপস্থিতি খুবই স্পষ্ট হবে, আর সেই কাজের দিনে তুমি যেখানে লুকিয়েছিলে, সেখানে, সেই এজেল পাথরে, তোমাকে থাকতে হবে। [২০] আমি লক্ষ্য বিঁধিয়ে দেওয়ার ছলে তিনটে তীর সেদিকে ছুড়ব; [২১] পরে তীরগুলো কুড়িয়ে আনতে আমার দাস পাঠাব। আমি যদি দাসকে বলি, ওই দেখ, তীর তোমার ওদিকে, তা তুলে আন, তবে তুমি এসো; কেননা—জীবনময় প্রভুর দিব্যি!—তোমার পক্ষে সবই মঙ্গল, ভয় করার কিছু নেই; [২২] কিন্তু যদি দাসকে বলি, ওই দেখ, তীর তোমার সামনের দিকে, তবে তুমি চলে যাও, কেননা প্রভু নিজেই তোমাকে বিদায় দিচ্ছেন। [২৩] আর দেখ, তোমার ও আমার এই সমস্ত কথার বিষয়ে প্রভু যুগে যুগে আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী।'

[২৪] তাই দাউদ খোলা মাঠে লুকিয়ে রইলেন; আর অমাবস্যা এলে রাজা খেতে বসলেন। [২৫] রাজা যথারীতি তাঁর নিজের আসন, অর্থাৎ দেওয়ালের গায়ের আসনটা নিলেন, যোনাথান তাঁর বিপরীতে আসন নিলেন, এবং আব্নের সৌলের পাশে বসলেন, কিন্তু দাউদের আসন শূন্যই থাকল। [২৬] তবু সেদিন সৌল কিছুই বললেন না, ভাবলেন, 'বুঝি, তার কিছু হয়েছে; হয় তো সে শুচি নয়; হ্যাঁ, ঠিক তাই, সে অশুচি অবস্থায় আছে।' [২৭] কিন্তু পরদিনে, মাসের দ্বিতীয় দিনে, দাউদের স্থান শূন্য থাকায় সৌল তাঁর সন্তান যোনাথানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যেসের ছেলে গতকাল ও আজ ভোজে আসেনি কেন?' [২৮] যোনাথান সৌলকে উত্তরে বললেন, 'দাউদ বেথলেহেমে যাবার জন্য সাধাসাধি করে আমাকে যথেষ্টই অনুরোধ করেছিল; [২৯] সে বলল: অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দাও, কেননা শহরে আমাদের গোত্রের একটা যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ার কথা, এবং আমার ভাই নিজেই আমাকে যেতে আজ্ঞা করেছেন। সুতরাং, আমার অনুরোধ, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আমি গিয়ে আমার ভাইদের দেখে আসি। এজন্য সে রাজার টেবিলে খেতে আসেনি।' [৩০] যোনাথানের উপরে সৌলের ক্রোধ জ্বলে উঠল, তিনি তাঁকে বললেন, 'হে বাঁকা বিদ্রোহিণী স্ত্রীলোকের ছেলে! আমি কি জানি না যে, তোমার নিজের লজ্জা ও তোমার মায়ের অসম্মান ঘটাতেই তুমি যেসের ছেলের পক্ষপাত কর? [৩১] কেননা যেসের ছেলে যতদিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন তুমি নিরাপদ হবে না, তোমার রাজ্যও নিরাপদ হবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে তাকে আমার কাছে আন, কারণ সে মৃত্যুর যোগ্য।' [৩২] যোনাথান উত্তরে তাঁর পিতা সৌলকে বললেন, 'সে কেন মরবে? সে কী করেছে?' [৩৩] তখন সৌল তাঁকে আঘাত করার জন্য বর্শা হাতে ধরলেন; এতে যোনাথান বুঝতে পারলেন: তাঁর পিতা দাউদকে বধ করার জন্য স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ। [৩৪] যোনাথান অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নতুন মাসের সেই দ্বিতীয় দিনে তিনি কিছুই খেলেন না।

হ্যাঁ, তিনি দাউদের খাতিরে দুঃখভোগ করছিলেন, তাছাড়া তাঁর পিতা তাঁকে অপমান করেছিলেন।

[৩৫] পরদিন সকালে যোনাথান দাউদের সঙ্গে স্থির করা সময়ে খোলা মাঠে গেলেন; তাঁর সঙ্গে যুবক একটা দাস ছিল। [৩৬] তিনি দাসকে বললেন, ‘আমি কয়েকটা তীর ছুড়তে যাচ্ছি, তুমি দৌড়ে গিয়ে তা কুড়িয়ে আন।’ দাস দৌড় দিলে তিনি তার অগ্রে তীর ছুড়লেন। [৩৭] দাস যোনাথানের ছোড়া তীরের জায়গায় পৌঁছলে যোনাথান দাসের দিকে চিৎকার করে বললেন, ‘তীরটা কি তোমার সামনের দিকে নয়?’ [৩৮] আবার যোনাথান দাসের দিকে চিৎকার করে বললেন, ‘শীঘ্রই দৌড়ে এসো, এদিক ওদিক থেমো না!’ আর যোনাথানের সেই দাস তীরগুলো কুড়িয়ে প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনল। [৩৯] দাস কিছুই অনুভব করল না, কেবল যোনাথান ও দাউদ ব্যাপারটা জানতেন।

[৪০] তখন যোনাথান তীর ও ধনুক সবই দাসকে দিয়ে বললেন, ‘এগুলি শহরে নিয়ে যাও।’ [৪১] দাস যাওয়ামাত্র দাউদ দক্ষিণদিক থেকে উঠে এসে তিনবার মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন; তাঁরা দু’জনে একে অপরকে চুম্বন করলেন ও অঝোরে চোখের জল ফেললেন—কিন্তু দাউদই বেশি চোখের জল ফেললেন। [৪২] শেষে যোনাথান দাউদকে বললেন, ‘শান্তিতে যাও, আমরা দু’জন তো প্রভুর নামেই শপথ করেছি। প্রভু আমার ও তোমার সঙ্গে থাকুন, আমার বংশের ও তোমার বংশের সঙ্গে থাকুন—চিরকাল ধরে।’

২১ দাউদ উঠে রওনা হলেন, আর যোনাথান শহরে ফিরে গেলেন।

নোবে দাউদ ও আহিমেলেক যাজক

[২] দাউদ আহিমেলেক যাজকের কাছে নোবে গেলেন; আহিমেলেক অস্থির হয়ে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, ‘আপনি একা কেন? আপনার সঙ্গে কেউ নেই কেন?’ [৩] দাউদ উত্তরে আহিমেলেক যাজককে বললেন, ‘রাজা একটা দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বলেছেন: এই ব্যাপারে যে বিষয়ে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি ও যে বিষয়ে তোমাকে হুকুম দিলাম, কেউই যেন তার কিছু না জানে। আমি আমার সঙ্গী লোকদের অমুক জায়গায় আসতে বলেছি। [৪] তবু এখন যদি দেওয়ার মত আপনার হাতে পাঁচটা রুটি থাকে, বা যাই থাকে, তা আমাকে দিন।’ [৫] যাজক দাউদকে উত্তরে বললেন, ‘দেওয়ার মত আমার হাতে সাধারণ রুটি নেই, কেবল পবিত্রীকৃত রুটিই আছে—অবশ্য যদি আপনার যুবকেরা কমপক্ষে স্ত্রীলোক থেকে নিজেদের সংযত রেখে থাকে।’ [৬] দাউদ যাজককে বললেন, ‘নিশ্চয়! একসময় আমি যখন যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে যেতাম, তখনকার মত এবারও আমরা স্ত্রীলোক থেকে সংযত থাকতে বাধ্য; হ্যাঁ, যুবকদের সমস্ত ব্যাপার সেই সময় পবিত্র অবস্থায় ছিল, আর এই যাত্রা প্রকৃত পবিত্র যাত্রা না হলেও, তবু যাত্রাটা আজ সত্যিই এই ব্যাপারে পবিত্রীকৃত হচ্ছে।’ [৭] তখন যাজক তাঁকে পবিত্রীকৃত রুটি দিলেন, কারণ সেখানে অন্য রুটি ছিল না, প্রভুর উপস্থিতির সামনে থেকে তুলে নেওয়া কেবল সেই নিত্য-ভোগ-রুটিই ছিল, যা তুলে নেওয়ার দিনে নতুন রুটি রাখার জন্য তুলে নেওয়া হয়।

[৮] সেদিন কিন্তু সৌলের কর্মচারীদের মধ্যে এদোমীয় দোয়েগ নামে একজন প্রভুর সাক্ষাতে আবদ্ধ হয়ে সেখানে ছিল, সে ছিল সৌলের প্রধান রাখাল।

[৯] দাউদ আহিমেলেককে বললেন, ‘এখানে দেওয়ার মত আপনার হাতে কি কোন বর্শা বা খড়্গা আছে? কেননা রাজার এই বিশেষ কাজ এত জরুরী ছিল যে, আমি আমার নিজের খড়্গা বা অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনিনি।’ [১০] যাজক উত্তর দিলেন, ‘দেখুন, তার্পিন উপত্যকায় আপনি যাকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই ফিলিস্তিনি গলিয়াথের খড়্গা আছে; তা এফোদের পিছনে ওইখানে কাপড়ে জড়ানো রয়েছে; নিতে চাইলে নিন, কারণ এখানে ওটা ছাড়া আর কোন খড়্গা নেই।’ দাউদ বললেন, ‘ওটার মত আর কিছুই নেই! ওটাকে আমাকে দিন।’

ফিলিস্তিনিদের দেশে দাউদ

[১১] সেদিন দাউদ উঠে সৌলের কারণে পালিয়ে গাতের রাজা আখিসের কাছে গেলেন। [১২] আখিসের অনুচারীরা তাঁকে বলল, 'এই লোক কি দেশের রাজা দাউদ নয়? লোকে কি নেচে নেচে এরই বিষয়ে একসুরে গেয়ে বলত না:

সৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ,
দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ?'

[১৩] দাউদ একথার কারণে উদ্বিগ্ন হলেন, গাতের রাজা আখিসকেও যথেষ্ট ভয় পেলেন। [১৪] তখন তিনি ওদের চোখের সামনে পাগলের মত ব্যবহার করতে ও ওদের হাতে ক্ষিপ্ত লোকের মত ব্যবহার করতে লাগলেন: তিনি নগরদ্বারের পাল্লা আঁচড়াতেন ও নিজের দাড়ির উপরে লালা ঝরতে দিতেন। [১৫] এতে আখিস তাঁর অনুচারীদের বললেন, 'দেখ, তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ, লোকটা পাগল; তবে একে আমার কাছে কেন আনলে? [১৬] আমার কি পাগল লোকের অভাব আছে যে, তোমরা একেও আমার সামনে পাগলামি করতে এনেছ? তেমন লোক কি আমার ঘরে আসবে?'

অসন্তুষ্ট লোকদের নেতা দাউদ

২২ সেখান থেকে রওনা হয়ে দাউদ আদুল্লাম গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল কথাটা শুনে সেখানে তাঁর কাছে গেল। [২] তখন দুর্দশাগ্রস্ত, ঋণী ও অসন্তুষ্ট যত লোক তাঁর কাছে এসে জড় হল, আর তিনি তাদের নেতা হলেন; এইভাবে প্রায় চারশ' লোক তাঁর সঙ্গী হল।

[৩] দাউদ সেখান থেকে রওনা হয়ে মোয়াবে অবস্থিত মিস্পাতে গিয়ে মোয়াব-রাজকে বললেন, 'দোহাই আপনার, পরমেশ্বর আমার বিষয়ে যে কী করতে চান, আমি তা না জানা পর্যন্ত আপনি আমার পিতামাতাকে আপনাদের এইখানে থাকতে দিন।' [৪] তিনি তাঁদের মোয়াব-রাজের সামনে নিয়ে এলেন, আর যতদিন দাউদ সেই দুর্গে থাকলেন, ততদিন তাঁরা সেই রাজার সঙ্গে থাকলেন।

[৫] তবু নবী গাদ দাউদকে বললেন, 'তুমি এই দুর্গে আর থেকো না, রওনা হয়ে যুদা দেশে যাও।' তাই দাউদ রওনা হয়ে হেরেৎ বনে চলে গেলেন।

নোবের যাজকদের হত্যাকাণ্ড

[৬] যেসময়ে সৌল জানতে পারলেন যে, দাউদের ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ পাওয়া গেছে, সেসময়ে সৌল গিবেয়াতে, উচ্চস্থানটির ঝাউগাছের তলে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল তাঁর বর্শা ও তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর সমস্ত পরিষদ। [৭] তখন সৌল, তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা যে অনুচারীরা ছিল, তাঁদের বললেন, 'হে বেঞ্জামিনীয়েরা, শোন। যেসের ছেলে কি তোমাদের প্রত্যেকজনকেই জমি ও আঙুরখেত দেবে? কিংবা সে কি তোমাদের সকলকেই সহস্রপতি ও শতপতি করবে যে, [৮] তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছ? যেসের ছেলের সঙ্গে আমার ছেলে যে সন্ধি করেছে, তার কথা কেউ আমাকে জানায়নি; আমার জন্য চিন্তিত হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই; আরও, কেউই আমাকে একথা বলেনি যে, আমার বিরুদ্ধে মতলব খাটাবার জন্য আমার ছেলে আমার নিজের দাসকেও উস্কিয়ে দিয়েছিল—যেমনটি আজ ঘটছে!' [৯] সৌলের অনুচারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল যে এদোমীয় দোয়েগ, সে তখন বলল, 'আমি নোবে আহিটুবের সন্তান আহিমেলেকের কাছে যেসের ছেলেকে যেতে দেখেছিলাম; [১০] আর সেই লোক তার বিষয়ে প্রভুর অভিমত যাচনা করল, তাকে খাবার দিল ও ফিলিস্তিনি গলিয়াথের খড়্গাও দিল।'

[১১] রাজা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে আহিটুবের সন্তান আহিমেলেক যাজককে ও তাঁর সমস্ত

পিতৃকুলকে, অর্থাৎ নোব-অধিবাসী যাজকদের ডাকিয়ে আনলেন, আর তাঁরা সকলে রাজার কাছে এলেন। [১২] সৌল বললেন, ‘হে আহিটুবের সন্তান, শোন।’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘প্রভু আমার, এই যে আমি।’ [১৩] সৌল তাঁকে বললেন, ‘তুমি ও যেসের ছেলে আমার বিরুদ্ধে কেন চক্রান্ত করলে? হ্যাঁ, তুমি তাকে রুটি ও খড়্গা দিয়েছ এবং তার বিষয়ে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করেছ সে যেন আমার বিরুদ্ধে উঠে বিদ্রোহ করে—যেমনটি আজ ঘটছে।’ [১৪] আহিমেলেক রাজাকে উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আপনার সমস্ত অনুচারীদের মধ্যে দাউদের মত বিশ্বস্ত কে আছে? তিনি তো রাজার জামাই, আপনার সৈন্যদলের সেনাপতি ও আপনার বাড়িতে সম্মাননীয় ব্যক্তি। [১৫] আমি কি এই প্রথমবার তাঁর বিষয়ে পরমেশ্বরের অভিমত যাচনা করেছি? দূরের কথা! মহারাজ আপনার এই দাসকে ও আমার সমস্ত পিতৃকুলকে দোষ আরোপ করবেন না, কেননা আপনার দাস এই ব্যাপারে অল্প কি বেশি কিছুমাত্রই জানে না।’ [১৬] কিন্তু রাজা বললেন, ‘হে আহিমেলেক, তোমাকে ও তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে মরতে হবে!’ [১৭] তাঁর চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁর সেই গুপ্তচরদের রাজা বললেন, ‘এগিয়ে এসো, প্রভুর এই যাজকদের প্রাণে মার, কেননা এরাও দাউদকে সহযোগিতা করেছে, এবং সে যে পালিয়ে যাচ্ছিল তা জেনেও আমাকে কথাটা বলেনি।’ কিন্তু প্রভুর যাজকদের আঘাত করার জন্য হাত বাড়াতে রাজার অনুচারীরা রাজি হল না।

[১৮] তখন রাজা দোয়েগকে বললেন, ‘এগিয়ে এসো, এই যাজকদের তুমিই প্রাণে মার।’ এদোমীয় দোয়েগ এগিয়ে এল ও নিজের হাতে যাজকদের প্রাণে মেরে সেদিন ক্ষোম-সুতোর এফোদ-সজ্জিত পঁচাশিজনকে বধ করল। [১৯] পরে সৌল যাজকদের শহর সেই নোব খড়্গোর আঘাতে আঘাত করলেন: স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক, ছেলেমেয়ে ও শিশু, এমনকি বলদ, গাধা ও মেষ সবই খড়্গোর আঘাতে প্রাণে মারলেন।

[২০] আহিটুবের সন্তান আহিমেলেকের একটিমাত্র ছেলে নিষ্কৃতি পেলেন, তাঁর নাম আবিয়াথার। তিনি গিয়ে দাউদের কাছে আশ্রয় নিলেন। [২১] আবিয়াথার দাউদকে একথা জানালেন যে, সৌল প্রভুর যাজকদের বধ করেছেন। [২২] দাউদ আবিয়াথারকে বললেন, ‘এদোমীয় দোয়েগ সেদিন সেই জায়গায় উপস্থিত হওয়ায় আমি বুঝেছিলাম যে, সে নিশ্চয়ই সৌলকে সবকিছু জানিয়ে দেবে। তোমার পিতৃকুলের সমস্ত প্রাণীর হত্যাকাণ্ডের জন্য আমিই দায়ী! [২৩] তুমি আমার সঙ্গে থাক, ভয় করো না, কেননা যে তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে, সে আমারই প্রাণনাশের চেষ্টা করছে; আমার সঙ্গে তুমি নিরাপদ হবে।’

কেইলা ও হোর্সাতে দাউদ

২৩ দাউদকে একথা জানানো হল, ‘দেখুন, ফিলিস্তিনিরা কেইলা অবরোধ করছে ও সমস্ত খামারের যত শস্য লুট করে নিচ্ছে।’ [২] দাউদ প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, ‘আমি কি যাব? ওই ফিলিস্তিনিদের আঘাত করতে পারব?’ প্রভু দাউদকে বললেন, ‘যাও, তুমি সেই ফিলিস্তিনিদের আঘাত করবে ও কেইলা ত্রাণ করবে।’ [৩] কিন্তু দাউদের লোকেরা তাঁকে বলল, ‘দেখুন, আমাদের এই যুদা দেশেও ভয় করার যথেষ্ট কিছু আছে, তবে কেইলাতে ফিলিস্তিনিদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে গিয়ে ভয় করার আর কত কিছু না থাকবে!’

[৪] দাউদ আবার প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, আর প্রভু তাঁকে বললেন, ‘ওঠ, কেইলাতে যাও, কেননা আমি ফিলিস্তিনিদের তোমার হাতে তুলে দেব।’ [৫] দাউদ ও তাঁর লোকেরা কেইলাতে গেলেন এবং ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করলেন, তাদের পশুধন কেড়ে নিলেন ও তাদের মহাসংহারে সংহার করলেন। এইভাবে দাউদ কেইলার অধিবাসীদের ত্রাণ করলেন।

[৬] আহিমেলেকের সন্তান আবিয়াথার যখন কেইলাতে দাউদের কাছে পালিয়ে আসেন, তখন তিনি এফোদটি হাতে করে এসেছিলেন। [৭] দাউদ কেইলাতে এসেছেন, একথা শুনতে পেয়ে সৌল

বললেন, ‘পরমেশ্বর তাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, কেননা তোরণদ্বার ও অর্গলযুক্ত শহরে প্রবেশ করায় সে আটকে পড়েছে!’ [৮] দাউদকে ও তাঁর লোকদের অবরোধ করার জন্য সৌল কেইলাতে যাবার উদ্দেশ্যে সমস্ত লোককে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। [৯] যখন দাউদ জানতে পারলেন যে, সৌল অমঙ্গল মতলব খাটিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আসছেন, তখন তিনি আবিয়াথার যাজককে বললেন, ‘এফোদটি এখানে আন।’ [১০] দাউদ বললেন, ‘হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমি শুনতে পেয়েছি যে, সৌল কেইলাতে এসে আমার কারণে এই শহর উচ্ছেদ করতে তৈরী হচ্ছেন। [১১] কেইলার লোকেরা কি আমাকে তাঁর হাতে তুলে দেবে? তোমার দাস আমি যেমন শুনলাম, সেই কথা অনুসারে সৌল কি সত্যিই আসবেন? হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, তোমার দাসকে একথা জানাও।’ [১২] প্রভু উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, সে আসবে।’ দাউদ বলে চললেন, ‘কেইলার লোকেরা কি আমাকে ও আমার লোকদের তাঁর হাতে তুলে দেবে?’ প্রভু উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, তুলে দেবে।’ [১৩] তখন দাউদ ও তাঁর লোকেরা—আনুমানিক ছ’শো লোক—উঠে কেইলা থেকে বের হয়ে এদিক ওদিক উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর যখন সৌলকে জানানো হল যে, দাউদ কেইলা থেকে পালিয়ে গেছেন, তখন তিনি পিছটান দিলেন।

[১৪] দাউদ মরুপ্রান্তরে নানা দুর্গম জায়গায় বাস করতে গেলেন, জিফ মরুপ্রান্তরে পাহাড়িয়া অঞ্চলে রইলেন; আর সৌল দিনের পর দিন তাঁকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন না। [১৫] দাউদ তো জানতেন যে, সৌল তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় বের হয়ে আসছেন; সেসময়ে দাউদ জিফ মরুপ্রান্তরে, হোর্সাতে, ছিলেন।

[১৬] তখন সৌলের সন্তান যোনাথান উঠে হোর্সাতে দাউদের কাছে গিয়ে পরমেশ্বরে তাঁর সাহস পুনর্জাগরিত করলেন। [১৭] তিনি তাঁকে বললেন, ‘ভয় করো না, আমার পিতা সৌলের হাত তোমার নাগাল পাবে না আর তুমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা হবে, এবং আমি তোমার দ্বিতীয় হব। আমার পিতা সৌলও একথা ভালই জানেন।’ [১৮] তাঁরা দু’জনে প্রভুর সামনে একটা সন্ধি স্থির করলেন। পরে দাউদ হোর্সায় থাকলেন আর যোনাথান বাড়ি ফিরে গেলেন।

সৌলের হাত এড়াতে সক্ষম দাউদ

[১৯] কিন্তু জিফের কয়েকটি লোক গিবেয়াতে সৌলকে গিয়ে বলল, ‘দেখুন, দাউদ আমাদের কাছে সমভূমির দক্ষিণে হাখিলা পাহাড়ের বনে হোর্সার দৃঢ়দুর্গে লুকিয়ে আছে। [২০] সুতরাং, হে রাজন্‌, আপনার যখনই নেমে আসবার ইচ্ছা হয়, তখনই নেমে আসুন; রাজার হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া আমাদের কাজ!’ [২১] সৌল বললেন, ‘প্রভুর আশিসে ধন্য তোমরা! কেননা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছ। [২২] যাও, আরও তদন্ত কর; এবং সে কোথায় পা বাড়াচ্ছে ও সেখানে কে তাকে দেখেছে, তা ভালোমত জেনে নাও, কারণ দেখ, আমাকে বলা হয়েছে যে, সে অধিক চাতুরির সঙ্গে চলে। [২৩] তাই যে সমস্ত গোপন জায়গায় সে লুকিয়ে থাকে, তা ভালোমত জানতে চেষ্টা কর, পরে আমার কাছে আবার নিশ্চিত খবর নিয়ে এসো; তখনই আমি তোমাদের সঙ্গে যাব, আর সে যদি দেশে থাকে, তবে আমি যুদার সমস্ত সহস্রজনের মধ্যে তার সন্ধান করব।’

[২৪] তারা উঠে সৌলের আগে জিফে গেল, কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা সমভূমির দক্ষিণে আরাবায়, মায়োন মরুপ্রান্তরে, ছিলেন। [২৫] সৌল ও তাঁর লোকেরা তাঁর খোঁজে গেলেন, কিন্তু কথাটা দাউদকে জানানো হলে তিনি শৈলে নেমে এলেন এবং মায়োন মরুপ্রান্তরে রইলেন। তা শুনে সৌল মায়োন মরুপ্রান্তরে দাউদের পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন। [২৬] সৌল পর্বতের এক পাশে চলছিলেন, এবং দাউদ ও তাঁর লোকেরা পর্বতের অন্য পাশে চলছিলেন। দাউদ সৌলকে এড়াবার জন্য খুব চেষ্টা করছিলেন, এবং সৌল ও তাঁর লোকেরা দাউদকে ও তাঁর লোকদের ধরবার জন্য তাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছিলেন [২৭] এমন সময় একজন দূত সৌলের কাছে এসে বলল, ‘শীঘ্রই

আসুন, কেননা ফিলিস্তিনিরা দেশ দখল করেছে।’ [২৮] তখন সৌল দাউদের পিছনে ধাওয়াটা ছেড়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলেন। এজন্য সেই জায়গার নাম বিচ্ছেদের শৈল বলে অভিহিত হল।

দাউদ সৌলকে রেহাই দেন

২৪ সেখান থেকে দাউদ উঠে গিয়ে এন্‌-গেদির দৃঢ়দুর্গে বাস করলেন। [২] যখন সৌল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে একথা জানানো হল, ‘দাউদ বর্তমানে এন্‌-গেদির মরুপ্রান্তরে আছেন।’ [৩] তাই সৌল গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তিন হাজার সেরা যোদ্ধা নিয়ে বন্যছাগ-শৈলের পুবদিকে দাউদের খোঁজে গেলেন। [৪] তিনি পথের ধারে সেই মেষঘেরিতে এসে পৌঁছলেন, যেখানে একটা গুহা ছিল। সৌল প্রকৃতির ডাকে তার ভিতরে গেলেন, কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা ঠিক সেই গুহার অন্তঃপ্রান্তে বসে ছিলেন। [৫] দাউদের লোকেরা তাঁকে বলল, ‘আজ-ই সেই দিন, যে দিনটির বিষয়ে প্রভু আপনাকে বলেছেন: দেখ, আমি তোমার শত্রুকে তোমার হাতে তুলে দেব, তখন তুমি যা ভাল মনে করবে তার প্রতি সেইমত ব্যবহার করবে।’ দাউদ উঠে গোপনেই সৌলের আলোয়ানের অঞ্চল কেটে নিলেন। [৬] কিন্তু দেখ, তা কেটে নেওয়ার পর দাউদের হৃদয় ধুক্‌ ধুক্‌ করতে লাগল, কেননা তিনি সৌলের আলোয়ানের অঞ্চলটা কেটে নিয়েছিলেন। [৭] তিনি তাঁর লোকদের বললেন, ‘আমার প্রভুর প্রতি, প্রভুর অভিষিক্তজনের প্রতি এমন কর্ম করতে, তাঁর বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াতে প্রভু যেন আমাকে না দেন, কেননা তিনি প্রভুর অভিষিক্তজন।’ [৮] একথা দ্বারা দাউদ তাঁর লোকদের সংযত রাখলেন, তাদের সৌলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দিলেন না। তাই সৌল উঠে গুহা থেকে বের হয়ে নিজ পথে এগিয়ে গেলেন।

[৯] এরপর দাউদও উঠে গুহা থেকে বের হলেন, এবং সৌলের পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললেন, ‘হে প্রভু আমার, হে মহারাজ!’ সৌল পিছনে চোখ ফেরালে দাউদ মাটিতে মাথা নামিয়ে প্রণিপাত করলেন। [১০] দাউদ সৌলকে বললেন, ‘দাউদ আপনার অমঙ্গলের চেষ্টায় আছে, মানুষের এমন কথা আপনি কেন শোনেন? [১১] দেখুন, আপনি আজ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, আজ এই গুহার মধ্যে প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আপনাকে বধ করতেও আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনার উপরে আমার মমতা হল; আমি বললাম, আমার প্রভুর বিরুদ্ধে হাত বাড়াব না, কেননা তিনি প্রভুর অভিষিক্তজন। [১২] পিতা আমার, দেখুন: হ্যাঁ, আমার হাতে আপনার আলোয়ানের এই অঞ্চল দেখুন; আমি আপনার আলোয়ানের অগ্রভাগ কেটে নিয়েছি বটে, কিন্তু আপনাকে বধ করিনি; তাই আপনি নিশ্চিত হয়ে অনুমান করুন যে আমার মধ্যে হিংসা বা বিদ্রোহের মত কিছুই নেই; আপনার বিরুদ্ধেও কোন অপরাধ করিনি; অথচ আপনি আমার প্রাণ শেষ করার জন্য আমার শিকারে যাচ্ছেন। [১৩] প্রভুই আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করুন, ও আপনার ব্যাপারে তিনিই আমার পক্ষ সমর্থন করুন, কিন্তু আমি আমার হাত আপনার বিরুদ্ধে বাড়াব না। [১৪] প্রাচীনদের প্রবাদে বলে: দুর্জনদেরই থেকে দুষ্কর্ম জন্মে, কিন্তু আমি আমার হাত আপনার বিরুদ্ধে বাড়াব না। [১৫] ইস্রায়েলের রাজা কার্‌ পিছনে বের হয়ে আসছেন? কার্‌ পিছনেই বা ধাওয়া করে আসছেন? মৃত একটা কুকুরের পিছনে, একটা ছারপোকার পিছনেই! [১৬] প্রভুই বিচারকর্তা হোন, তিনি আমার ও আপনার মধ্যে বিচার করুন; তিনি লক্ষ করুন, আমার পক্ষসমর্থন করুন ও আপনার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করায় আমার সপক্ষে রায় দিন।’

[১৭] দাউদ সৌলের কাছে এই সমস্ত কথা বলা শেষ করলে সৌল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে দাউদ, সন্তান আমার, এ কি তোমার গলা?’ আর সৌল জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। [১৮] দাউদকে উদ্দেশ করে তিনি বলে চললেন, ‘আমার চেয়ে তুমিই ধর্মময়, কেননা তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি। [১৯] আমার প্রতি তোমার ব্যবহার যে কেমন সৎ, তা তুমি

আজ দেখিয়েছ, যেহেতু প্রভু আমাকে তোমার হাতে তুলে দিলেও তুমি আমাকে বধ করনি। [২০] মানুষ তার শত্রুকে পেলে কি তাকে শান্তিতে তার পথে যেতে দেয়? আজ তুমি আমার প্রতি যা করেছ, তার প্রতিদানে প্রভু তোমার মঙ্গল করুন। [২১] এখন আমি সত্যিই নিশ্চিত জানি, তুমি রাজা হবেই, আর ইস্রায়েলের রাজ্য তোমার হাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে। [২২] তাই এখন প্রভুর দিব্যি দিয়ে আমার কাছে শপথ কর যে, তুমি আমার পরে আমার বংশ উচ্ছেদ করবে না ও আমার পিতৃকুল থেকে আমার নাম মুছে ফেলবে না।' [২৩] দাউদ সৌলের কাছে শপথ করলেন। সৌল বাড়ি চলে গেলেন, কিন্তু দাউদ ও তাঁর লোকেরা দৃঢ়দুর্গে উঠে গেলেন।

দাউদ ও আবিগাইল

২৫ সামুয়েলের মৃত্যু হল, ও গোটা ইস্রায়েল একত্রে সম্মিলিত হয়ে তাঁর জন্য শোক করল। তাঁকে রামায় তাঁর বাড়িতেই সমাধি দেওয়া হল। পরে দাউদ উঠে পারান মরুপ্রান্তরে গেলেন।

[২] সেসময় মায়োনে একজন লোক ছিল, যার সম্পদ কার্মেলে ছিল; সে অধিক বড় লোক: তার তিন হাজার মেষ ও এক হাজার ছাগী ছিল। সেসময়ে লোকটি কার্মেলে তার মেষীদের লোম কাটাচ্ছিল। [৩] লোকটির নাম নাবাল ছিল ও তার স্ত্রীর নাম ছিল আবিগাইল; স্ত্রীলোকটি সুবুদ্ধিসম্পন্না, ও দেখতে সুন্দরী, কিন্তু লোকটি ধূর্ত ও দুশ্চরিত্র; সে ছিল কালেবের বংশজাত।

[৪] নাবাল যে নিজ মেষগুলোর লোম কাটাচ্ছে, দাউদ মরুপ্রান্তরে একথা শুনলেন। [৫] তখন দাউদ দশজন যুবককে পাঠালেন; তাদের দাউদ বললেন, 'তোমরা কার্মেলে উঠে নাবালের কাছে যাও ও আমার নামে তাকে মঙ্গলবাদ জানাও; [৬] আমার ভাইকে তোমরা একথা বলবে, দীর্ঘজীবী হোন! আপনার সমৃদ্ধি হোক, আপনার বাড়ির সমৃদ্ধি হোক, আপনার যা কিছু আছে, তার সমৃদ্ধি হোক! [৭] আমি শুনতে পেলাম, আপনার কাছে লোমকাটিয়েরা আছে। আচ্ছা, আপনার লোমকাটিয়েরা যখন আমাদের মধ্যে ছিল, আমরা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিনি, এবং যতদিন তারা কার্মেলে ছিল, ততদিন তাদের কিছুই হারায়ওনি। [৮] আপনার যুবকদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা আপনাকে বলবে; তাই এই যুবকেরা আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হোক, কেননা আমরা শুভদিনেই এলাম। বিনয় করি, আপনার দাসদের ও আপনার সন্তান দাউদকে যা কিছু দিতে পারেন তাই দিন।'

[৯] দাউদের যুবকেরা গিয়ে দাউদের নাম করে নাবালকে সেই সমস্ত কথা বলল, পরে অপেক্ষায় থাকল। [১০] নাবাল উত্তরে দাউদের যুবকদের বলল, 'দাউদ কে? যেসের ছেলে কে? আজকালে বেশি দাস তাদের মনিব থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। [১১] আমি আমার রুটি, জল ও আমার লোমকাটিয়েদের জন্য যে সব পশু মেরেছি, তাদের মাংস কি অচেনা কোথাকার লোকদের দেব?' [১২] দাউদের যুবকেরা আবার সেই পথ ধরে চলে গেল ও দাউদের কাছে ফিরে এসে সেই সমস্ত কথা তাঁকে জানাল। [১৩] তখন দাউদ তাঁর লোকদের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে খড়্গা বেঁধে নাও।' তারা প্রত্যেকে খড়্গা বেঁধে নিল, দাউদও নিজ খড়্গা বেঁধে নিলেন, পরে দাউদের পিছনে আনুমানিক চারশ' লোক গেল, আর মালপত্র রক্ষার জন্য দু'শো লোক রইল।

[১৪] কিন্তু চাকরদের একজন নাবালের স্ত্রী আবিগাইলকে খবর দিয়ে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের মনিবকে শুভেচ্ছা জানাতে মরুপ্রান্তর থেকে দূতদের পাঠিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদের উপর রেগে গেলেন! [১৫] অথচ এই লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল; তারা আমাদের প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করেনি, আর আমরা খোলা মাঠে থাকাকালে যতদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম, ততদিন কিছুই হারাইনি। [১৬] হ্যাঁ, যতদিন তাদের সঙ্গে থেকে মেষ চরাচ্ছিলাম, ততদিন তারা দিনরাত আমাদের রক্ষার জন্য যেন রক্ষাফলকের মতই ছিল। [১৭] তাই এখন আপনার কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা বিবেচনা করে দেখুন, কেননা আমাদের মনিবের ও তাঁর সমস্ত কুলের বিরুদ্ধে কোন একটা অমঙ্গল অনিবার্যই, আর তিনি এমন পাষণ্ড যে, তাঁকে কোন কথা বলতে পারা

যায় না।’

[১৮] তখন আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে দু’শোটা রুটি, দুই ভিস্তি আঙুররস, পাঁচটা রান্না করা ভেড়া, দুই মণ ভাজা গম, একশ’ গুচ্ছ কিশমিশ ও দু’শো ডুমুর-চাক নিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল; [১৯] তার চাকরদের সে বলল, ‘তোমরা আমার আগে আগে চল; দেখ, আমি তোমাদের পিছু পিছু যাচ্ছি।’ কিন্তু সে তার স্বামী নাবালকে কিছুই জানাল না।

[২০] সে গাধা চড়ে পর্বতের সঙ্কীর্ণ একটা পথ ধরে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে ঠিক তারই দিকে নেমে এলেন, ফলে সে তাঁদের সঙ্গে মিলল। [২১] সেসময়ে দাউদ বলছিলেন, ‘তবে মরুপ্রান্তরে ওর যা কিছু আছে, আমি বৃথাই তা রক্ষা করেছি; ওর যা কিছু আছে, তার কিছুই হারায়নি, আর এখন নাকি সে উপকারের বিনিময়ে আমার অপকার করছে! [২২] ওর অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনকেও যদি রাত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখি, তবে পরমেশ্বর দাউদের বিরুদ্ধে, এমনকি তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন!’ [২৩] দাউদকে দেখামাত্র আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে গাধা থেকে নেমে দাউদের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে প্রণিপাত করল। [২৪] তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে বলল, ‘প্রভু আমার, আমার উপরে, আমারই উপরে এই অপরাধ নেমে পড়ুক। আপনার দোহাই! আপনার দাসীকে আপনার কানে কথা বলতে দিন, আপনিও আপনার দাসীর কথা শুনুন। [২৫] বিনয় করি: আমার প্রভু সেই ধূর্তের কথা, সেই নাবালেরই কথা ধরবেন না: তার যেমন নাম, সেও তেমনি; হ্যাঁ, তার নাম ধূর্ত, ও ধূর্ততাই তার অন্তরে। কিন্তু আপনার দাসী এই আমি আমার প্রভুর পাঠানো যুবকদের দেখিনি। [২৬] তাই, প্রভু আমার—জীবনময় প্রভুর দিব্যি ও আপনার জীবনেরও দিব্যি—প্রভুই আপনাকে রক্তপাতে লিপ্ত হতে ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে বাধা দিয়েছেন বিধায় আপনার শত্রুরা ও যারা আমার প্রভুর অমঙ্গলের চেষ্টায় আছে, তারাই নাবালের মত হোক। [২৭] এখন আপনার দাসী এই যে উপহার প্রভুর জন্য এনেছে, আপনি আজ্ঞা দিন, যেন তা সেই যুবকদের দেওয়া হয়, যারা আমার প্রভুর পরিচর্যায় আছে। [২৮] দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন।

আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমার প্রভুর এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করবেন, কারণ প্রভুরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করছেন, আর আপনার সারা জীবন ধরে আপনার মধ্যে অমঙ্গলকর কোন কিছু কখনও দেখা যায়নি। [২৯] কোন মানুষ উঠে আপনার উৎপীড়ন ও প্রাণনাশের চেষ্টা করলেও আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-পেটিকায় গচ্ছিত রাখা হবে, কিন্তু আপনার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙের জালে দিয়ে ছুড়বেন। [৩০] প্রভু আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা বলেছেন, তা যখন সফল করবেন ও আপনাকে ইস্রায়েলের উপরে জননায়করূপে নিযুক্ত করবেন, [৩১] তখন, প্রভু, অকারণে রক্তপাত করা ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়া, এ বিষয় দু’টো যেন আপনার হৃদয়ের দুঃখ বা মনোবেদনার কারণ না হয়। প্রভু যখন আমার প্রভুর সমৃদ্ধি ঘটাবেন, তখন আপনি যেন আপনার এই দাসীর কথা মনে রাখেন।’

[৩২] দাউদ আবিগাইলকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, ‘ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন। [৩৩] ধন্য তোমার সুবুদ্ধি, এবং তুমিও ধন্য, কারণ আজ তুমি রক্তপাত ও নিজেরই হাতে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আমাকে বাধা দিয়েছ। [৩৪] তোমার ক্ষতি করতে যিনি আমাকে বাধা দিয়েছেন, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তুমি যদি শীঘ্রই না আসতে, তবে নাবালের অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনও সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকত না।’ [৩৫] পরে, আবিগাইল দাউদের জন্য যা কিছু এনেছিল, দাউদ তার হাত থেকে তা গ্রহণ করে নিয়ে তাকে বললেন, ‘তুমি শান্তিতে বাড়ি ফিরে যাও; দেখ, আমি তোমার কণ্ঠে কান দিয়েছি, তোমার মুখমণ্ডল আনন্দপূর্ণ

করেছি।’

[৩৬] আবিগাইল নাবালের কাছে ফিরে গেল; সেসময়ে তার বাড়িতে রাজভোজের মত ভোজ হচ্ছিল, এবং নাবালের হৃদয় প্রফুল্লই ছিল, সে একেবারে মাতাল ছিল; আবিগাইল সকাল না হওয়া পর্যন্ত সেই বিষয়ে অল্প বা বেশি কিছুই তাকে বলল না। [৩৭] পরদিন সকালে নাবালের মত্ততার ঘোর কেটে গেলে তার স্ত্রী তাকে ব্যাপারটা সবই জানিয়ে দিল; তখন তার বুকে হৃদয় মৃতপ্রায় হল, এবং সে পাথরের মত হয়ে পড়ল। [৩৮] দশ দিন পরে প্রভু নাবালকে আঘাত করায় তার মৃত্যু হল।

[৩৯] নাবালের মৃত্যু হয়েছে, একথা শুনে দাউদ বললেন, ‘ধন্য প্রভু, যিনি নাবাল দ্বারা ঘটিত আমার দুর্নাম বিষয়ে আমার পক্ষসমর্থন করলেন, এবং তাঁর আপন দাসকে অমঙ্গলকর কাজ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি নাবালের শঠতা তার নিজের মাথার উপরে ডেকে আনলেন।’

পরে দাউদ লোক পাঠিয়ে আবিগাইলকে জানিয়ে দিলেন, তিনি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। [৪০] দাউদের দাসেরা কার্মেলে গিয়ে আবিগাইলকে বলল, ‘দাউদ আপনাকে বিবাহের জন্য নিয়ে যেতে আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়েছেন।’ [৪১] সে উঠে উপুড় হয়ে মাটিতে প্রণিপাত করে বলল, ‘দেখুন, আপনার এই দাসী আমার প্রভুর দাসদের পা ধোয়াবার দাসী!’ [৪২] আবিগাইল শীঘ্রই উঠে গাধায় চড়ে তার পাঁচজন অনুচারিণী যুবতীর সঙ্গে দাউদের দূতদের পিছনে গেল ও দাউদের স্ত্রী হল।

[৪৩] দাউদ যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামকেও বিবাহ করেছিলেন; তারা দু’জনেই তাঁর স্ত্রী হল। [৪৪] সৌল তাঁর আপন মেয়ে মিখালকে, যে দাউদের স্ত্রী হয়েছিল, গাল্লিম-নিবাসী লাইশের সন্তান পাল্টিকে দিয়েছিলেন।

দাউদ সৌলকে রেহাই দেন

২৬ জিফ অধিবাসীরা গিবেয়াতে সৌলকে গিয়ে বলল, ‘দাউদ কি মরুভূমির প্রান্তে সেই হাখিলা পাহাড়ে লুকিয়ে নেই?’ [২] তখন সৌল রওনা দিয়ে জিফ মরুপ্রান্তরে দাউদের খোঁজ করতে ইস্রায়েলের তিন হাজার বাছাই করা লোককে সঙ্গে নিয়ে জিফ মরুপ্রান্তরে নেমে গেলেন। [৩] সৌল মরুভূমির প্রান্তে সেই হাখিলা পাহাড়ে পথের ধারে শিবির বসালেন; সেই সময়ে দাউদ মরুপ্রান্তরে বাস করতেন, আর যখন দাউদ দেখতে পেলেন, সৌল মরুপ্রান্তরে তাঁর পিছনে ধাওয়া করছেন, [৪] তখন তিনি কয়েকটি গুপ্তচর পাঠিয়ে নিশ্চিত খবর পেলেন যে, সৌল সত্যি এসেছেন। [৫] দাউদ উঠে, সৌল যেখানে শিবির বসিয়েছিলেন, সেখানকার কাছাকাছি এক জায়গায় গেলেন; সেখানে দাউদ সৌলের ও তাঁর সেনাপতি নেরের সন্তান আব্নেরের শোয়ার জায়গা দেখতে পেলেন: সৌল শিবিরের ঘেরা জায়গাটার ভিতরে শুয়ে রয়েছেন, এবং লোকেরা তাঁর চারপাশে ছাউনি করে আছে।

[৬] দাউদ হিত্তীয় আহিমেলেককে ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ভাই আবিশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘সেই শিবিরে সৌলের কাছে আমার সঙ্গে কে নেমে আসতে রাজি?’ আবিশাই বললেন, ‘আমিই আপনার সঙ্গে যাব।’ [৭] দাউদ ও আবিশাই রাত্রিবেলায় লোকদের মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সৌল ঘেরা জায়গাটার ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন; তাঁর মাথার পাশে তাঁর বর্শা মাটিতে পোঁতা, এবং চারপাশে আব্নের ও তাঁর সৈন্যদল শুয়ে আছে।

[৮] আবিশাই দাউদকে বললেন, ‘আজ পরমেশ্বর আপনার শত্রুকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাকে অনুমতি দিন, আমি বর্শা দিয়ে তাঁকে এক আঘাতে মাটিতে গেঁথে ফেলি; তাঁকে আমার দু’বার আঘাত করারও দরকার হবে না!’ [৯] কিন্তু দাউদ আবিশাইকে বললেন, ‘না, তাঁকে মেরে ফেলো না! কেননা প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে কে শাস্তি এড়াল?’ [১০] দাউদ বলে চললেন, ‘জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! প্রভুই তাঁকে আঘাত করবেন: হয় তাঁর দিন এলে উনি এমনি মরবেন, না হয় সংগ্রামে গিয়ে নিহত হবেন। [১১] প্রভু এমনটি হতে না দিন যে, আমি প্রভুর

অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াই। কিন্তু তাঁর মাথার পাশে যে বর্শা ও জলের কুঁজো রয়েছে, তা তুলে নিয়ে এসো; পরে আমরা চলে যাই।’ [১২] দাউদ সৌলের মাথার পাশ থেকে তাঁর বর্শা ও জলের কুঁজোটি তুলে নিলেন, তারপর তাঁরা দু’জনে চলে গেলেন; কেউই কিছু দেখতে পেল না, কেউই কিছু জানতে পারল না, কেউ জেগেও উঠল না; সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কারণ প্রভু তাদের উপরে গভীর ঘুমের ঘোর নামিয়ে এনেছিলেন।

[১৩] দাউদ উপত্যকার ওপারে পার হয়ে, বেশ কিছু দূরে, পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের মধ্যে অনেকটা পথের ব্যবধান। [১৪] তখন দাউদ লোকদের ও নেরের সন্তান আব্নেরকে ডাকলেন; বললেন, ‘আব্নের, উত্তর দিচ্ছ না কেন?’ আব্নের উত্তরে বললেন, ‘তুমি কে যে রাজার দিকে চেঁচাচ্ছ?’ [১৫] দাউদ আব্নেরকে বললেন, ‘তুমি কি পুরুষ নও? ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার মত কে? তাহলে তুমি কেন তোমার আপন প্রভু রাজাকে রক্ষা করনি? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে মেরে ফেলতে লোকদের মধ্য থেকে একজন এসেছিল। [১৬] তোমার এই কাজটা তুমি ভাল করনি। জীবনময় প্রভুর দিব্যি, তোমরা মৃত্যুর সন্তান, কারণ প্রভুর অভিষিক্তজন তোমাদের প্রভুকে রক্ষা করনি। নিজেই একবার দেখ, রাজার মাথার পাশে সেই বর্শা ও জলের কুঁজোটি কোথায়!’ [১৭] দাউদের গলা চিনতে পেরে সৌল বললেন, ‘হে আমার সন্তান দাউদ, এ কি তোমার গলা?’ দাউদ উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু মহারাজ, এ আমার গলা।’ [১৮] তিনি বলে চললেন, ‘আমার প্রভু কেন তাঁর আপন দাসের পিছনে ধাওয়া করছেন? আমি কী করেছি? আমার কী অন্যায়? [১৯] এখন আমার অনুরোধ: আমার প্রভু মহারাজ তাঁর আপন দাসের কথা শুনুন; যদি প্রভুই আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করেন, তবে তিনি একটি নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মানবসন্তানেরাই আপনাকে উত্তেজিত করে, তবে তারা প্রভুর সামনে অভিশপ্ত হোক; কেননা আজ তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেন আমি প্রভুর উত্তরাধিকারের অংশী না হই। তারা যেনই বলছে: তুমি গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর। [২০] তাই এখন ইস্রায়েলের রাজা যে এই ছারপোকার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন,—হ্যাঁ, যেমন কেউ পর্বতে পর্বতে তিমির পাখির পিছনে দৌড়ে যায়—কমপক্ষে যেন আমার রক্ত প্রভুর উপস্থিতি থেকে দূরের মাটিতে পতিত না হয়।’

[২১] সৌল বললেন, ‘আমি পাপ করেছি! সন্তান দাউদ, ফিরে এসো; আমি তোমার অনিষ্ট কিছুই আর করব না, কারণ আজ আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্যবান হল। দেখ, আমি নির্বোধের মত কাজ করেছি, আমার বড়ই ভুল হয়েছে।’ [২২] দাউদ উত্তরে বললেন, ‘এই যে রাজার বর্শা; একটি লোক পার হয়ে এসে এ নিয়ে যাক! [২৩] প্রভু প্রত্যেককে যে যার ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততা অনুযায়ী প্রতিফল দিন। আজ প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে রাজি হলাম না। [২৪] সুতরাং দেখুন, আজ যেমন আমার সামনে আপনার প্রাণ মহামূল্যবান হল, তেমনি প্রভুর সামনে আমার প্রাণ মহামূল্যবান হোক, আর তিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।’ [২৫] তখন সৌল দাউদকে বললেন, ‘সন্তান দাউদ, তুমি ধন্য! তুমি যা করবে, সেসব কিছুতে নিশ্চয়ই সফল হবে।’ দাউদ তাঁর নিজের পথে চলে গেলেন, ও সৌল বাড়ি ফিরে গেলেন।

ফিলিস্তিনিদের দেশে দাউদ

২৭ দাউদ ভাবলেন, ‘এর মধ্যে কোন এক দিন আমি সৌলের হাতে মারা পড়ব। ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে আর ভাল উপায় নেই; সেখানে গেলে সৌল ইস্রায়েলের গোটা এলাকায় আমাকে খোঁজ করায় ক্ষান্ত হবেন, আর আমি তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।’ [২] তাই দাউদ উঠে তাঁর সঙ্গী ছ’শো লোক নিয়ে গাতের রাজার কাছে গেলেন; রাজা ছিলেন মায়োকের সন্তান, তাঁর নাম আখিস। [৩] দাউদ ও তাঁর লোকেরা নিজ নিজ পরিবার-সহ গাতে

আখিসের কাছে বাস করলেন: দাউদ ও তাঁর দুই স্ত্রী সেই যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়াম ও নাবালের বিধবা সেই কার্মেলীয়া আবিগাইল সেখানে বসতি করলেন। [৪] দাউদ পালিয়ে গাতে গিয়েছেন, এই খবর সৌলের কাছে জানানো হলে তিনি তাঁকে আর খোঁজ করলেন না।

[৫] দাউদ আখিসকে বললেন, 'আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, তবে আপনার এলাকার কোন একটা শহরে আমাকে স্থান দিন, যেখানে আমি বাস করতে পারি। আপনার এই দাস কেন আপনার সঙ্গে রাজধানীতে বাস করবে?' [৬] আখিস সেইদিনেই তাঁকে সিক্লাগ দিলেন; এজন্যই সিক্লাগ আজ পর্যন্ত যুদার রাজাদের স্বত্বাধিকারে আছে। [৭] ফিলিস্তিনিদের এলাকায় দাউদের অবস্থিতি-দিনের সংখ্যা এক বছর চার মাস।

[৮] সেসময় দাউদ ও তাঁর লোকেরা গিয়ে গেশুরীয়, গির্সীয় ও আমালেকীয়দের এলাকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, কেননা সুরের দিকে মিশর দেশ পর্যন্ত যে অঞ্চল, সেখানে পুরাকাল থেকে সেই জাতির লোকেরা বাস করত। [৯] দাউদ সেই দেশবাসীদের আঘাত করতেন—পুরুষলোক কি স্ত্রীলোক কাউকেই বাঁচিয়ে রাখতেন না; মেষ-ছাগের পাল, গবাদি পশুর পাল, গাধা, উট, পোশাক সবই লুট করে নিতেন; পরে আখিসের কাছে ফিরে আসতেন। [১০] 'আজ তোমরা কোথায় আক্রমণ চালিয়েছ?' আখিসের এই প্রশ্নে দাউদ উত্তরে বলতেন, 'যুদার নেগেব অঞ্চলে,' কিংবা 'যেরাহ্‌মেলীয়দের নেগেব অঞ্চলে,' কিংবা 'কেনীয়দের নেগেব অঞ্চলে।' [১১] কিন্তু দাউদ কোন পুরুষলোক বা স্ত্রীলোককে গাতে আনবার জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন না; তিনি ভাবতেন, 'পাছে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে এমন কথা জানিয়ে দেয় যে, দাউদ এই ধরনের কাজ করেছেন।' আর তিনি যতদিন ফিলিস্তিনিদের এলাকায় বাস করলেন, ততদিন সেইভাবে ব্যবহার করলেন। [১২] আখিস দাউদের উপর আশ্বাস রাখতেন; ভাবতেন, 'দাউদ নিজ জাতি ইস্রায়েলের কাছে নিজেকে ঘৃণার পাত্র করেছে; ফলে সে চিরকাল আমার দাস হয়ে থাকবে।'

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ

২৮ সেসময় ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সৈন্যদল জড় করল, আর আখিস দাউদকে বললেন, 'ভাল করে মনে রেখ, তোমাকে ও তোমার লোকদের আমার সঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে।' [২] দাউদ আখিসকে বললেন, 'আপনার এই দাস যে কী করতে পারে, তা আপনি নিশ্চয়ই জানতে পারবেন!' আখিস দাউদকে বললেন, 'ভাল, আমি তোমাকে সবসময়ের মত আমার দেহ-রক্ষক করে নিযুক্ত করছি।'

সৌল ও ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক

[৩] সেসময়ে সামুয়েল মারা গেছিলেন, এবং গোটা ইস্রায়েল তাঁর জন্য শোকপালন করেছিল; তারপর তারা তাঁর নিজের শহর রামায় তাঁকে সমাধি দিয়েছিল। সৌল দেশ থেকে যত ভূতের ওঝা ও গণককে দূর করে দিয়েছিলেন।

[৪] এর মধ্যে ফিলিস্তিনিরা সমবেত হয়েছিল, এবং এগিয়ে এসে শুনেমে শিবির বসিয়েছিল। সৌল গোটা ইস্রায়েলকে জড় করে গিল্‌বোয়া পর্বতে শিবির বসালেন। [৫] যখন সৌল ফিলিস্তিনিদের সেনানিবাস দেখলেন, তখন সন্ত্রাসিত হলেন, তাঁর হৃদয় নিদারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগল। [৬] সৌল প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, কিন্তু প্রভু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না: স্বপ্ন দ্বারাও নয়, উরিম দ্বারাও নয়, নবীদের দ্বারাও নয়। [৭] তখন সৌল তাঁর অনুচারীদের বললেন, 'আমার জন্য একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক খোঁজ কর; আমি তার অভিমত যাচনা করব।' তাঁর অনুচারীরা বলল, 'দেখুন, এন্‌-দোরে একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক আছে।' [৮] সৌল ছদ্মবেশ ধরলেন, অন্য পোশাক পরলেন, ও দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন, এবং রাতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে এসে বললেন, 'আমার

অনুরোধ, তুমি আমার জন্য ভূত দ্বারা মন্ত্র পড়ে, যাঁর নাম আমি তোমাকে বলব, তাঁকে উঠিয়ে আন।’ [৯] স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, ‘দেখ, সৌল যা করেছেন, তুমি তা ভালই জান: তিনি যত ভূতের ওঝা ও গণককে দেশের মধ্য থেকে উচ্ছিন্নই করেছেন; তাই আমাকে হত্যা করার জন্য কেন আমার প্রাণের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতছ?’ [১০] সৌল তার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি! এই ব্যাপারে তুমি দায়ী হবে না।’ [১১] স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার জন্য আমি কাকে উঠিয়ে আনব?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘সামুয়েলকে উঠিয়ে আন।’ [১২] স্ত্রীলোকটি সামুয়েলকে দেখতে পেল, এবং জোর গলায় চিৎকার করে সৌলকে বলল, ‘আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করেছেন? আপনি তো সৌল!’ [১৩] রাজা তাকে বললেন, ‘ভয় নেই; তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?’ স্ত্রীলোকটি সৌলকে উত্তরে বলল, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি, কে যেন দিব্য প্রাণী মাটি থেকে উঠে আসছে।’ [১৪] সৌল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তার চেহারা দেখতে কেমন?’ সে বলল, ‘একজন বৃদ্ধ উঠছে, তার গায়ে আলোয়ান জড়ানো।’ এতে সৌল বুঝতে পারলেন, তিনি সামুয়েল; তখন মাথা নত করে মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণিপাত করলেন।

[১৫] সামুয়েল সৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী জন্য বিরক্ত করে আমাকে উঠতে বাধ্য করেছ?’ সৌল বললেন, ‘আমি বড় সঙ্কটে পড়েছি: ফিলিস্তিনিরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, পরমেশ্বরও আমাকে ত্যাগ করেছেন; তিনি আমাকে আর কোন উত্তর দেন না, নবীদের দ্বারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। তাই আপনাকে ডাকালাম, যেন জানতে পারি আমার কী করা উচিত।’ [১৬] সামুয়েল বললেন, ‘যখন প্রভু তোমাকে ত্যাগ করে তোমার বিপক্ষ হয়েছেন, তখন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? [১৭] প্রভু আমার মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলেন, তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন: প্রভু তোমার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন ও তোমার প্রতিবেশী সেই দাউদকেই দিয়েছেন, [১৮] কারণ তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি এবং আমালেকের উপর তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ সফল করনি। এজন্যই প্রভু আজ তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। [১৯] আর শুধু তা নয়, প্রভু তোমার সঙ্গে ইস্রায়েলকেও ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেবেন। আগামীকাল তুমি ও তোমার ছেলেরা আমার সঙ্গী হবে; এবং প্রভু ইস্রায়েলের সৈন্যদলকে ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেবেন।’

[২০] সৌল তখনই মাটিতে লম্বালম্বি হয়ে পড়লেন; সামুয়েলের বাণীতে তিনি একেবারে সন্ত্রাসিত হলেন, এবং সারাদিন ও সারারাত না খেয়ে থাকায় শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। [২১] সেই স্ত্রীলোক সৌলের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে একেবারে বিহ্বল দেখে বলল, ‘দেখুন, আপনার দাসী এই আমি আপনার কথা রেখেছি; আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, প্রাণ হাতের মুঠোয় করেই আমি আপনার সেই কথা রেখেছি। [২২] তাই অনুরোধ করছি, এখন আপনিও এই দাসীর কথা রাখুন; আমি আপনার সামনে খানিকটা রুটি রাখি, আপনি কিছুটা খান, পথের জন্য একটু শক্তি যোগান।’ [২৩] তিনি রাজি ছিলেন না, বলছিলেন, ‘আমি খাব না!’ কিন্তু তাঁর অনুচারীরা ও সেই স্ত্রীলোক সবাই মিলে সাধাসাধি করলে তিনি কিছুটা খেতে রাজি হয়ে মাটি থেকে উঠে খাটের উপরে বসলেন। [২৪] সেই স্ত্রীলোকের ঘরে একটা নধর বাছুর ছিল; সে শীঘ্রই সেটাকে মারল এবং ময়দা নিয়ে ঠেঁসে খামিরবিহীন পিঠা বানাল। [২৫] সে এই সবকিছু সৌলের ও তাঁর অনুচারীদের সামনে রাখল; তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন, পরে সেই রাতে উঠে চলে গেলেন।

ফিলিস্তিনি নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত দাউদ

২৯ ফিলিস্তিনিরা তাদের গোটা সৈন্যদল আফেকে জড় করল, এবং ইস্রায়েলীয়েরা, যেস্রেয়েলে যে জলের উৎস, সেই উৎসের কাছে শিবির বসাল। [২] ফিলিস্তিনিদের নেতারা শতসংখ্যক ও সহস্রসংখ্যক সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন, আর সকলের শেষে আখিসের সঙ্গে দাউদ ও তাঁর লোকেরা এগিয়ে আসছিলেন। [৩] ফিলিস্তিনিদের নেতারা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই হিব্রুরা আবার

কী!’ আখিস ফিলিস্তিনিদের নেতাদের উত্তরে বললেন, ‘এই লোক কি ইস্রায়েলের রাজা সৌলের দাস সেই দাউদ নয়? সে এত দিন ও এত বছর ধরে আমার সঙ্গে থাকছে। যেদিন নিজেকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ত্রুটির মত এর কিছুই দেখিনি।’ [৪] ফিলিস্তিনিদের নেতারা সকলে তাঁর সঙ্গে বিমত হলেন; তাঁকে বললেন, ‘তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও; তার জন্য যে জায়গা স্থির করেছ, সে সেখানে ফিরে যাক। আমাদের সঙ্গে সে যেন যুদ্ধে না আসে, পাছে সংগ্রামের সময়ে আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। কেননা এই সব লোকের মাথা ছাড়া আর কী দিয়ে সে তার কর্তার প্রসন্নতা আবার জয় করবে? [৫] এ কি সেই দাউদ নয়, যার বিষয়ে লোকেরা নেচে নেচে গাইত,

সৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ,
দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ?’

[৬] আখিস দাউদকে ডাকিয়ে বললেন, ‘জীবনময় প্রভুর দিব্যি! তুমি বিশ্বস্ত লোক, এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার আসা-যাওয়া আমার দৃষ্টিতে ভাল, কেননা তোমার আসবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তোমাতে কোন শঠতা পাইনি। কিন্তু তবুও নেতারা তোমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। [৭] তাই ফিলিস্তিনিদের নেতাদের চোখে শত্রু না হয়ে তুমি বরং এখন শান্তিতে ফিরে যাও।’ [৮] দাউদ আখিসকে বললেন, ‘কিন্তু আমি কী করেছি? আজ পর্যন্ত যতদিন আপনার উপস্থিতিতে আছি, আপনি এই দাসের কি দোষ পেয়েছেন যে, আমি আমার প্রভু মহারাজের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারব না?’ [৯] আখিস উত্তরে দাউদকে বললেন, ‘আমি জানি, পরমেশ্বরের দূতের মতই তুমি আমার কাছে মূল্যবান, কিন্তু ফিলিস্তিনিদের নেতারা বলেছেন, লোকটা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারবে না! [১০] তাই তুমি ও তোমার সঙ্গে তোমার প্রভুর যে দাসেরা এসেছে, তোমরা সকলে আগামীকাল ভোরে ওঠ; খুব সকালে উঠে আলো হওয়ামাত্রই চলে যাও।’ [১১] পরদিন দাউদ ও তাঁর লোকেরা ভোরে রওনা দেবার জন্য ও ফিলিস্তিনিদের এলাকায় ফিরে যাবার জন্য খুব সকালে উঠলেন। আর ফিলিস্তিনিরা যেস্রেয়েলের দিকে রণযাত্রা করল।

আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

৩০ দাউদ ও তাঁর লোকেরা তিন দিন পরে সিক্লাগে এসে পৌঁছলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে আমালেকীয়েরা নেগেব অঞ্চল ও সিক্লাগের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; সিক্লাগ ধ্বংস করে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। [২] তারা সেখানকার স্ত্রীলোক ইত্যাদি ছোট বড় সকলকে বন্দি করে নিয়ে গেছিল; কাউকে বধ করেনি, কিন্তু সকলকে ধরে নিয়ে তাদের পথে চলে গেছিল।

[৩] দাউদ ও তাঁর লোকেরা সেই শহরে এসে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, শহর আগুনে পোড়া, ও তাঁদের স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েকে বন্দি করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। [৪] তখন দাউদ ও তাঁর সঙ্গী লোকেরা জোর গলায় হাহাকার করতে লাগলেন, শেষে হাহাকার করার শক্তি তাঁদের আর রইল না। [৫] দাউদের দুই স্ত্রী যেস্রেয়েলীয়া সেই আহিনোয়ামকে ও কার্মেলীয় নাবালের বিধবা সেই আবিগাইলকে বন্দি করে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। [৬] দাউদ বড় সঙ্কটের মধ্যে পড়লেন, কারণ লোকেরা দাউদকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার কথা বলছিল; নিজ নিজ ছেলেমেয়ের চিন্তায় প্রত্যেকজনের মন তিক্তই ছিল। কিন্তু দাউদ তাঁর পরমেশ্বর প্রভুতে সাহস ফিরে পেলেন।

[৭] আহিমেলেকের সন্তান আবিয়াথার যাজককে দাউদ বললেন, ‘এখানে আমার কাছে এফোদটি আন।’ আবিয়াথার দাউদের কাছে এফোদটি আনলেন। [৮] দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, ‘সেই লুটেরাদের পিছনে ধাওয়া করলে আমি কি তাদের নাগাল পাব?’ তিনি এই উত্তর পেলেন, ‘যাও, তাদের পিছনে ধাওয়া কর, তুমি নিশ্চয়ই তাদের নাগাল পাবে ও বন্দিদের উদ্ধার

করবে।’ [৯] দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সেই ছ’শো লোক গিয়ে বেসোর খরস্রোতে এসে পৌঁছলেন; যারা একটু পিছনে পড়ে গেছিল, তারা সেখানে থেমে গেল। [১০] দাউদ ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে চারশ’ লোক শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে গেলেন, কিন্তু দু’শো লোক ক্লান্তির ভারে বেসোর খরস্রোত পার হতে না পারায় সেখানে রইল।

[১১] তারা খোলা মাঠে একজন মিশরীয়কে পেয়ে তাকে দাউদের কাছে আনল; তারা তাকে কিছু রুটি খেতে ও জল পান করতে দিল; [১২] তাছাড়া, ডুমুরগুচ্ছের এক পিঠা ও দুই গুচ্ছ কিশমিশ তাকে দিল; তা খাওয়ার পর তার প্রাণ জুড়িয়ে গেল, কেননা সে তিন দিন তিন রাত রুটি কি জল খায়নি। [১৩] পরে দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কার্ লোক? কোথা থেকে আসছ?’ সে বলল, ‘আমি একজন মিশরীয় যুবক, একজন আমালেকীয়ের দাস। আজ তিন দিন হল, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম বিধায় আমার মনিব আমাকে ফেলে রেখে গেলেন। [১৪] আমরা ক্রেথীয়দের নেগেব অঞ্চল, যুদার নেগেব অঞ্চল ও কালেবের নেগেব অঞ্চলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আর সিক্লাগ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।’ [১৫] দাউদ তাকে আরও জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পথ দেখিয়ে তুমি কি সেই দলের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?’ সে বলল, ‘আপনি আমার কাছে পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়ে শপথ করুন যে, আমাকে বধ করবেন না, বা আমার মনিবের হাতে আমাকে তুলে দেবেন না, তাহলে পথ দেখিয়ে আমি সেই দলের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।’

[১৬] সে পথ দেখিয়ে তাঁকে তাদের কাছে নিয়ে গেল, আর দেখ, তারা সেই অঞ্চলের ভূমিতে ছড়ানো রয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করছে ও ফুর্তি করছে, কারণ ফিলিস্তিনিদের এলাকা ও যুদার এলাকা থেকে তারা প্রচুর লুটের মাল এনেছিল। [১৭] দাউদ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আঘাত করে চললেন; তাদের মধ্যে একজনও নিষ্কৃতি পেল না, কেবল চারশ’ যুবক উটে চড়ে পালিয়ে গেল। [১৮] আমালেকীয়েরা যা কিছু কেড়ে নিয়েছিল, দাউদ সেই সমস্ত উদ্ধার করলেন, বিশেষভাবে দাউদ তাঁর দুই স্ত্রীকেও উদ্ধার করলেন। [১৯] তাদের ছোট কি বড়, ছেলে কি মেয়ে, কিংবা দ্রব্য-সামগ্রী ইত্যাদি যা কিছু ওরা কেড়ে নিয়ে গেছিল, তার কিছুরই বাকি রইল না: দাউদ সবকিছুই ফিরিয়ে আনলেন। [২০] দাউদ সমস্ত মেষ-ছাগের পাল ও গবাদি পশুর পাল নিলেন, এবং লোকেরা তাঁর আগে আগে সেই সমস্ত পশুকে ঠেলতে ঠেলতে চিৎকার করে বলছিল, ‘এ দাউদের লুটের মাল!’

[২১] পরে, যে দু’শো লোক ক্লান্তির ভারে দাউদের সঙ্গে যেতে পারেনি, যাদের দাউদ বেসোর খরস্রোতের ধারে রেখে গেছিলেন, তাদের কাছে দাউদ যখন এলেন, তখন তারা দাউদ ও তাঁর সঙ্গী লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল; দাউদ ও তাঁর দল এগিয়ে এসে তাদের মঙ্গলবাদ জানালেন। [২২] কিন্তু যারা দাউদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে যারা ধূর্ত ও পাষণ্ড, তারা সকলে বলতে লাগল, ‘ওরা আমাদের সঙ্গে যায়নি, তাই আমরা যে লুটের মাল উদ্ধার করেছি, তা থেকে ওদের কিছুই দেব না; ওরা প্রত্যেকে কেবল নিজ নিজ স্ত্রী ও ছেলেদের পাবে। তাদের নিয়ে ওরা চলে যাক!’ [২৩] দাউদ উত্তরে বললেন, ‘ভাই সকল, প্রভু আমাদের যা দিয়েছেন, তা নিয়ে তোমরা এইভাবে ব্যবহার করো না: তিনি আমাদের রক্ষা করলেন, এবং যে লুটেরার দল আমাদের আক্রমণ করেছিল, তাদের তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। [২৪] কেইবা তোমাদের এই প্রস্তাব মেনে নেবে? বরং, যে যুদ্ধে যায়, তার যেমন অংশ, যে মালপত্রের রক্ষায় থাকে, তারও তেমন অংশ; দু’জনের সমান অংশ হবে।’ [২৫] সেদিন থেকে দাউদ ইস্রায়েলের জন্য এই বিধি ও নিয়ম জারি করলেন, আর তা আজ পর্যন্ত বলবৎ।

[২৬] দাউদ যখন সিক্লাগে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর বন্ধুদের কাছে, সেই যুদার প্রবীণদের কাছে লুটের মালের একটা অংশ এই বলে পাঠালেন, ‘দেখ, প্রভুর শত্রুদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে এ তোমাদের জন্য উপহার’:

[২৭] বেথেল,
নেগেবে অবস্থিত রামোৎ,
যাত্তির,
[২৮] আরোয়ের,
সিফ্মোৎ,
এষ্টেমোয়া,
[২৯] রাখাল,
যেরাহ্মেলীয়দের শহরগুলো,
কেনীয়দের শহরগুলো,
[৩০] হর্মা,
বোর-আসান,
আথাক,
[৩১] হেব্রোন, ও যে যে স্থানের মধ্য দিয়ে দাউদ ও তাঁর লোকেরা গিয়েছিলেন, সেই সকল
স্থানের লোকদের কাছে এ দাউদের উপহার।

গিল্বোয়া পর্বতে সংগ্রাম ও সৌলের মৃত্যু

৩১ ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়েরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাতে পালাতে গিল্বোয়া পর্বতে বিদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। [২] ফিলিস্তিনিরা সৌলের ও তাঁর সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং সৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিসুয়াকে মেরে ফেলল। [৩] সংগ্রাম সৌলের চারদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল, তীরন্দাজেরা তাঁর নাগাল পেল, আর তিনি সেই তীরন্দাজদের দ্বারা মারাত্মক আঘাতে আহত হলেন। [৪] তখন সৌল তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, ‘তোমার খড়্গ বের কর, সেই খড়্গ দ্বারা আমাকে বিঁধিয়ে দাও, নইলে ওই অপরিচ্ছেদিতেরা এসে আমাকে বিঁধিয়ে দিয়ে আমাকে অপমান করবে।’ কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা করতে চাইল না, কারণ সে বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল; তাই সৌল খড়্গটা নিয়ে নিজেই সেটার উপরে পড়লেন। [৫] সৌল মরেছেন দেখে তাঁর অস্ত্রবাহকও নিজের খড়্গের উপরে পড়ে তাঁর সঙ্গে মরল। [৬] এইভাবে সেদিন সৌল, তাঁর তিন সন্তান, তাঁর অস্ত্রবাহক ও তাঁর সমস্ত লোক একসঙ্গে মারা পড়লেন।

[৭] যে ইস্রায়েলীয়েরা উপত্যকার ওপারে ও যর্দনের ওপারে ছিল, তারা যখন দেখল, ইস্রায়েলের যোদ্ধারা পালিয়ে যাচ্ছে এবং সৌল ও তাঁর সন্তানেরা মারা গেছেন, তখন তারা শহরগুলো ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর ফিলিস্তিনিরা এসে সেই সকল শহর দখল করল।

[৮] পরদিন যখন ফিলিস্তিনিরা মৃতদেহগুলোর সজ্জা ইত্যাদি খুলে নিতে এল, তখন গিল্বোয়া পর্বতে পতিত অবস্থায় সৌল ও তাঁর তিন সন্তানকে দেখতে পেল; [৯] তারা তাঁর মাথা কেটে ও তাঁর রণসজ্জা খুলে ফিলিস্তিনিদের এলাকায় পাঠাল; তাদের দেবালয়ে ও লোকদের মধ্যে শুভসংবাদ দেবার জন্য তারা জায়গায় জায়গায় ঘুরল। [১০] তাঁর রণসজ্জা তারা আস্তার্তীস দেবীদের গৃহে রাখল, এবং তাঁর মৃতদেহ বেথ্-সেয়ানের নগরপ্রাচীরে টাঙিয়ে দিল।

[১১] যখন যাবেশ-গিলেয়াদের অধিবাসীরা জানতে পারল সৌলের প্রতি ফিলিস্তিনিরা কী না করেছে, [১২] তখন সমস্ত বীরযোদ্ধা রওনা দিল, এবং সারারাত হেঁটে গিয়ে সৌলের ও তাঁর সন্তানদের দেহ বেথ্-সেয়ানের নগরপ্রাচীর থেকে নামাল, আর যাবেশে এসে সেখানে পুড়িয়ে দিল। [১৩] পরে তারা তাঁদের হাড় নিয়ে যাবেশের ঝাউগাছের তলায় পুঁতে রাখল ও সাত দিন উপবাস পালন করল।